ছায়া
বাসনা

ইউজীন ও'নীল
অনুবাদ
কবীর চৌধুরী

পরিবেশক
পিপল্‌স পাব্লিকেশন্স, চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৩

প্রকাশনায় :
শাহীন বানু
ফিরিঙ্গী বাজার রোড
চট্টগ্রাম

মুদ্রণে :
সৈয়দ মোহাম্মদ শফি
আর্ট প্রেস
চট্টগ্রাম

CHHAYA BASANA
[Bengali Translation of
Desire Under the Elms
by Eugene O'Neill]
Translated by
Kabir Chowdhury

মূল্য : ২০.০০ টাকা

চরিত্র

এফ্‌রায়েম ক্যাবট

সাইমন
পিটার } এফ্‌রায়েমের ছেলে
এবেন

এ্যাবি পুটনাম
তাছাড়া একটি যুবতী মেয়ে, দু'জন চাষী, বেহালাবাদক, শেরিফ, এবং পাশাপাশি খামারের অন্যান্য লোকজন।

১৮৫০ সালে নিউ ইংল্যাণ্ডে ক্যাবটদের খামার-বাড়ীতে এবং ঠিক তার বাইরে এই নাটকের সমস্ত ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাথরের প্রাচীর। তার ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের দরজা গ্রামের সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। বাড়ীর অবস্থা ভালোই, তবে রঙ করা দরকার। দেয়ালের রঙ বিবর্ণ ধূসর, জানালার শার্সীর সবুজ রঙ-ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বাড়ীর দু'প্রান্তে দু'টি বিশাল দেবদারু গাছ। শাখা-প্রশাখা নিয়ে তারা ছাদের উপরটা ছেয়ে ফেলেছে। মনে হয় ওরা যেন বাড়ীটাকে একদিকে যেমন রক্ষা করছে, অন্য দিকে তেমনি শাসিয়ে দাবিয়ে রাখছে। ওদের এই পিষে-ফেলা আত্যন্তিক সেবাযত্নের ধরণে কেমন একটা অশুভ মাতৃত্বের ভাব আছে। এ বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে গভীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এরা যেন ভয়ানক রকম মানুষ মানুষ হয়ে পড়েছে। তাদের দুঃসহ চিন্তার ভার যেন বাড়ীটাকে ঘিরে আছে। মনে হয় দু'টি ক্লান্ত নিঃশেষিত রমণী তাদের প্রলম্বিত শিথিল স্তন, হাত, চুল এই বাড়ীটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন যেন তাদের অশ্রুধারা অবিশ্রাম ঝরে পড়ে ছাদের তক্তাগুলো পঁচিয়ে দেয়।

বাইরের গেট থেকে বাড়ীর দক্ষিণ কোণ ঘুরে সামনের দরজা পর্যন্ত একটা রাস্তা চলে এসেছে। এপাশে এক ফালি সরু বারান্দা। দেওয়ালের যে অংশটা আমরা দেখতে পাই তার দোতলায় দু'টি জানালা, নীচের তলায় অপেক্ষাকৃত একটু বড় আর দু'টি জানালা। ওপরের জানালা দু'টির একটি বাবার শোবার ঘরের, অপরটি ভাইদের। নীচের তলায় বাঁ দিকে রান্না ঘর, ডান দিকে বৈঠকখানা। এর জানালাগুলো সব সময়েই পর্দা ঢাকা থাকে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম দৃশ্য

খামার বাড়ীর বাইরের দিক। ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মের শুরুর দিকের একটি দিন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। বাতাস নাই। চারদিক নিষ্কম্প। বাড়ীর ওপরে আকাশ গাঢ় রঙ-এ ছেয়ে গেছে। দেবদারু দুটির সবুজ রঙও ঝলমল করে জ্বলছে। কিন্তু বাড়ীটা সে তুলনায় ছায়াচ্ছন্ন, মলিন, অবসাদগ্রস্ত।

দরজা খুলে এবেন ক্যাবট বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। সে ডানদিকের রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাতের বিরাট ঘণ্টাটিকে যন্ত্রের মতো দোলায়। সেই দোলানিতে ঘণ্টাটি কানে তালা লাগানো বিকট আওয়াজ করে বেজে ওঠে। এবেন উরুর ওপর হাত রেখে আকাশের দিকে তাকায়। কেমন একটা বিভ্রান্ত অজানা ভয়ের সঙ্গে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার মুখ থেকে হঠাৎ প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের অস্ফুট প্রশস্তি বেরিয়ে আসে।

এবেন : উঃ, কী সুন্দর।

[ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে চারিদিক দেখে। ওর বয়স পঁচিশ, দীর্ঘদেহী পেশীবহুল চেহারা।

সুপরিণত সুন্দর মুখ কিন্তু মুখের ভঙ্গীতে একটা অসন্তোষ আর আত্মরক্ষার ভাব। তার স্পন্দিত কালো চোখ খাঁচার বন্দী কোন বুনো পশুর চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিটি দিন যেন একটি খাঁচা, যার মধ্যে সে ধরা পড়েছে। তবু তার অন্তর সত্ত্বা অনবদমিত। তার ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি রয়েছে। কালো চুল, কালো গোঁফ, মুখে পাতলা কোঁকড়ানো দাড়ির আভাস। তার পরণে চাষীর মোটা জামা কাপড়।

গভীর ঘৃণায় সে মাটিতে থুথু ফেলে, তারপর ঘুরে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়।

সাইমন আর পিটার মাঠের কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরে। এরা দু'জনই লম্বা, ওদের সৎ ভাই এবেনের চাইতে বয়সে অনেক বড় (সাইমনের বয়স উনচল্লিশ, পিটারের সাঁইত্রিশ)। দুজনেরই দেহের গড়ন এবেনের চাইতে অপেক্ষাকৃত চৌকো ধরণের, গায়ে মাংশও বেশী। মুখের চেহারা গরুর মতো এবং ঘরোয়া হলেও তারা এবেনের চাইতে বেশী বিষয়ী আর ধূর্ত। বহু দিন মাঠে চাষের কাজ করার ফলে তাদের কাঁধ দুটো সামান্য কুঁজো। মাটি লেগে থাকা ভারী জুতো পায়ে ওরা থপথপ করে চলে। এদের কাপড়জামা, মুখ, হাত, নগ্ন বাহু, আর গলা সব মাটিতে ভর্তি হয়ে গেছে। গায়েও মাটির গন্ধ। বাড়ীর সামনে এসে ওরা দু'জন কিছুক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে, একসঙ্গে কোদালের ওপর ভর দিয়ে বোবার মতো আকাশের দিকে তাকায়। তাদের মুখের ভাবে একটা চাপা কঠোরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে তা ক্রমে কোমল হয়ে আসে।]

সাইমন : (অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে) সুন্দর।

পিটার : হ্যাঁ।

সাইমন : (হঠাৎ বলে ওঠে) আঠারো বছর হয়ে গেল।

পিটার : কি বলছ?

সাইমন : জেন—আমার বউ। মারা গিয়েছিলো।

পিটার : আমি ভুলে গেছি।

সাইমন : আমার মনে আছে। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। কি রকম একা একা লাগে। ঘোড়ার লেজের মতো লম্বা চুল ছিলো তার—সোনার মতো হলুদ রং-এর।

পিটার : তা কি আর করবে! —মরে গেলো। (কেমন এক রকম হাল্কা নিশ্চিন্ত সুরে এ কথা বলে। তারপর একটু থেমে থেকে বলে) সিম, পশ্চিমে সোনা আছে।

সাইমন : (তখনো সূর্য্যাস্তের প্রভাবে আচ্ছন্ন—লক্ষ্যহীন কণ্ঠে বলে) আকাশে?

পিটার : তাও বলতে পারো—ওখানেও তার ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছে। (উত্তেজিত হয়ে উঠতে উঠতে বলে) আকাশে সোনা—পশ্চিমে সোনা—সোনালী সিংহদরজা—ক্যালিফোর্নিয়া! সোনায় সোনাময় পশ্চিমাঞ্চল! সোনার প্রান্তর!

সাইমন : (সেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে) মাটির ওপর ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে আছে—কেবল তুলে নেবার অপেক্ষা! লোকে বলে সলোমনের খনি! (উভয়েই আরো কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর দুজনেই চোখ নামায়।)

পিটার : (গভীর তিক্ততার সঙ্গে বলে) এখানে জমি ভর্তি শুধু পাথর---পাথরের পর পাথর। বছরের পর বছর ধরে শুধু পাথরের দেয়াল গড়ে তোলা। সে, তুমি, আমি, তারপর এবেন—সবাই শুধু ওর জন্যে দেয়াল তুলছি, যেন ও আমাদের এর মধ্যে কয়েদ করে রাখতে পারে।

সাইমন : আমরা খেটে মরেছি। শক্তি ক্ষয় করেছি, জীবন ক্ষয় করেছি। জমিতে লাঙ্গল চালিয়েছি। (বিদ্রোহের ভঙ্গীতে মাটিতে লাথি মারে) তার ফসলের জন্য জমি তৈরী করতে গিয়ে নিজেরা পচে মরেছি ! (একটু থেমে তারপর বলে) খামারের অবস্থা কিন্তু এখানে বেশ ভালোই।

পিটার : ক্যালিফোর্নিয়ায় লাঙ্গল চালালে তাল তাল সোনা পেতাম !

সাইমন : তা ক্যালিফোর্নিয়া তো দুনিয়ার, বলতে গেলে, অন্য প্রান্তে। আগে বেশ ভালো করে হিসেব করে দেখতে হবে—

পিটার : (একটু চুপ করে থেকে) এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এতদিনে যা রোজগার করেছি সে সব ফেলে যেতেও আমার কষ্ট হবে। (আবার একটু নীরবতা। খাবার ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বার করে এবেন ওদের কথা শোনে।)

সাইমন : হ্যাঁ। (একটু পরে বলে) ও বোধ হয় শিগ্‌গীরই পটল তুলবে।

পিটার : (সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) বোধ হয়।

সাইমন : কে জানে, হয়ত এতদিনে মরেই গেছে।

পিটার : প্রমাণ দরকার হবে।

সাইমন : দু'মাস তো হয়ে গেল। কোন খবর নেই।

পিটার : এমনি এক সন্ধ্যায় আমাদের মাঠে রেখে উধাও হয়ে গেল। গাড়ী জু'তে পশ্চিমে পাড়ি দিল। রীতিমত অস্বাভাবিক কাণ্ড। একমাত্র বাজারে যাওয়া ছাড়া তিরিশ বছরের মধ্যে সে কোনদিন খামার ছেড়ে কোথাও যায় নি— এবেনের মাকে বিয়ে করার পর থেকে বাইরে কোথাও

যায় নি সে। (একটু থেমে থেকে ধূর্ত গলায় বলে) আচ্ছা, আদালতে নালিশ করে বুড়োর মাথা খারাপ প্রতিপন্ন করা যায় না ?

সাইমন : সে ওদের অবস্থাও কাহিল করে দিয়েছে। ওর যে মাথা খারাপ সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। (একটু নীরবতা) কবরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

এবেন : (বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে) বাপকে ভক্তি কর ! (ওরা চমকে উঠে ঘুরে তার দিকে তাকায়। এবেন প্রথমে হাসে, তারপর ভ্রূকুটি করে বলে) আমিও প্রার্থনা করি বুড়ো মরেছে।

(ওরা দু'জন তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এবেন সহজ ঘরোয়া ভঙ্গীতে বলে) খাবার তৈরী।

সাইমন
পিটার : (একসঙ্গে) বাঃ।

এবেন : (ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে) কি চমৎকার সূর্য্যাস্ত !

সাইমন
পিটার : (একসঙ্গে) হ্যাঁ। পশ্চিমে সোনা আছে।

এবেন : হ্যাঁ। (আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলে) ওই পাহাড়ে জমিটার ওপারে ?

সাইমন
পিটার : (একসঙ্গে) ক্যালিফোর্নিয়ায় !

এবেন : হুঁ ? (তাদের দিকে কিছুক্ষণ উদাসীন চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে) খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। (সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।)

সাইমন : (চমকে, ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে) খুব খিদে পেয়েছে।

পিটার : (গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে) শূয়োরের মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছি আমি।

সাইমন : (ক্ষুধার্ত লোলুপতার সঙ্গে বলে) শূয়োরের মাংস খেতে খুব ভালো !

পিটার : (একই স্বরে বলে) শূয়োরের মাংস ! (উভয়ে বাড়ীর দিকে যেতে থাকে। তাড়াতাড়ি করে পরস্পরকে ধাক্কা দিতে দিতে, কাঁধ ঘষাঘষি করে হেলতে দুলতে তারা খেতে যায়। মনে হয় যেন একজোড়া বলদ সন্ধ্যা বেলা মাঠ থেকে ফিরে খেতে চলেছে। বাড়ীর ডানদিকের কোণ দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়। দরজা দিয়ে ওদের ভেতরে ঢোকবার শব্দ শোনা যায়।)

পর্দা নেমে আসে

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আকাশ থেকে আলোর রঙ মুছে গিয়ে গোধূলি শুরু হয়েছে। এবার রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা যায়। ঠিক মাঝখানে পাইন কাঠের একটা টেবিল, ডাইনে পেছনের দিকে রান্না করার উনুন। টেবিলের ওপরে চর্বির তৈরী মোমবাতি, চারপাশে চারখানা কাঠের সাধারণ চেয়ার। পেছনের দেয়ালে একখানা বড় বিজ্ঞাপনের কাগজ আঁটা, তাতে একটা পাল তোলা জাহাজের ছবি আর বড় বড় অক্ষরে "কালিফোর্নিয়া" কথাটি লেখা। পেরেক দিয়ে রান্নার বাসনপত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের সব জিনিষপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক ঠিক জায়গায় সাজানো কিন্তু আবহাওয়ায় বাড়ীর গন্ধ নেই। বরং মনে হয় জনকয়েক যাযাবর পুরুষ মানুষের তাঁবুর রান্নাঘর।

তিনজনের জন্য খাবার জায়গা করা হয়েছে। এবেন উনুনের ওপর থেকে আলু সেদ্ধ আর শূয়োরের মাংস এনে টেবিলের ওপর রাখলো। একটা পাউরুটি আর এক পাত্র পানিও রাখলো। সাইমন আর পিটার ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এসে নিঃশব্দে নিজেদের চেয়ারে বসে পড়লো। এবেন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কিছুক্ষণ তিনজনই নীরবে খেতে থাকে। বড় দু'ভাই খায় নিঃসঙ্কোচে, ক্ষেতের পশুর মতো। এবেন খুঁটে খুঁটে খায় যেন তার খিদে নেই। সহনশীল অপছন্দের সঙ্গে সে তার দু'ভাইকে লক্ষ্য করে।]

সাইমন : (হঠাৎ এবেনের দিকে ফেরে) এই, দেখ! তোমার ওকথা বলা উচিত হয় নি, এবেন।

পিটার : সত্যি, কথাটা বলা ঠিক হয় নি।

এবেন : কোন কথা?

সাইমন : ওই যে বলছিলে ওর মৃত্যুর জন্য তুমি প্রার্থনা করেছো।

এবেন : তা—তোমরাও কি সে প্রার্থনা কর না?
(কিছুক্ষণ চুপচাপ)

পিটার : ও আমাদের বাপ।

এবেন : (হিংস্র ভাবে) আমার নয়।

সাইমন : (শুকনো গলায়) তোমার মায়ের সম্পর্কে ওকথা তুমি নিশ্চয়ই আর কাউকে বলতে দেবে না! হা! (গভীর বিদ্রূপে একবার মাত্র অট্টহাসি হাসে। পিটারও দাঁত বার করে হাসে)।

এবেন : (ফ্যাকাশে মুখে বলে) আমি বলতে চেয়েছিলাম—আমার মধ্যে ওর কিছু নেই—আমি ওর মতো নই। ওর আর আমার মধ্যে কোন মিল নেই!

পিটার : (শুষ্ক কণ্ঠে) অপেক্ষা কর, ওর মত বয়স হোক।

এবেন : (তীব্র ভঙীতে) আমি মায়ের মতো—প্রতি রক্তবিন্দু আমার মায়ের মতো। (একটু স্তব্ধতা। অলস ঔৎসুক্য নিয়ে ওরা দু'জন তাকে লক্ষ্য করে)

পিটার : (অতীতের কথা স্মরণ করে) সৎ-মা সিম আর আমাকে বেশ ভালোবাসতো। খুব ভালো ছিলো সৎ-মা।

সাইমন : সবার সঙ্গেই খুব ভালো ব্যবহার করতো সৎ-মা।

এবেন : (অত্যন্ত অভিভূত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু বিব্রত ভঙীতে মাথা ঝুঁকিয়ে দু'ভাইকে শ্রদ্ধা জানায়। তারপর তোৎলাতে তোৎলাতে বলে) তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি তার—তার বংশধর। (অপ্রস্তুত হয়ে সে বসে পড়ে)।

পিটার : (একটু চুপ করে থেকে, বেশ বিবেচনা করে বলে) সৎ-মা বুড়োর সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতো।

এবেন : (হিংস্র ভাবে) আর তার প্রতিদান হিসেবে ও তাকে মেরে ফেললো !

সাইমন : (একটু চুপ করে থেকে) কেউ কাউকে মেরে ফেলে না। কিছু না কিছু একটা অসুখ হয়ই। অসুখটাই খুনী।

এবেন : ও মাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলে নি ?

পিটার : সে নিজেও মরা-খাটুনী খেটেছে। সিমকে, তোমাকে, আমাকে, সবাইকে সে মরা-খাটুনী খাটিয়েছে। শুধু আমরা কেউ মরি নি—অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত।

সাইমন : কিছু একটা আছে ওর মধ্যে—আমাদের খাটাবার জন্য সে নিজেও খেটে মরছে !

এবেন : (প্রতিহিংসার সুরে) বেশ—তবে একদিন ওকে এর জন্য জবাবদিহি দিতে হবে—আমার কাছে !

(তারপর ঘৃণা মেশানো বিদ্রূপের সঙ্গে বলে) কিছু একটা আছে! কি সেই কিছু একটা?

সাইমন : জানি না।

এবেন : (বিদ্রূপের সুরে) বোধ হয় তোমাদের এখন যা ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাই।

(ওরা দু'জন অবাক হয়ে তার দিকে দেখে) হ্যাঁ, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। (তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে) কিন্তু তোমরা কোনদিন সোনার দেশে যাবে না!

পিটার : (জোর দিয়ে বলে) হয়ত যাবো!

এবেন : টাকা পাবে কোথায়?

পিটার : আমরা হেঁটেও যেতে পারি। ক্যালিফোর্নিয়া অনেক দূর জানি, কিন্তু এই খামারে আমরা যত হেঁটেছি সব একসঙ্গে যোগ করলে এতদিনে চাঁদে পৌঁছে যেতাম!

এবেন : সমতল ভূমিতে নামলেই রেড ইণ্ডিয়ানরা তোমাদের মুণ্ডু কেটে নেবে।

সাইমন : (শুষ্ক রসিকতার সঙ্গে বলে) হয়ত আমরাই ওদেরকে এক চুলের বদলে আরেক চুলের দাম দিতে বাধ্য করবো।

এবেন : কিন্তু সেকথা নয়। তোমরা কোথাও যাবে না কারণ বুড়ো শীগগিরই মরবে সারাক্ষণ এই ভরসায় তোমরা বসে থাকবে। এই খামার, জমি, বাড়ীর ভাগ পাবার আশায় তোমরা চিরকাল এখানে অপেক্ষা করে পড়ে থাকবে।

সাইমন : (একটু চুপ করে থেকে বলে) আমাদের হক আছে।

পিটার : তিনভাগের দু'ভাগ আমাদের।

এবেন : (লাফিয়ে উঠে) তোমাদের কোন হক নেই! সে তোমাদের মা ছিলো না। এই খামার তার। বুড়ো ওর কাছ

থেকে এটা চুরি করে নিয়েছিলো। মা মরে গেছে। এই খামার এখন আমার।

সাইমন : (ব্যঙ্গভরে) বাবা এলে তাকে বোলো ওকথা। আমি এক ডলার বাজী ধরছি—বুড়ো, জীবনে একবারের জন্য হলেও, প্রাণ খুলে হাসবে। হাঃ। (সে নিজেও একটা স্ফূর্তিহীন কর্কশ হাস্যধ্বনি করে।)

পিটার : (মজা পেয়ে ভাই-এর অনুসরণ করে সে-ও হেসে ওঠে।) হাঃ।

সাইমন : (একটু চুপ করে থেকে বলে) এবেন, তুমি কেন আমাদের দেখতে পার না? বছরের পর বছর ধরে যেন আমরা তোমার চক্ষুশূল হয়ে আছি!

পিটার : ঠিক বলেছো।

এবেন : ঠিকই বলেছো। কারণও আছে তার। (হঠাৎ ফেটে পড়ে) আমার মাকে যখন ও বাঁদীর মত খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছিল তখন কেন তোমরা বাধা দাও নি? মা তোমাদের ভালোবাসতো। সেইজন্য বুঝি এইভাবে তার প্রতিদান দিলে?

(বেশ খানিকক্ষণ দু'ভাই চুপ করে থাকে। ওরা অবাক হয়ে এবেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সাইমন : তা' মাঠে পানি তো দিতে হবে?

পিটার : তাছাড়া কাঠগুলোও কাটতে হ'ত।

সাইমন : নয়তো লাঙ্গল দিতে হ'ত।

পিটার : কিম্বা খড় তুলতে হ'ত।

সাইমন : কিম্বা জমিতে সার দিতে হ'ত।

পিটার : নয়তো আগাছা পরিষ্কার করতে হ'ত।

সাইমন : নয়তো গাছপালা ছেঁটে দিতে হ'ত।

পিটার : তা না হ'লে দুধ দোয়াতে হ'ত।

এবেন : (ওদের কথার মাঝখানেই কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে) আর দেয়াল তুলতে হ'ত—পাথরের পর পাথরের পর পাথর চাপিয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমাদের মনগুলোও পাথর হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেয়াল তুলতে হ'ত। তোমাদের মনও ওই করেই পাথরচাপা পড়ে গেছে!

সাইমন : (সহজ ঘরোয়া সুরে বলে) অন্য কাজের মধ্যে মাথা গলাবার আমাদের ফুরসৎই ছিলো না।

পিটার : (এবেনকে লক্ষ্য করে) তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় তোমার বয়েস ছিলো পনের বছর। আর বয়সের তুলনায় তুমি বেশ বড়সড়ই ছিলো। তুমি কোনদিন কিছু করনি কেন?

এবেন : (কঠিন স্বরে) আমার ওপরও তো একগাদা কাজের চাপ থাকতো। থাকতো না? (একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে) মা মরে যাবার পরই এইসব কথা আমার মনে হল। রান্না করতে করতে, মায়ের কাজগুলো করতে করতে আমি ওকে বুঝতে শিখলাম, কি কষ্ট যে তাকে করতে হয়েছে তা টের পেলাম। সারাক্ষণ সে কাজই করছে—এই সাহায্য করতে ফিরে আসছে—এই আসছে আলুর খোসা ছাড়াতে—এই ফিরে আসছে শূয়োরের মাংস ভাজা করতে—এই আসছে বিস্কুট তৈরী করতে—খিলধরা শরীর নিয়ে এই আসছে উনুনের আগুন নেড়ে দিতে, ছাই ফেলে দিতে। ছাই আর ধোঁয়ায় চোখ দুটো লাল, ক্রমাগত পানি পড়ছে তা দিয়ে—চিরকাল ঠিক যেমন হ'ত। এখনও মা ফিরে আসে —রাত্রিবেলা ওইখানে উনুনের পাশে এসে দাঁড়ায়—চুপচাপ শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকাটা যেন সে সহজ স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সে যে মুক্ত এই সত্যকে সে যেন কবরের মধ্যে গিয়েও স্বীকৃতি দিতে পারে না।

সাইমন : সে বেঁচে থাকতে কোনদিন কোন অভিযোগ করে নি।

এবেন : মা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে থাকাই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। বুড়ো আমার মায়ের দশা তাই করে তুলেছিলো। (হিংস্র আবেগের সঙ্গে বলে) দু'দিন আগে হোক পরে হোক, আমি চুপ করে থাকবো না। তখন যেসব কথা ওকে আমি বলি নি এবার বলবো। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে সেসব কথা এবার বলবো। আমি দেখবো যেন আমার মা কবরে গিয়ে অন্ততঃ শান্তিতে ঘুমুতে পারে।

(সে বসে পড়ে নিজের ভাবনা চিন্তার মধ্যে নিশ্চুপ হয়ে তলিয়ে যায়। অপর দু'জন কেমন একটা অদ্ভুত নিরাসক্ত কৌতূহলের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে।)

পিটার : (একটু পরে) সিম, বুড়ো গেলো কোথায় বলতে পারো ?

সাইমন : জানি না। ভালো জামাকাপড় পরে রীতিমত সাহেব সেজে, ঘোড়ার গা ঘষে মেজে চকচকে করে, গাড়ী হাঁকিয়ে, চাবুক হাতে, জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করতে করতে চলে গেল। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। অমি মাঠে লাঙ্গল দেওয়া প্রায় শেষ করে এনেছি। তখন বসন্তকাল, মে মাস, সূর্য্য অস্ত যেতে বসেছে—পশ্চিমে সোনা রঙ—আর সে গাড়ী হাঁকিয়ে চললো সেই পশ্চিম দিকে। আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, কোথায় যাচ্ছো ?" এক মুহূর্তের জন্য পাথরের দেয়ালটার কাছে গাড়ী দাঁড় করালো। সূর্য্যের আলোয় বুড়োর সাপ-চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন প্রচুর মদ খেয়েছে। খচ্চরের মতো হাসি হেসে বললো, "দেখো, আমি ফিরে আসার আগে পালিয়ে যেও না যেন।"

পিটার : কে জানে, আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া যাবার মতলব টের পেয়েছিলো কিনা ?

সাইমন : হবেও বা। আমি কিচ্ছু বলি নি। আর ও মুখটা কেমন অদ্ভুত এক রকম করে বললো, “আমি সারাদিন ধরে মুরগীর কলকলানি শুনেছি। গরুর হাম্বা হাম্বা ডাক আর চারদিকের হৈ চৈ শুনতে শুনতে সব কিছু আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখন বসন্তকাল আর আমার নিজেকে মনে হয়েছে অভিশপ্ত। মনে হয়েছে আমি যেন একটা বুড়ো মরা হিকোরী গাছের মতো—শুধু পোড়াবার উপযুক্ত।” একথা শুনে বোধ হয় আমার চোখে মুখে একটু আশার ছোঁয়া লেগেছিলো, কারণ তখনই সে চটপট করে বেশ হিংস্র গলায় বলে উঠলো, “কিন্তু ভুলেও ভেবো না যে, আমি মরতে বসেছি। আমি পণ করেছি একশো বছর বাঁচবো। আর তোমাদের পাপে ভরা লোভের ঘরে ছাই দেবার জন্য হলেও আমি একশো বছর বাঁচবো। এবার আমি বেরিয়ে পড়ছি। ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরা যেমন বেরিয়ে পড়তেন, আমিও তেমনি এবার বেরিয়ে পড়লাম, বসন্তকালে আমার প্রতি ঈশ্বরের কি বাণী তা উদ্ধার করবার জন্যে। আর শোনো, তুমি আবার তোমার লাঙ্গল চালানোয় মন দাও।” এই কথা বলেই একটা ধর্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। আমি ভেবেছিলাম ও নির্ঘাত মাতাল, নইলে সত্যিই আটকাতাম।

এবেন : (তাচ্ছিল্য সহকারে) না, আটকাতে না। তুমি ওকে ভীষণ ভয় কর। ভেতরে ভেতরে সে তোমাদের দু'জনকে একত্র করলে যা হয় তার চাইতেও শক্তিশালী।

পিটার : (ব্যঙ্গ ভরে) আর তুমি? তুমি বুঝি স্যামসন?

এবেন : আমার জোর বাড়ছে। আমি নিজের মধ্যেই অনুভব করছি ক্রমেই আমার জোর বাড়ছে—বাড়ছেই। শেষে একদিন ফেটে বেরুবে! (সে উঠে দাঁড়িয়ে কোট পরে, টুপী পরে। ওরা দুজন তাকে লক্ষ্য করে, ক্রমে তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এবেন লাজুক মুখে তাদের ওপর

থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে। তারপর বলে) আমি একটু ঘুরে আসছি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসি।

পিটার : বাজারের দিকে যাচ্ছো ?

সাইমন : মিনির ওখানে যাচ্ছো ?

এবেন : (উদ্ধত ভঙ্গীতে) হ্যাঁ।

পিটার : (ঠাট্টা করে) রঙিলা রমণী !

সাইমন : তোমার ভেতরে ভেতরে যেটা বেড়ে উঠছে সেটা --লালসা !

এবেন : তা যাই বল, সে সুন্দরী।

পিটার : হ্যাঁ, বিশ বছর ধরেই সে সুন্দরী।

সাইমন : নতুন চুনকাম করলে চল্লিশেও মেয়ে মানুষকে খুকী সাজানো চলে।

এবেন : ওর বয়স কক্ষনো চল্লিশ নয় !

পিটার : যদি নাও হয়, খুব বাকীও নেই আর।

এবেন : (মরীয়া হয়ে বলে) তুমি ওর কি জানো ?

পিটার : সবই—প্রথমে সিম, তারপর আমি—

সাইমন : বাবাও তোমাকে তার খবর কিছু কিছু দিতে পারবে। সেই হ'ল পয়লা নম্বর।

এবেন : মানে—তোমরা কি বলতে চাও যে সে-ও— ?

সাইমন : (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমরা সব ব্যাপারেই ওর উত্তরাধিকারী !

এবেন : (তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) উঃ, আর পারা যায় না। এইবার শীগগিরই বাঁধ ভাঙবে ! (প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে বলে)

যাই, ঘুষি মেরে বেটির মুখ ভেঙে দিয়ে আসি। (হিংস্রভাবে পেছনের দরজাটা টান দিয়ে খোলে।)

সাইমন : (পিটারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ধীরে ধীরে বলে) কি জানি দিতেও পারে। কিন্তু রাতটা গরম—সুন্দর। ওখানে পৌঁছুবার পর হয়ত ঘুষি না মেরে চুমু খাবে!

পিটার : ঠিক তাই করবে। (দু'জনেই হো হো করে অশ্লীলভাবে হেসে ওঠে। এবেন ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে—প্রথমে এই ঘরের, তারপর সামনের দরজা। তারপর বাড়ীর কোণা ঘুরে এসে গেটের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সাইমন : (ওর পেছন পেছন তাকিয়ে) ঠিক বাপের মতো হয়েছে।

পিটার : অবিকল।

সাইমন : কুত্তায় কুত্তা খাবে।

পিটার : হ্যাঁ। (স্বল্প নীরবতা। তারপর সতৃষ্ণ কণ্ঠে বলে) হয়ত এক বছর পর আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকবো।

সাইমন : হ্যাঁ। (একটু চুপ করে থাকে। তারপর দু'জনেই হাই তোলে।) চল শুতে যাই। (ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দু'জনে পেছনের দরজা দিয়ে চলে যায়। এবেন আকাশের দিকে দু'বাহু তুলে বিদ্রোহভরে বলে ওঠে)।

এবেন : ওই তো আকাশে একটা তারা—কোথাও না কোথাও সেও আছে, আর আমি আছি এইখানে, আর এই রাস্তাতেই কিছু দূরে মিনও আছে। সবাই আছি এই একই রাতে। ওকে যদি আমি চুমু খাই তবে কি হবে তাতে? আজকের রাতের মতোই সে—কোমল আর উষ্ণ। তার চোখ দু'টো তারার মতো ঝিকমিক করে, তার মুখ গরম, দু'বাহু গরম, লাঙ্গল দেওয়া গরম জমির গন্ধ তার গায়ে—সে সুন্দর।

সত্যি সুন্দর। ঈশ্বরের নামে কসম খেয়ে আমি বলতে পারি সে সুন্দর। আর আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে সে কি কি পাপ করেছে, কার কার সঙ্গে করেছে, সেসব নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার পাপ ওদের পাপের মতোই সুন্দর—কারো চাইতে কম সুন্দর নয়!

[সে গট গট করে রাস্তা ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে যায়।]

তৃতীয় দৃশ্য

ঠিক ভোর হবার আগের অন্ধকার মুহূর্ত। এবেন বাঁদিক থেকে প্রবেশ করে, ঘুরে বারান্দার দিকে যায়। আপন-মনেই তিক্তকণ্ঠে শব্দ করতে করতে শাপশাপান্ত করতে করতে সে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যায়।

এবেন : হতভাগা কিপ্টে বুড়ো কোথাকার! (সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার শব্দ শোনা যায়। তারপর সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভাইদের শোবার ঘরের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়ে বলে) এই, ওঠো!

সাইমন : (চমকে উঠে) কে রে?

এবেন : (দরজা ঠেলে এবেন ভেতরে ঢোকে। তার হাতে একটা মোমবাতি। এবার ভাইদের শোবার ঘর দেখা যায়। ঘরের ছাদটা হেলানো। শুধু ঘরের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়। সাইমন আর পিটার সামনের দিকে জোড়া-খাটে শুয়ে আছে। এবেনের খাট পেছন দিকে। তার মুখে নির্বোধ হাসি আর কঠিন ভ্রূকুটির সংমিশ্রণ।) আমি।

পিটার : (ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে) কি হয়েছে?

এবেন : খবর আছে হে, খবর আছে। হাঃ। (একবার মাত্র বিদ্রূপভরা অট্টহাস্য করে ওঠে।)

সাইমন : (রেগে) আমাদের ঘুম ভাঙা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলে না?

এবেন : সূর্য্য প্রায় উঠলো বলে। (তারপর বোমা ফাটায়) ও গিয়ে আবার বিয়ে করেছে!

সাইমন
পিটার } : (প্রচণ্ড উত্তেজনার সঙ্গে) বাবা?

এবেন : পঁয়ত্রিশ বছরের এক মেয়ের সঙ্গে ঝুলে পড়েছে। শুনলাম দেখতে নাকি ভালো।

সাইমন : (স্তম্ভিত হয়ে) মিছে কথা!

পিটার : কে বলল তোমাকে?

সাইমন : তোমার সঙ্গে রগড় করেছে।

এবেন : তোমরা আমাকে একটা বুদ্ধু ভাবো নাকি? সারা গাঁয়ের লোক এ কথা বলছে। নিউ ডোভার থেকে যে পাদ্রী এসেছে—সেই খবরটা এনেছে। সে বলেছে আমাদের পাদ্রীকে। নিউ ডোভার—পাগলা বুড়োটা ওখানেই সেই মেয়েলোকটাকে নিয়ে ঝুলে পড়েছে। মেয়েলোকটার বাড়ীও নাকি ওখানেই—

পিটার : (এবার সন্দেহ তিরোহিত হয় কিন্তু হতবুদ্ধি ভাবটা যায়না।) হুঁ—!

সাইমন : (একই ভাবে বলে) হুঁ—!

এবেন : (একটা খাটে বসে পড়ে পরম ঘৃণার সঙ্গে বলে) নরকের একটা শয়তান না? হারামজাদা বুড়ো খচ্চর শুধু আমাদের জব্দ করার জন্য এই কাণ্ডটা করেছে।

পিটার : (একটু থেমে থেকে) এখন সব কিছু সেই মাগীই পাবে।

সাইমন : যা বলেছো। (একটু চুপ করে থাকে। তারপর নিষ্প্রাণ গলায় বলে) যদি সত্যিই বুড়ো বিয়ে করে থাকে—

পিটার : তাহলে আমাদের দফা রফা। (একটু চুপ করে থেকে তারপর জোর দিয়ে বলে) সিম, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রান্তরে সোনা আছে। আর এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

সাইমন : আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। (তারপর যেন সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলেছে তেমনি ভঙীতে বলে) এইবারই শেষ! চলো আজ ভোরেই কেটে পড়ি।

পিটার : আমি রাজী।

এবেন : তোমাদের নিশ্চয়ই হাঁটতে খুব ভালো লাগে।

সাইমন : (ব্যঙ্গভরে) তুমি যদি আমাদের পিঠে পাখা গজিয়ে দিতে পারো তবে উড়ে যাই!

এবেন : জাহাজে চড়ে যেতে পারলে খুশী হ'তে, কি বল? (পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ানো ফুলস্কেপ কাগজ বার করে) এই যে, এটাতে যদি সই করে দাও তবে জাহাজে যেতে পারবে। যদি সত্যি তোমরা কোনদিন চলে যেতে চাও সেকথা ভেবে এটা আমি তৈরী করে রেখেছি। এতে লেখা আছে যে তোমরা দু'জন মাথা পিছু তিনশো ডলারের বদলে এই খামারে তোমাদের সমস্ত স্বত্ব আমার কাছে বিক্রী করে দিচ্ছ। (ওরা দু'জন সন্দেহের চোখে কাগজটার দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।)

সাইমন : (ভাবে) কিন্তু বুড়ো যদি সত্যিই আবার বিয়ে করে থাকে—

পিটার : তাছাড়া তুমি অত টাকাই বা পাবে কোথায়?

এবেন : (ধূর্ত গলায়) টাকাটা কোথায় লুকানো আছে আমি জানি। এতদিন ধরে অপেক্ষা করে রয়েছি। মা আমাকে বলে

গেছে। অনেকদিন ধরে মা জানতো . . . সেও অপেক্ষা করে বসেছিলো। টাকাটা আমার মায়ের—মায়ের খামার থেকেই ও টাকাটা বুড়ো জমিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলো। এখন হক্ মতো সে টাকাটা আমার।

পিটার : টাকাটা কোথায় লুকানো আছে ?

এবেন : (ধূর্ত গলায়) এমন জায়গায় যেখানে আমাকে বাদ দিয়ে কোনদিন খুঁজে পাবে না। মা লুকিয়ে দেখেছিলো, নইলে সেও জানতে পেতো না। (একটুখানি চুপচাপ। ওরা দু'জন সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকায়। এবেনও সন্দেহের দৃষ্টিতে ওদের দিকে দেখে।) কী—লেনদেনটা ন্যায্য মনে কর তো ?

সাইমন : বুঝতে পারছি না।

পিটার : বুঝতে পারছি না।

সাইমন : (জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) আকাশ ধূসর হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

পিটার : এবেন, তুমি বরং আগুনটা জ্বালাও।

সাইমন : আর কিছু খাবার তৈরী কর।

এবেন : হ্যাঁ। (জোর করে স্ফূর্তির ভাব দেখিয়ে হৃদ্যতার সঙ্গে বলে) খুব ভালো খাবার দেবো তোমাদের। যদি হেঁটেই ক্যালিফোর্নিয়া পাড়ি দিতে চাও তবে একেবারে পাঁজরার হাড়ের মধ্যে গিয়ে লেগে থাকার মতো খাবার দরকার হবে তোমাদের। (দরজার দিকে ফিরে অর্থপূর্ণ ভাবে বলে) তবে বদলাবদলি করলে জাহাজে চড়েই যেতে পারো। (দোরগোড়ায় থেমে অপেক্ষা করে। ওরা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সাইমন : (সন্দিগ্ধভাবে বলে) তুমি সারারাত কোথায় ছিলে ?

এবেন : (উদ্ধত ভঙীতে) মিনের ওখানে। (তারপর ধীরে ধীরে বলে) ওখানে হেঁটে যেতে যেতে প্রথমে মনে হচ্ছিল গিয়েই ওকে একটা চুমু খাব। তারপর তোমরা ওকে আর বুড়োকে জড়িয়ে যা বলেছ সেকথা মনে পড়লো। তখন মনে হ'ল গিয়েই এক ঘুষিতে ওর নাকটা ফাটিয়ে দিই। তারপর গাঁয়ে পৌঁছেই ওই খবরটা শুনলাম। শুনে ভয়ঙ্কর রাগ হল আমার। কি করব না করব বুঝতে না পেরে আমি এক দৌড়ে মিনের কাছে ছুটে গেলাম—(একটু থামে। তারপর ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙীতে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশী উদ্ধতভাবে বলে) মিনকে দেখার পর কিন্তু তাকে আমি মারি নি, তাকে চুমুও খাই নি। আমি তখন রাগে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছি, শাপশাপান্ত করছি। এত ক্ষেপে গিয়েছিলাম যে কী বলব! মিন ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছে। আর আমি বলা নেই কওয়া নেই ওকে চেপে ধরে বিছানায় ফেললাম, ভোগ করলাম তাকে! (সগর্বে) হ্যাঁ, স্যার, তাকে ভোগ করলাম। ও হয়ত এক সময় বুড়োর ছিলো, হয়ত তোমরাও তাকে উপভোগ করেছো, কিন্তু এখন ও আমার!

সাইমন : (শুকনো গলায়) ওর প্রেমে পড়েছো নাকি?

এবেন : (মহা তাচ্ছিল্যভরে) প্রেম! ওসব নাকী কান্না নিয়ে আমি কারবার করি না।

পিটার : (সাইমনকে চোখ টিপে বলে) এবেনও বোধ হয় বিয়ে-শাদীর কথা ভাবছে।

সাইমন : মিন খুব সতীসাধ্বী জীবনসঙ্গিনী হবে! (দু'জনেই ফিক করে হেসে ওঠে।)

এবেন : ওকে নিয়ে আমার ভারী মাথাব্যথা! তবে ও বেশ গোলগাল আর গরম। আসল কথাটা এই যে সে এক সময় ওই বুড়োর ছিল—আর এখন আমার! (দরজার কাছে

গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহের সুরে বলে) তাছাড়া মিন এমন কিছু খারাপও নয়। আমি বাজী ধরে বলতে পারি এই পৃথিবীতে মিনের চাইতেও অনেক খারাপ মেয়ে আছে। দাঁড়াও না, বুড়ো এবার যাকে জুটিয়েছে তাকে আগে একবার দেখি! আমার কেমন ধারণা হচ্ছে সেটা মিনের চাইতেও খারাপ। (এবেন বাইরে চলে যেতে আরম্ভ করে।)

সাইমন : (হঠাৎ বলে ওঠে) বোধ হয় ওকেও তোমার নিজের করে নেবার জন্য চেষ্টা করবে ?

পিটার : হাঃ হাঃ। (ব্যাপারটা কল্পনা করেই খুব আমোদ পায়।)

এবেন : (বিতৃষ্ণার সঙ্গে থুথু ফেলে) ওই বেটি—এইখানে ওর সঙ্গে শোবে—আমার মায়ের ক্ষেত খামার চুরি করবে! আমি ওকে আপনার করে নেবো ? তার চাইতে আমি বরং খাটাসকে সোহাগ করবো, সাপকে চুমু খাবো ! (সে বাইরে চলে যায়। ওরা দু'জন সন্দেহের চোখে এবেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু নীরবতা। সিঁড়িতে ওরা তার বিলীয়মান পদধ্বনি শুনতে পায়।)

পিটার : আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে।

সাইমন : জাহাজে করে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে পারলে ভালোই হ'ত কিন্তু—

পিটার : মিন বোধ হয় ওর মাথায় কোন মতলব ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সাইমন : কে জানে হয়ত বাবার বিয়ের খবরটা সবই আগাগোড়া মিথ্যে। আগে অপেক্ষা করে বউ দেখে নেওয়া ভালো।

পিটার : হ্যাঁ। আর বউ না দেখে কোন কাগজে সই-টই দেবো না !

সাইমন : তাছাড়া ওর টাকাটা যে খাঁটি তাও আগে পরখ করে দেখে নিতে হবে। (তারপর হেসে যোগ করে) তবে বাবা

যদি সত্যিই বিয়ে করে থাকে তাহলে এবেনের কাছে আমরা এমন একটা জিনিষ বিক্রী করে যাবো যা নাকি এমনিতেও কোনদিনই আমাদের হ'ত না।

পিটার : দেখা যাক অপেক্ষা করে কি হয়। (তারপর হঠাৎ চটে গিয়ে বলে ওঠে) আর বুড়ো ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি আর আমি কোন কাজ করবো না। যদি এবেনের ইচ্ছে হয় সে খেটে মরুক। আমরা শুধু খাবো আর মদ গিলবো আর পড়ে পড়ে ঘুমুবো। এই শালার ক্ষেত খামার চুলোয় যাক্!

সাইমন : (উত্তেজিত গলায়) ঈশ্বর সাক্ষী, সঙ্গতভাবেই আমরা বিশ্রাম দাবী করতে পারি! অন্ততঃ একবারের মতো একটু আমিরী হালে থাকা যাক। নাস্তা তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত আজ আমি বিছানা ছেড়ে উঠছি না।

পিটার : শুধু তৈরী নয়, টেবিলে না দেওয়া পর্য্যন্ত!

সাইমন : (একটু চুপ করে থেকে চিন্তান্বিত স্বরে বলে) আমাদের নতুন মা কি রকম হবে বলে তোমার মনে হয়? এবেন যে রকমই ভাবছে সে রকমই হবে নাকি?

পিটার : ওই রকম হওয়াই স্বাভাবিক।

সাইমন : (আক্রোশভরে) আমি মনে মনে কামনা করছি সে বেটি যেন একটা আসল শয়তান হয়। ওর পাল্লায় পড়ে বুড়ো যেন ভাবে যে এর চাইতে মরে ভূত হয়ে নরকে জ্বলাও আরামের ছিলো!

পিটার : (সারা অন্তর দিয়ে সায় দেয়) আমীন!

সাইমন : (বাবার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বলে) "ঈশ্বরের প্রেরিত-পুরুষরা যেমন বেরিয়ে পড়তেন, আমিও তেমনি এবার বেরিয়ে পড়লাম, বসন্তকালে আমার প্রতি ঈশ্বরের কি বাণী তা উদ্ধার করবার জন্যে"—এইকথা বলে গিয়েছিলো।

আমি বাজী ধরে বলতে পারি বদমায়েশ ভণ্ড বুড়ো তখনই জানতো যে সে খারাপ মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি করতে চলেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ। রান্নাঘরের অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি। বাইরে সবেমাত্র ভোর হচ্ছে। সাইমন আর পিটারের প্রাতঃরাশ প্রায় শেষ হয়েছে। এবেন খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে বসে ভ্রূকুঞ্চিত করে গভীর চিন্তায় মগ্ন। খাবার সে স্পর্শও করে নি।

পিটার : (ওর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে) মুখ গোমড়া করে বসে থেকে কোন লাভ নেই।

সাইমন : (বিদ্রূপ সহকারে) কাল রাতের লালসার কথা ভেবে অনুশোচনা করছে।

পিটার : (সহাস্যে) ওই তোমার প্রথম নাকি ?

এবেন : (রেগে যায়) তোমার সে খোঁজে কি দরকার ? (একটু চুপচাপ) আমি বুড়োর কথা ভাবছি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে সে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কাঁপুনি দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার আগে যেমন বোঝা যায়, আমিও তেমনি ঠিক অনুভব করতে পারছি যে সে আসছে।

পিটার : এখনও তো ভীষণ ভোর। এখন আসবে না।

সাইমন : কি জানি, বলা যায় না। চুপচাপ বসে আছি, কোন কাজকর্ম করছি না—হঠাৎ এসে আমাদের ওই অবস্থায় ধরে ফেলে চেঁচামেচি হৈ হল্লা করবার জন্যই হয়ত এসে পড়বে।

পিটার : (কলের মতো উঠে দাঁড়ায়। সাইমনও তাকে অনুসরণ করে।) চল, এবার কাজে যাওয়া যাক। (কিছু বুঝে উঠবার আগেই 'ওরা দু'জন কলের মতো দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ উভয়ে থেমে পড়ে।)

সাইমন : (হাসতে হাসতে বলে) তুমি একটা গাধা, পিট—আর আমি আরো বুদ্ধু। আমরা যে কাজ করছি না, ও এসে দেখুক তা! আমরা থোড়াই পরোয়া করি!

পিটার : (উভয়ে ফিরে এসে টেবিলে বসতে বসতে) আমরা কিচ্ছু পরোয়া করি না ওর! এসে দেখুক, বুঝবে যে তার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক চুকেবুকে শেষ হয়ে গেছে।

(আবার ওরা ভালো করে টেবিলে বসে পড়ে। এবেন অবাক হয়ে একবার পিটারকে আরেকবার সাইমনকে দেখে)

সাইমন : (এবেনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে) এবার থেকে আমরা ফুলের মতো শোভা সেজে বসে থাকবো!

পিটার : আর খাটাখাটি নেই, আর চকিঘোরা নেই, আর আমরা কুটোটি নাড়বো না!

সাইমন : এবার তুমিই একমাত্র মালিক—যতক্ষণ না বুড়ো আসে। কি, তাইতো তুমি চেয়েছিলে? এবার থেকে খাটবার একমাত্র লোকও তুমি!

পিটার : ওই, গরুগুলো চেঁচাচ্ছে। তুমি বরঞ্চ চটপট দুধটা দুইয়ে ফেল।

এবেন : (সানন্দ উত্তেজনায়) মানে, তোমরা কাগজে সই করবে?

সাইমন : (শুকনো গলায়) করবো বোধ হয়।

পিটার : করতে পারি।

সাইমন : আমরা বিবেচনা করে দেখছি। (হঠাৎ জোর দিয়ে বলে ওঠে) তুমি বরং কাজগুলো শুরু করে দাও।

এবেন : (অদ্ভুত রকমের উত্তেজিত হয়ে) আবার এটা মায়ের হ'ল ! এটা আমার খামার ! ওগুলো আমার গরু ! আমার নিজের দুধ দোয়াতে গিয়ে যদি আমার আঙ্গুল খসে পড়ে তবু সে-কাজ আমি করবো ! (পেছনের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। ওরা দু'জন নির্বিকারভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সাইমন : ঠিক বাপের মতো।

পিটার : অবিকল ! হুবহু !

সাইমন : ভাল—কুত্তায় কুত্তা খাক !

(এবেন সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ীর কোণা ঘুরে এগিয়ে আসে। সূর্য্যোদয়ের আভায় সমস্ত আকাশ রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গেটের কাছে থেমে পড়ে এবেন প্রদীপ্ত চোখে স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। সমস্ত খামার-বাড়ী সে তার কামনার সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে।)

এবেন : সুন্দর'! আশ্চর্য্য সুন্দর ! এই সব আমার ! (হঠাৎ সে মাথা পেছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে কঠিন নির্ভীক উদ্ধত দৃষ্টিতে কটমট করে তাকায়।) আমার ! শুনতে পাচ্ছো ? এইসব আমার ! (সে ঘুরে দ্রুতপায়ে বাঁয়ে পেছনের গোলাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সাইমন আর পিটার পাইপ ধরায়।)

সাইমন : (কাদামাখা জুতোসহ সে টেবিলের ওপর পা তুলে দেয়। তারপর চেয়ার পেছন দিকে হেলিয়ে পাইপ টানতে টানতে বেপরোয়া ভঙীতে বলে) আঃ, একেই বলে আরাম ! জীবনে অন্ততঃ একবার সুখ ভোগ করে নেওয়া যাক।

পিটার : যা বলেছ। (সেও সাইমনকে অনুসরণ করে। একটু ক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিজেদের অজ্ঞাতসারে উভয়েই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।)

সাইমন : (হঠাৎ বলে ওঠে) এবেনটা কোনদিনই ভালো দুধ দোয়াতে পারতো না।

পিটার : (তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক শব্দ করে) ওর হাত না তো যেন ঘোড়ার ক্ষুর! (একটু চুপচাপ)

সাইমন : ওই মদের ভাণ্ডটা দাও তো। একটু খাওয়া যাক। মনটা ভালো লাগছে না।

পিটার : উত্তম প্রস্তাব! (সে মদের ভাণ্ড নামিয়ে আনে, দুটো গ্লাস সাজিয়ে তাতে হুইস্কি ঢালে।) এসো, ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার উদ্দেশ্যে পান করা যাক্!

সাইমন : হ্যাঁ, আর আমরা যেন তা খুঁজে পাই! (উভয়ে মদ খায়, সজোরে পাইপ টানে, ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নেয়।)

পিটার : মদটা যেন কেমন লাগছে। ভালো লাগছে না।

সাইমন : এতো ভোরে খেয়ে অভ্যেস নেই, তাই।

(একটু চুপচাপ। ওরা ভয়ানক অস্থির হয়ে ওঠে।)

পিটার : রান্নাঘরে বড় গুমোট লাগছে।

সাইমন : (প্রচণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) চল বাইরে গিয়ে একটু খোলা হাওয়া লাগান যাক। (উভয়ে চটপট উঠে পড়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর ঘুরে সামনে এসে গেটের কাছে দাঁড়ায়। উভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ মুগ্ধ আবেশে চুপ করে থাকে।

পিটার : সুন্দর!

সাইমন : হ্যাঁ। মনে হচ্ছে সোনা এখন পুবদিকে।

পিটার : সূর্য্যদেব এবার আমাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করবেন সোনালী পশ্চিমের পানে।

সাইমন : (খামার-বাড়ীর চারদিকে চোখ বুলায়। তার বন্ধ মুখ কঠিন হয়ে আসে। ভেতরের আবেগ সে গোপন করতে পারে না।) হয়ত এখানে এই আমাদের শেষ সকাল, কি বল ?

পিটার : (একই সুরে) হ্যাঁ।

সাইমন : (মাটিতে পা ঠুকে মরীয়া হওয়া কণ্ঠে মাটিকে উদ্দেশ্য করে বলে) এইখানে আমার জীবনের তিরিশ বছর পোঁতা থাকলো তোমার মধ্যে—ছড়িয়ে থাকলো তোমার ওপর—আমার রক্ত আর হাড় আর ঘাম এখানে পচিয়ে আমি তোমাকে উর্বরা করে তুলেছি, তোমার আত্মাকে ঐশ্বর্য্যশালী করেছি। আমি শুধু সারের কাজ করেছি এখানে—খাঁটি সার !

পিটার : একদম ঠিক বলেছো। আমার অবস্থাও তাই।

সাইমন : হ্যাঁ, তোমার অবস্থাও তাই পিটার। (সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তারপর থুথু ফেলে বলে) যাক, যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

পিটার : পশ্চিমে সোনা আছে, হয়ত স্বাধীনতাও আছে। এখানে পাথরের দেয়ালে আমরা এতদিন ক্রীতদাসের মতো খেটেছি।

সাইমন : (বেপরোয়া সুরে) আমরা কখনও কারো দাসত্ব করি নি, কোন কিছুর দাসত্ব আমরা মানি নি। (একটু নীরবতা। তারপর অস্থিরভাবে সে বলে) এবেনটা কি রকম দুধ দোয়াচ্ছে কে জানে ?

পিটার : ঠিকই দোয়াচ্ছে বোধ হয়।

সাইমন : আমাদের বোধ হয় ওকে সাহায্য করা উচিত—অন্তত: আজকের মতো।

পিটার : তাই বোধ হয় ঠিক। গরুগুলো আমাদের চেনে।

সাইমন : পছন্দও করে। ওকে বিশেষ চেনে না।

পিটার : তাছাড়া ঘোড়া, শূয়োর, মুরগী—ওগুলোও ওকে বিশেষ চেনে না।

সাইমন : ওরা আমাদেরকে ভাই-এর মতো মনে করে—ভালোও বাসে! (গর্বভরে) আর কেনই বা বাসবে না? আমাদের যত্নআত্তির ফলেই তো এমন চমৎকার হয়ে গড়ে উঠেছে—একদম প্রথম শ্রেণীর!

পিটার : কিন্তু আর আমরা কিছু করবো না।

সাইমন : (প্রাণহীন কণ্ঠে) হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছিলাম। (তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের স্বরে বলে) আচ্ছা চল এখন এবেনকে একটু সাহায্য করি গিয়ে। ঘুমটাও কাটবে তাহলে।

পিটার : আমার আপত্তি নেই। (ওরা গোলাঘরের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় এবেন উত্তেজিত মুখে ওদের দিকে ছুটে আসে)

এবেন : (এক নিঃশ্বাসে বলে ওঠে) ওরা এসে পড়েছে, এসে পড়েছে। বুড়ো খচ্চর আর তার বউ এসে পড়েছে। গোলাঘরের ওখান থেকে আমি দেখেছি। ওরা মোড়ের কাছে এসে পড়েছে।

পিটার : অতদূর থেকে তুমি চিনলে কি করে?

এবেন : বারে, বুড়োর দৃষ্টি যেমন ক্ষীণ, আমার তেমনি তীক্ষ্ণ নয়? ওই ঘোড়া আর গাড়ীটা কি আমি চিনি না? ওখানে দু'জন মানুষ বসে আছে সে কি আমি দেখতে পাই নি? ওরা ছাড়া আর কে হবে? ······তাছাড়া আমি তোমাদের বলছি যে আমি ঠিক ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছি ওরা আসছে। (সে ছটফট করে ওঠে যেন তার চুলকানি হয়েছে।)

পিটার : (রেগে উঠতে আরম্ভ করে) আজ বুড়ো নিজেই গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলুক!

সাইমন : (সেও রেগে ওঠে) চল, আমরাও তাড়াতাড়ি পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নিই। ও একদিক দিয়ে ঢুকুক, আমরাও আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ও ফিরে আসার পর আমি আর কোনদিন এই বাড়ীর ভেতর পা দিতে চাই না। (ওরা দু'জন আবার কোণা ঘুরে বাড়ীর দিকে ফিরে যায়। এবেন তাদের অনুসরণ করে।)

এবেন : (উদ্বিগ্ন স্বরে বলে) যাবার আগে কাগজটায় সই করবে তো ?

পিটার : হাড়কিপ্টে বুড়োর টাকার রংটা আগে দেখি, তারপর সই করবো কিনা দেখা যাবে।

(তারা বাঁ দিক দিয়ে ভেতরে চলে যায়। বড়ো দু'ভাই তাদের পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। এবেনকে রান্নাঘরে দেখতে পাওয়া গেল। সে এক দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে। তারপর ফিরে এসে উনুনের ঠিক নীচে মেঝের একটা তক্তা টান দিয়ে খুলে ফেলে সেখান থেকে একটা থলি বার করে আনে। এবেন থলিটা টেবিলের ওপর রেখে আবার মেঝের তক্তাটা যথাস্থানে ঠিক করে রাখে। একটু পরেই অন্য দু'ভাই ঘরে ঢোকে। তাদের হাতে দুটো কার্পেটের বড় থলি।)

এবেন : (সাবধানে নিজের থলির ওপর হাত রেখে বলে (সই করেছো ?

সাইমন : (হাতের কাগজ দেখিয়ে বলে) হ্যাঁ। (লোভীর মতো) ওতে টাকা বুঝি ?

এবেন : (থলি খুলে এক মুঠো সোনার টাকা ছড়িয়ে দেয়। প্রতিটির দাম কুড়ি ডলার।)

কুড়ি ডলার দাম প্রত্যেকটার। ত্রিশটা আছে। গুণে নাও।

(পিটার পাঁচটা পাঁচটা করে মুদ্রাগুলি সাজিয়ে গুণে নেয়। মাঝে মাঝে দুএকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে পরীক্ষা করে দেখে।)

পিটার : ছ'শো। (থলিতে ভরে গায়ের জামার মধ্যে সন্তর্পণে রেখে দেয়।)

সাইমন : (এবেনের হাতে কাগজটা দেয়) এই নাও।

এবেন : কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে নিজের জামার ভেতরে লুকিয়ে রাখে। তারপর কৃতজ্ঞচিত্তে বলে) ধন্যবাদ !

পিটার : তোমাকে ধন্যবাদ ! তোমার জন্যই জাহাজে করে যেতে পারবো।

সাইমন : বড়দিনের সময় তোমাকে এক তাল সোনা পাঠিয়ে দেবো। (একটু চুপচাপ। এবেন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওরা এবেনের দিকে।)

পিটার : (একটু বিব্রত ভঙীতে) আচ্ছা, এবার তাহলে চলি আমরা।

সাইমন : উঠোন পর্য্যন্ত যাবে নাকি ?

এবেন : না। আমি এখানে একটু থাকবো।

(আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওরা দু'জন পেছনের দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। তারপর সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।)

সাইমন : আচ্ছা চলি তবে। বিদায়।

পিটার : বিদায়।

এবেন : বিদায়।

(ওরা চলে যায়। এবেন টেবিলে এসে বসে, উনুনের দিকে মুখ করে জামার ভেতর থেকে কাগজটা টেনে বার করে। কাগজ দেখা শেষ করে উনুনের দিকে তাকায়।

জানালা দিয়ে সূর্য্যের ছটা এসে তার সারা মুখ রাঙিয়ে দেয়। সে মুখ যেন কিসের আবেশে ধ্যানমগ্ন। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে। ওদিকে দু'ভাই বাইরে গেটের কাছে এসে উপস্থিত হয়।)

পিটার : (গোলাঘরের দিকে তাকিয়ে) ওই যে বুড়ো ওইখানে— গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলছে।

সাইমন : (হাসে) আমি বাজী ধরে বলতে পারি ও মনে মনে খুব চটেছে।

পিটার : ওই যে মেয়েলোকটা ওইখানে।

সাইমন : দাঁড়াও, নতুন-মা কেমন দেখতে একটু দেখে নিই।

পিটার : (সহাস্যে) তারপর বুড়োকে শেষবারের মতো শাপশাপান্ত করে যাই !

সাইমন : (দাঁত বার করে হাসতে হাসতে) জান, খুব স্ফূর্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাথাটা যেন বেজায় হাল্কা হয়ে গেছে।

পিটার : আমারও। মনে হচ্ছে যেন প্রাণ খুলে হাসি, যতক্ষণ না হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়।

সাইমন : মদের জন্যে নাকি ? কি মনে হয় হয় তোমার ?

পিটার : উঁহুঁ। আমার পা দুটো চলবার জন্য ছটফট করছে। মনে হচ্ছে সব কিছু লাফিয়ে ডিঙিয়ে আর—

সাইমন : নেচে নেচে ?

(একটু চুপচাপ)

পিটার : (কেমন হতবুদ্ধি হয়ে বলে)

এ ভারী অস্বাভাবিক কিন্তু।

সাইমন : (তার মুখে একটা আলো ফুটে ওঠে)

আমার মনে হয় কি জানো ? এতদিনে আমাদের ইস্কুলের

ছুটি হল। একেবারে পাকা ছুটি। এই প্রথম আমরা মুক্তি পেলাম।

পিটার : (বিভ্রান্ত) মুক্তি?

সাইমন : হ্যাঁ। এতদিনে লাগাম ছিঁড়ে গেছে, জোয়াল গেছে ভেঙে, পড়ে গেছে সমস্ত বেড়া। পাথরের দেয়াল ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখতে না দেখতে আমরা হৈ হৈ করতে করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে ছুটে চলে যাবো।

পিটার : (বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বক্তৃতার ঢং-এ বলে) কেউ যদি এই জঘন্য পচা পাথুরে ক্ষেতখামার নিতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিতে পারে। না হুজুর, এতে আর আমাদের কোন কাজ নেই।

সাইমন : (টান দিয়ে গেট-টা উপড়ে ফেলে সেটা বগলদাবা করে বলে)

এই আমরা সব গেট উঠিয়ে দিলাম। বন্ধ গেট, খোলা গেট--সব গেটের উচ্ছেদ আজ থেকে আমরা ঘোষণা করলাম।

পিটার : আমরা সৌভাগ্যের স্পর্শমণি হিসেবে এটা সঙ্গে নিয়ে যাবো। তারপর কোন নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেবো।

সাইমন : (বাঁ দিক থেকে কথার আওয়াজ ভেসে আসে। তা শুনে সে বলে ওঠে)
ওই আসছে ওরা।

(দু'ভাই যেন দুটো পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে জমে যায়। এফরায়েম ক্যাবট এবং এ্যাবি পুটনাম ঘরে ঢোকে। ক্যাবটের বয়স পঁচাত্তর। দীর্ঘ দেহ, পেটানো শরীর। সে যে অত্যন্ত শক্তিমান তা দেখলেই বোঝা যায়। তবে খাটুনীর ফলে তার কাঁধের কাছটা কুঁজো হয়ে গেছে। মুখের রেখা কঠিন। মনে হয় যেন পাথর কুঁদে খোদা।

তবু সে মুখে একটা দুর্বলতার ছাপও রয়েছে, নিজের সঙ্কীর্ণ শক্তিতে একটা ক্ষুদ্রমনা গর্বের ভাব। চোখ দু'টো ছোট আর কাছাকাছি। অত্যন্ত ক্ষীণদৃষ্টি সে। কোন কিছু ভালো করে দেখবার প্রয়াসে তার চোখ অনবরত পিটপিট করে। তার পরণে গীর্জায় যাবার নিরানন্দ কালো পোষাক। এ্যাবির বয়স পঁয়ত্রিশ। স্বাস্থ্যবতী, প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তার গোল মুখ সুন্দর দেখতে, যদিও সে সৌন্দর্য্য তীব্র কামনার প্রভাবে ক্ষুণ্ণ। তার চোয়ালে শক্তি এবং অনমনীয়তা, চোখে দৃঢ় সংকল্প। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ঘিরে একটা অশান্ত পোষ-না-মানা মরীয়া ভাব—এবেনের মধ্যে যে জিনিষটা অত্যন্ত স্পষ্ট, অনেকটা সেই রকম।)

ক্যাবট : (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে—তার শুকনো ভাঙা গলায় একটা আশ্চর্য্য অবরুদ্ধ আবেগ।)
এ্যাবি, এই আমাদের বাড়ী।

এ্যাবি : (গভীর কামনায় যেন শব্দটিকে ঘিরে রাখে) বাড়ী! (সানন্দ উৎসাহে বাড়ীর চারিদিকে তাকায়। গেটের কাছে দাঁড়ানো অনড় দু'টি মূর্তিকে যেন দেখতেই পায় না।) সুন্দর! ভারী সুন্দর! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে এ বাড়ী সত্যিই আমার।

ক্যাবট : (তীক্ষ্নস্বরে বলে ওঠে)

তোমার মানে? আমার! (ওর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায়। এ্যাবিও ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু নরম হয়ে ক্যাবট বলে) বলতে পারো আমাদের দু'জনের! বহুদিন বড় একা একা কেটেছে। বসন্তকালে আমি বুড়িয়ে যাচ্ছিলাম। ঘরে কি মেয়েমানুষ না থাকলে চলে?

এ্যাবি : (তার কণ্ঠস্বরে স্বাধিকারের ছোঁয়া লাগে।) ঘর না থাকলে মেয়েদের চলে না!

ক্যাবট : (অনিশ্চিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে) তা ঠিক। (তারপর বিরক্তিভরে বলে) ওরা সব গেল কোথায়? কেউ নেই নাকি কোথাও? কাজকর্ম কিছুই নেই নাকি আজ?

এ্যাবি : (ভাই দু'জনকে দেখে। ওদের ঘৃণা মেশানো পরখ করা শীতল দৃষ্টির উত্তরে তাদের দিকে ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বলে) ওই তো ওখানে গেটের কাছে দুটো লোক ঘুর ঘুর করছে, দলছাড়া একজোড়া শূয়োরের মতো হাঁ করে আমাকে দেখছে।

ক্যাবট : (চোখ কুঁচকে দেখতে চেষ্টা করে।) হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কারা চিনতে পারছি না।

সাইমন : আমি সাইমন।

পিটার : আমি পিটার।

ক্যাবট : (রাগে ফেটে পড়ে) কাজ করছো না কেন তোমরা?

সাইমন : (শুষ্ক কণ্ঠে) তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে আর নতুন বউকে!

ক্যাবট : (কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে) আচ্ছা? বেশ—এই ছেলেরা, ইনি হলেন তোমাদের নতুন মা।

(এ্যাবি ওদের ভালো করে দেখে। ওরা স্থির দৃষ্টিতে তাকায় এ্যাবির দিকে।)

সাইমন : (মুখ ঘুরিয়ে ঘৃণাভরে মাটিতে থুথু ফেলে) দেখলাম!

পিটার : (সেও থুথু ফেলে) আমিও দেখলাম!

এ্যাবি : (বিজয়িনীর সচেতন অহঙ্কারের সঙ্গে বলে) যাই, আমি ভেতরে গিয়ে আমার বাড়ীটা ভালো করে দেখি। (ধীরে ধীরে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।)

সাইমন : (ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে) ওর বাড়ী!

পিটার : (এ্যাবির পেছনে পেছনে ডেকে বলে) বাড়ীর ভেতরে তুমি এবেনকে দেখবে। বাড়ীটা যে তোমার একথা ওকে না বলাই বরঞ্চ ভালো।

এ্যাবি : (মুখ দিয়ে নামটা আওড়ায়) এবেন। (তারপর শান্ত গলায় বলে) আমি এবেনকে বলবো।

ক্যাবট : (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখভঙী করে বলে) এবেনের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। ওটা একটা বুদ্ধু—ওর মায়ের মতো—তুলতুলে নরম আর বেকুব!

সাইমন : (ঠাট্টার সুরে অট্টহাস্য করে ওঠে) হাঃ হাঃ। এবেন একদম তোমার ছেলে, অবিকল তোমার মতো। হিকোরী গাছের মতো তেতো আর শক্ত। কুত্তায় কুত্তা খায়, বুঝলে? এবার ও তোমাকে খাবে।

ক্যাবট : (শাসনের সুরে বলে) যাও, তোমরা কাজে যাও।

সাইমন : (এ্যাবি বাড়ীর মধ্যে চলে গেলে সে পিটারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ঠাট্টার সুরে বলে) তাহলে উনিই হলেন আমাদের নতুন মা? তা কোন নরক থেকে ওকে কুড়িয়ে আনলে?

(সাইমন আর পিটার হাসে)

পিটার : হাঃ! অন্য মাদী শুয়োরগুলোর সঙ্গে ওকে বরং খোঁয়াড়ে ছেড়ে দাও। (উভয়ে উরু চাপড়ে প্রচণ্ডভাবে হেসে ওঠে।)

ক্যাবট : (ওদের বেয়াদবীতে বোকা বনে তোৎলাতে থাকে।) এই সাইমন! এই পিটার! তোমাদের হল কি? মদ খেয়েছো নাকি?

সাইমন : আমরা এখন মুক্ত। বুঝলে বাবা—তোমার হাত থেকে, এই ক্ষেত খামারের হাত থেকে আমরা এতদিনে মুক্তি পেয়েছি। (ওরা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওদের কথায় ক্রমবর্দ্ধমান উৎকট উল্লাস ফুটে ওঠে।)

পিটার : আর আমরা এবার ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনির খোঁজে বেরিয়ে পড়ছি।

সাইমন : হ্যাঁ। এইবার তুমি সব সম্পত্তি নিতে পারো। ইচ্ছে করলে সারা খামার বাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারো !

পিটার : চাই কি মাটি খুঁড়ে কবরও দিতে পারো। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

সাইমন : আমরা মুক্ত, বুঝলে ? (আনন্দে নাচের ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে ওঠে।)

পিটার : হ্যাঁ, একেবারে মুক্ত ! (খুশীতে বাতাসে লাথি ছোঁড়ে।)

সাইমন : (প্রায় ক্ষ্যাপার মতো) হেঁইও !

পিটার : হেঁইও হেঁই। (ওরা দু'জনে বুড়োকে ঘিরে অদ্ভূত রেড ইণ্ডিয়ান সমর-নৃত্য করে। বুড়ো যেন পাথরের মতো জমে গেছে--একদিকে অসহ্য রাগ অন্যদিকে ওরা পাগল হয়ে গেল কিনা সেই ভয়।)

সাইমন : আমরা রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো স্বাধীন ! তোমার সৌভাগ্য যে এখনো তোমার মুণ্ডু কেটে নিই নি।

পিটার : আর তোমার ক্ষেতখামারে আগুন লাগিয়ে দিই নি, তোমার গরু শুয়োর মেরে ফেলে নি। খুব কপাল জোর তোমার !

সাইমন : হ্যাঁ, তোমার নতুন বউর ওপর এখনো পাশবিক অত্যাচার করি নি ! হুপ ! হুপ ! (পিটার আর সাইমন সে নাচ বন্ধ করে। পেটে হাত দিয়ে ওরা উদ্দাম অসংযত বন্য হাসিতে দুলতে থাকে।)

ক্যাবট : (সরে যেতে যেতে বলে) সোনার লোভ ! ক্যালিফোর্নিয়ার সহজ সোনা, পাপের সোনার লোভে তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছো !

সাইমন : (ঠাট্টার স্বরে) এই বুড়ো পাপী কোথাকার—সেই পাপে ভরা সোনা তোমার জন্য যদি কিছু পাঠাই তবে খুশী হবে না ? এ্যাঁ, কি বল ?

পিটার : ক্যালিফোর্নিয়ায় অন্যান্য জিনিষ তো আছেই। তাছাড়া আছে সোনা ! (সে লাফিয়ে ক্যাবটের দৃষ্টির বাইরে পেছন দিকে চলে যায়। সে টাকার থলি হাতে নিয়ে বুড়োর মাথার ওপরে বাতাসের মধ্যে সেটা দোলায়। তারপর হাসতে থাকে।)

সাইমন : সেখানে পাপও আছে এখানকার চাইতে বেশী !

পিটার : আমরা জাহাজে যাবো ! হুপ ! কী মজা ! (সে সমানে লাফ দিতে থাকে)

সাইমন : ওঃ, স্বাধীনভাবে বাঁচা ! হুপ্ ! (সেও লাফ মারে।)

ক্যাবট : (হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে) জাহান্নামে যাবে তোমরা !

সাইমন : তুমিও, বাবা, তুমিও ! হুপ !

ক্যাবট : তোমাদের দু'জনকেই আমি পাগলা গারদে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখাবো।

পিটার : এই হাড়কিপ্টে বুড়ো, চললাম এবার !

সাইমন : এই রক্তচোষা বুড়ো, এবার চললাম আমরা !

ক্যাবট : শিগগীর যাও, নইলে—!

পিটার : হুপ্ ! (রাস্তা থেকে সে একটা পাথর কুড়িয়ে নেয়। সাইমনও।)

সাইমন : মা নিশ্চয়ই এখন বসবার ঘরে।

পিটার : ঠিক ! ওয়ান ! টু !

ক্যাবট : (ভয় পায়) তোমাদের মতলবটা কি ?

পিটার : থ্রি ! (দু'জনে একসঙ্গে বসবার ঘরের জানালা লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হয়, পর্দা ছিঁড়ে যায়।)

সাইমন : হুপ্ !

পিটার : হুপ্ ! হুপ্ !

ক্যাবট : (ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ওদের দিকে ছুটে যায়।) যদি ধরতে পারি তবে আজ আমি তোমাদের হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

(কিন্তু তার আগেই ওরা নাচতে নাচতে পালিয়ে যায়। সাইমনের বগলে তখনো গেটটা। ক্যাবট ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে আসে। বাইরে দু'ভাই প্রাচীন গানের সুর "ও সুসানা"র অনুকরণে স্বর্ণসন্ধানীদের নতুন গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।)

লিজা নাম্নী জাহাজে
লাফ দিয়ে উঠে
সমুদ্রপথে আমি পাড়ি দিয়েছিলাম।
তারপর যতবার আমার বাড়ীর কথা মনে পড়েছে
ততবার আমি ভেবেছি
হায়রে না এলেই ছিলো ভালো।
ও ক্যালিফোর্নিয়া
তুমিই আমার দেশ, তোমারেই বেসেছি ভালো ।।

শেষ সম্বল হাতে নিয়ে
আমি ফের চলেছি তোমার কাছে।
ও ক্যালিফোর্নিয়া
তুমিই আমার দেশ, তোমারেই বেসেছি ভালো ।।

(ইতিমধ্যে ডানদিকের ওপরের শোবার ঘরের জানালা খুলে, গলা বার করে এ্যাবি চারিদিকে দেখে। ক্যাবটের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে)

এ্যাবি : যাক, ও দুটো শেষ পর্য্যন্ত বিদায় হল ?

(ক্যাবট কোন উত্তর দেয় না। এ্যাবির গলায় স্বত্বাধিকারীর সুরের ছোঁয়া লাগে।) এফরায়েম, এই শোবার ঘরটা বেশ চমৎকার, খাটটাও ভারী সুন্দর। ওগো, এটাইতো আমার ঘর, তাই না ?

ক্যাবট : (ওপরে ওর দিকে মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় বলে) হ্যাঁ, আমাদের ! (এ্যাবির মুখে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে। সে তা লুকাতে পারে না। ধীরে ধীরে সে মাথা ভেতরে টেনে এনে জানালা বন্ধ করে দেয়। এ-দিকে হঠাৎ ক্যাবটের মাথায় একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা ঢোকে। সে বলে ওঠে) ওরা দু'জনে মিলে কিছু একটা ফন্দী আঁটছিলো ! কে জানে, হয়ত ঘোড়া মুরগী শূয়োর গরুগুলোকে বিষ খাইয়ে গেছে কিম্বা আর কিছু করেছে ! (সে প্রায় দৌড়ে ছুটে যায় গোলাঘর আর খামারের দিকে। একটু পরে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দরজা ঠেলে এ্যাবি প্রবেশ করে। এক মুহূর্তের জন্য এ্যাবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এবেনকে লক্ষ্য করে। প্রথমে এবেন ওকে দেখতে পায় না। এ্যাবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে--- ওর শক্তির সঙ্গে নিজের শক্তির একটা পরিমাপ করে। কিন্তু তার অন্তরালে এবেনের তারুণ্য ও সুশ্রী চেহারা দেখে ওর মনে কামনার একটা মৃদু অস্পষ্ট শিখাও জ্বলে ওঠে। হঠাৎ দু'জনের চোখে চোখ পড়ে। এবেন লাফ দিয়ে উঠে বাক্যহারা হয়ে তার দিকে কটমট করে তাকায়।)

এ্যাবি : (গলার স্বরকে যথাসম্ভব মধুর ও মোহময় করে সে বলে— এই দৃশ্যের সারাক্ষণই সে ওভাবে কথা বলে) তুমিই বুঝি এবেন ? আমি এ্যাবি—–

(হেসে যোগ করে) তোমার নতুন মা।

এবেন : (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) না, মোটেই না !

এ্যাবি : (যেন এবেনের কানেই যায় নি। অদ্ভুত একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে) তোমার কথা তোমার বাবার কাছে অনেক শুনেছি।

এবেন : হুঁ !

এ্যাবি : ওর কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না। বয়স হয়েছে তো। (বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।) এবেন, তোমার সঙ্গে মা-ছেলে খেলার ভাণ আমি করতে চাই না। (সপ্রশংস কণ্ঠে) তুমি এত বড় সড়, এত জোয়ান ! আমরা দু'জন বরং বন্ধু হব। হয়ত আমাকে বন্ধু হিসেবে পেলে এ বাড়ীতে থাকতে তোমার কিছুটা ভালোও লাগতে পারে। তোমার সঙ্গে তোমার বাপের সম্পর্কটাও বোধ হয় কিছুটা সহজ করে তুলতে পারবো। (নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সহজ সচেতনতায় ঈষৎ তাচ্ছিল্যভরে বলে) আমার মনে হয় চেষ্টা করলে তোমার বাবাকে দিয়ে আমি যা খুশী তাই করিয়ে নিতে পারি।

এবেন : (তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বলে) হুঁ ! (আবার ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবেন নিজের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভূত আলোড়ন অনুভব করে—এ্যাবির দেহের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ বোধ করে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে) তুমি চুলোয় যাও !

এ্যাবি : আমাকে গালাগালি দিলে যদি তোমার ভালো লাগে তবে প্রাণ খুলে গাল দাও। আমি জানি প্রথমটায় তুমি আমার বিপক্ষে থাকবে। তার জন্যে আমি তৈরী হয়েই এসেছি। আর সেজন্য তোমাকে আমি দোষও দিই না। বাইরের কোন মানুষ যদি হঠাৎ আমার মায়ের স্থান নেবার জন্য চলে আসতো তবে আমারও ঠিক ওই রকম হত। (এবেন কেঁপে ওঠে। এ্যাবি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে) তুমি মাকে খুব ভালোবাসতে, তাই না ? আমার মা আমাকে

খুব ছোট রেখে মারা যায়। এখন আর আমার ওকে মনেই পড়ে না। (একটু চুপচাপ) এবেন, তুমি বেশীদিন আমাকে ঘেন্না করবে না। দুনিয়ায় আমার চাইতেও অনেক খারাপ লোক আছে। আর তাছাড়া তোমার আমার মধ্যে অনেক মিল আছে। তোমাকে দেখেই আমি সে কথা বুঝতে পেরেছি। জানো—আমার জীবনেও বহু কষ্ট গেছে। বহু দুঃখের সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি আমি। আর সারাক্ষণ শুধু খাটুনী আর খাটুনী : সব কিছুর পুরস্কার ওই খাটুনি। ছোট বেলায় বাপ-মা হারিয়ে অল্প বয়স থেকেই অন্যের বাড়ীতে কাজ করে আমাকে ভাত জোটাতে হয়েছে। তারপর বিয়ে করলাম। কিন্তু সে ব্যাটা হয়ে দাঁড়াল একটা পাঁড় মাতাল। আবার আমাকে লোকের বাড়ীতে কাজ করতে শুরু করতে হল। তারপর বাচ্চাটা মারা গেল, স্বামীকে রোগে ধরলো, সেও মরলো। প্রথমে মনে মনে খুশীই হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি মুক্তি পেলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম যে মুক্তি পেয়েছি বটে কিন্তু সে শুধু আবার লোকের বাড়ী বাড়ী খেটে মরার জন্যে। অন্যের বাড়ীতে খাটতে খাটতে শেষে এমন অবস্থা হল যে আর যে জীবনে কোনদিন নিজের বাড়ীতে নিজের সংসারে নিজের জন্য খাটবো সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আর ঠিক সেই সময় এল তোমার বাবা---

(ক্যাবট খামারের দিক থেকে ফিরে আসে। সে গেটের কাছে এসে যে পথ দিয়ে ছেলেরা চলে গেছে সে দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও তাদের অপস্রয়মান কণ্ঠ থেকে গানের শেষ কলি ভেসে আসছে; "ও ক্যালিফোর্নিয়া, তুমিই আমার দেশ, তোমারেই বেসেছি ভালো।" রাগে মুখ লাল করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ক্যাবট দাঁড়িয়ে থাকে।)

এবেন : (এ্যাবির প্রতি নিজের ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ ও অনুকম্পার সঙ্গে লড়াই করে। কঠোর কণ্ঠে বল্লে) আর তোমাকে কিনে নিলো—একটা বেশ্যার মতো। (এ্যাবির বুকে

গিয়ে খোঁচাটা বিদ্ধ হয়। রাগে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। এতক্ষণ নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে সে সত্যি সত্যি আন্তরিকভাবেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এবেন কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে চলে) আর তোমার জন্য কি দাম দিচ্ছে জানো ? এই ক্ষেত খামার—যা নাকি এক সময় আমার মায়ের ছিলো, আর এখন আমার ! বুঝলে ?

এ্যাবি : (আত্মবিশ্বাসে ভরপুর শান্ত হাসি হেসে বলে) তোমার ? আচ্ছা, সে দেখা যাবে। (তারপর জোর দিয়ে বলে) আমি যদি নিজের বাড়ী আর ঘর-সংসারের প্রয়োজন অনুভব করে থাকি তবে তাতে কি হয়েছে ? তা না হলে ওর মতো একটা বুড়োকে আমি বিয়েই বা করবো কি জন্যে ?

এবেন : আমি ওকে বলে দেবো যে তুমি এই সব কথা বলেছো !

এ্যাবি : (হাসতে হাসতে বলে) আমি বলবো যে তুমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলছো। তখন সে তোমাকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেবে !

এবেন : তুমি একটা আস্ত শয়তান !

এ্যাবি : (ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলে চলে) এটা আমার খামার--আমার বাড়ী—আমার রান্নাঘর !

এবেন : (ভীষণ চটে যায়। মনে হয় ওকে মারবে) চুপ কর, চুপ কর বলছি।

এ্যাবি : (ওর কাছে এগিয়ে যায়। তার দেহে আর মুখে একটা অদ্ভুত স্থূল কামনার ভাব জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে সে বলে) আর ওপরে—আমার শোবার ঘর—আমার বিছানা ! (এবেন দ্বিধাবিজড়িত বিভ্রান্ত হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ্যাবি কোমল গলায় চলে বলে) আমি খারাপ নই, আমার মন ছোট নয়। শুধু যে আমার শত্তুর তার কথা আলাদা। তবে জীবনের কাছ থেকে আমার

পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে হলে তার জন্য লড়াই করা দরকার। সে লড়াই করতে আমি প্রস্তুত। (ওর বাহুতে হাত রেখে মোহন স্বরে সে বলে) এসো এবেন, আমরা দু'জন দু'জনের বন্ধু হই।

এবেন : (সম্মোহিতের মতো বোকা বোকা গলায় বলে) বেশ। (তারপর সজোরে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে বলে) না, না, তা হবে না, রাক্ষুসী কোথাকার! আমি তোমাকে ঘৃণা করি। (সে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

এ্যাবি : (ওর চলে যাবার দিকে তাকিয়ে খুশী মনে হাসে। তারপর প্রায় আপন মনেই কথাটাকে চেখে চেখে বলে) এবেনটা বেশ। (টেবিলের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে বলে) এখন আমার বাসনপত্রগুলো ধুয়ে রাখি। (এবেনকে বাইরে দেখা যায়। কোণা ঘুরে সে এগিয়ে আসে। বাবাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।)

ক্যাবট : (অসহ্য ক্রোধে দু'হাত আকাশে তুলে বলে) হে ঈশ্বর! এইসব অকৃতজ্ঞ ছেলেদের ওপর তোমার কঠিন অভিশাপ নেমে আসুক!

এবেন : (কথার মাঝখানেই কঠোরভাবে বলে ওঠে) তুমি আর তোমার ঈশ্বর! সব সময়ই শুধু লোকজনকে শাপশাপান্ত করছো! সব সময়ই শুধু সকলের পেছনে লেগে আছো!

ক্যাবট : (এবেনের কথা তার কানে যায় না। সে বলে চলে) হে বৃদ্ধজনের পরমপ্রভু! হে নির্বান্ধবের জগৎপিতা!

এবেন : কী যা তা বকছো! জাহান্নামে যাক তোমার জগৎপিতা! (ক্যাবট ঘুরে দাঁড়ায়। ওরা পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকায়।)

ক্যাবট : (কর্কশভাবে বলে) এবার বুঝি তুমি এলে! আমার সে কথা আগেই বোঝা উচিত ছিলো। (ওর মুখের

সামনে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে আঙ্গুল নেড়ে বলে) মূর্খ নাস্তিক হতভাগা কোথাকার! (তারপর তাড়াতাড়ি বলে) কি ব্যাপার, এখনো কাজে যাও নি কেন?

এবেন : তুমি যাচ্ছো না কেন? ওরা তো পালিয়েছে। খামারের সব কাজ আমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ক্যাবট : (গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে) তা তো কোনক্রমেই নয়! বুড়ো হলেও আমি এখনো তোমার মতো দশটা লোকের সমান। তুমি চিরকাল আধখানা মানুষ হয়েই থাকবে! (তারপর হঠাৎ সহজ ঘরোয়া ভঙ্গীতে বলে) চল খামারের দিকে যাওয়া যাক।

(উভয়ে প্রস্থান করে। দূর থেকে শেষবারের মতো "ক্যালিফোর্নিয়া" সঙ্গীতের রেশটুকু ভেসে আসে। এ্যাবি তার বাসনপত্র ধুতে থাকে।)

পর্দা নেমে আসে

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম দৃশ্য

প্রথম খণ্ডের অনুরূপ খামার-বাড়ীর বহিরাংশ। দু'মাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মকালের এক রবিবারের অপরাহ্ণ। এ্যাবি খুব সাজসজ্জা করে বারান্দার এক প্রান্তে দোলনা চেয়ারে বসে অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ ভঙ্গীতে দুলছে। গরমে ক্লান্ত অবসন্ন।

এবেন তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বার করে চুপিচুপি চারিদিকে তাকায়। বারান্দায় কেউ আছে কিনা, কারো সাড়া পাওয়া যায় কিনা, বুঝতে চেষ্টা করে। সে সযত্নে নিঃশব্দে নড়তে চেষ্টা করে কিন্তু তবু এ্যাবি কেমন করে যেন টের পায়। এ্যাবি দোলা বন্ধ করে। তার মুখে প্রাণের সাড়া জাগে। সাগ্রহ ঔৎসুক্য নিয়ে সে অপেক্ষা করে। এবেন যেন তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। ওর কথা মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে খুব আতিশয্যের সঙ্গে ঘৃণার ভাব দেখিয়ে থুথু ফেলে। তারপর ঘরের মধ্যে আবার মাথা টেনে নেয়। এ্যাবি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কামাতুর আগ্রহে বাড়ীর ভেতরকার প্রতিটি শব্দ শোনবার জন্যে কান পাতে।

এবেন বাইরে আসে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। এবেনের চোখ কেঁপে ওঠে, যেন কি করবে সে বুঝতে পারে না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই দেখে এ্যাবি চটুলভাবে হেসে ওঠে। তার চোখে আমোদের ছোঁয়ার সঙ্গে বিরক্তি আর রাগও প্রকাশ পায়। এবেন ভ্রূকুঞ্চিত করে বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এ্যাবির

সামনে দিয়ে তার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গটগট করে হেঁটে চলে যায়। এবেনও ভালো পোষাক পরেছে, সাবান দিয়ে মুখ ঘষে মেজে চকচকে করেছে—ফিটফাট হয়ে সেজেছে। তাকে এভাবে সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে এ্যাবি এবার চটে যায়, তার চোখ দুটো রাগে জ্বলতে থাকে। এবেনকে লক্ষ্য করে সে ঠাট্টার সুরে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে।)

এবেন : (হাসির খোঁচায় বিদ্ধ হয়ে রেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে) অমন খিক খিক করে হাসছো কেন ?

এ্যাবি : (বিজয়িনীর ভঙ্গীতে) তোমাকে দেখে।

এবেন : কেন ? আমার কি হয়েছে ?

এ্যাবি : তোমাকে সাজগোজ করা বাজারের ষাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে।

এবেন : (ব্যঙ্গভরে) তোমাকেও এমন সাংঘাতিক কিছু সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে না। বুঝলে ? (উভয়ে উভয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। এ্যাবির চোখ কামনার আগুনে জ্বলতে থাকে। এবেন চেষ্টা করেও নিজের চোখ সরিয়ে নিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি তাদের দৈহিক আকর্ষণ উত্তপ্ত বাতাসের বুকে যেন একটা শরীরী শক্তির মতো থরথর করে কাঁপতে থাকে।)

এ্যাবি : (কোমল গলায় বলে) এ তুমি সত্যি কথা বললে না, এবেন। তুমি মনে করতে পারো যে সত্যি কথা বলছো কিন্তু আসলে সত্যি নয়। একথা তুমি বলতেই পারো না। এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে, এবেন। সেই যেদিন প্রথম আমি এখানে এসেছি, সেই দিন থেকেই তুমি তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে আরম্ভ করেছো, নিজেকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছো যে আমি তোমার চোখে সুন্দরী নই। (এবেনের ওপর থেকে চোখ না তুলে নীচু গাঢ় গলায় সে হেসে ওঠে। তারপর একটুক্ষণ সব চুপচাপ। কামাতুর ভঙ্গীতে

শরীরটাকে বেঁকেচুরে এ্যাবি আবেশভরা নীচু গলায় বলে) আজ ভীষণ রোদ্দুর আর গরম, তাই না ? মনে হচ্ছে মাটির ভেতরটা পর্যন্ত যেন জ্বালিয়ে দেবে। প্রকৃতি চাইছে যেন সব কিছু বেড়ে উঠুক—বড়, আরো বড় হোক—আমার ভেতরটা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে গো—আমার মধ্যেও বেড়ে ওঠবার তাগিদ জাগিয়ে তুলছে—বেড়ে উঠে যেন আমি ভিন্ন কিছুতে পরিণত হতে পারি--যেন তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। শেষে এমন একটা কিছু যেন জন্ম নেয় যা আমার, আবার আমিও যার--যার ফলে আমি আরো বড় হয়ে উঠি--গাছের মতো—ওই দেবদারুর মতো…… (আবার সে এবেনের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন এবেন ওর দিকে এগিয়ে যায়। এ্যাবি বলে চলে) প্রকৃতির সঙ্গে তুমি পারবে না, এবেন। দেরী না করে এখনই তোমার হার স্বীকার করে নেওয়া ভালো।

এবেন : (ওর প্রভাবমুক্ত হবার চেষ্টা করে—বিভ্রান্ত গলায় বলে) বাবা যদি তোমার এই সব কথাবার্তা শুনতে পেত—(তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে) কিন্তু বুড়ো শয়তানকে তুমি এমনি বুদ্ধু বানিয়ে বানিয়ে রেখেছো . . . !

(এ্যাবি হাসে)

এ্যাবি : কেন, ও আগের চাইতে ঠাণ্ডা থাকায় তোমার সুবিধে হয় নি ?

এবেন : (বেপরোয়া ভঙীতে) না। আমি ওর সঙ্গে লড়ছি ---তোমার সঙ্গে লড়ছি। মায়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে আমি অনবরত লড়ে চলেছি ! (এইবার এ্যাবির প্রভাব ছিন্ন হয়। এবেন কটমট করে ওর দিকে তাকায়।) তাছাড়া তোমার মতলবও টের পেয়ে গেছি। তুমি আমাকে একটুও ভোলাতে পারো নি। তুমি এইসব ঘর বাড়ী খামার আত্মসাৎ করে নিজের করে নিতে চাও ! কিন্তু তুমি ভুল

করেছো। আমাকে অত সহজে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। (অবজ্ঞার ভঙ্গী করে সে ফিরে দাঁড়ায়।)

এ্যাবি : (আবার নিজের প্রভুত্ব বিস্তারে সচেষ্ট হয়—মনভোলানো গলায় ডাকে) এবেন !

এবেন : আঃ, কেন জ্বালাতন করছো ! (চলে যেতে আরম্ভ করে।)

এ্যাবি : (এবার খানিকটা আদেশের সুরে ডাকে) এবেন !

এবেন : (থামে। বিরক্ত কণ্ঠে বলে) কি চাই তোমার ?

এ্যাবি : (ভেতরের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনা চাপা দিতে চেষ্টা করে।) কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

এবেন : (ইচ্ছাকৃত বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলে) রাস্তা দিয়ে একটু হেঁটে আসি।

এ্যাবি : বাজার পর্য্যন্ত যাবে ?

এবেন : (হাল্কাভাবে) যেতে পারি।

এ্যাবি : (উত্তেজিত হয়ে) ওই যে কে এক মিন আছে তার সঙ্গে দেখা করতে চললে বুঝি ?

এবেন : হতে পারে।

এ্যাবি : (দুর্ব্বল গলায়) ওর পেছনে কেন যে তুমি সময় নষ্ট কর ?

এবেন : (এবার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়। হাসতে হাসতে বলে) বারে, তুমিই তো বলেছো, প্রকৃতির কাছে হার না মেনে উপায় নেই। বল নি ? (সে হেসে আবার চলে যেতে উদ্যত হয়।)

এ্যাবি : (রাগে ফেটে পড়ে) একটা কুৎসিত বুড়ী মাগী !

এবেন : তোমার চাইতে সুন্দর।

এ্যাবি : গাঁয়ের সব ক'টা অকর্মা মাতাল নাকি যার ঘরে যার--

এবেন : (ঠাট্টা করে) হতে পারে। কিন্তু সে তোমার চাইতে ভালো। নিজের কাণ্ডকারখানা সে সরাসরি স্বীকার করে।

এ্যাবি : (ভয়ানক চটে গিয়ে) দেখো, ভালো হবে না বলছি। তুমি ওর সঙ্গে আমার তুলনা কর ?

এবেন : সে চুপিসাড়ে চোরের মতো আমার সম্পত্তি লুট করতে আসে না।

এ্যাবি : (হিংস্রভাবে ওর দুর্বল স্থানটি আঁকড়ে ধরে ।) তোমার সম্পত্তি ? মানে, তুমি আমার খামারের কথা বলছো ?

এবেন : না, আমি আমার খামারের কথা বলছি--যার জন্যে তুমি যে কোন বেশ্যার মতোই নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছো ?

এ্যাবি : (খোঁচা খেয়ে ক্ষেপে যায়) এই খামারের একটা ঘাসের ডগাও জীবনে কোনদিন তোমার হবে না ! (তারপর চীৎকার করে বলে) বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে ! যাও, তোমার সেই বাজারের মেয়ের কাছে যাও ! তোমার বাবার আর আমার নাম ডোবাও গিয়ে ! ইচ্ছে করলে তোমার বাবাকে দিয়ে আচ্ছা করে চাবকে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি ! শুধু আমি তোমাকে সহ্য করছি, সেইজন্যেই এখানে এখনো থাকতে পারছো। যাও বেরিয়ে যাও ! আমার দু'চক্ষের বিষ তুমি ! (রাগে হাঁপাতে থাকে। তারপর হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে।)

এবেন : (সে-ও অমনিভাবে ওর দিকে তাকায়।) আর তুমিও আমার দু'চক্ষের বিষ ! (সে ঘুরে বড় বড় পা ফেলে রাস্তা দিয়ে চলে যায়। গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে এ্যাবি তার পেছন পেছন তাকিয়ে থাকে। এমন সময় বুড়ো ক্যাবটকে

খামারের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। ওর মুখের রুক্ষ কাঠিন্য অন্তহিত হয়েছে। কোন এক অদ্ভুত ভাবে সে অনেক কোমল এবং স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা আশ্চর্য্য বেমানান স্বপ্নালু ভাব। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায় না—বরং মনে হয় তার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, বয়স কমে গেছে। এ্যাবি ওকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ায়। ওর ভেতরকার বিতৃষ্ণার ভাবটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ক্যাবট ধীরে ধীরে তার কাছে আসে।)

ক্যাবট : (কোমল কণ্ঠে) তুমি আর এবেন বুঝি আবার ঝগড়া করছিলে ?

এ্যাবি : (বিরক্তি গলায়) না।

ক্যাবট : খুব জোরে জোরে কথা বলছিলে তোমরা। (বারান্দার একধারে সে বসে।)

এ্যাবি : (মুখ ঝামটা দিয়ে বলে) সব যদি শুনেছো তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ?

ক্যাবট : তোমরা কি বলছিলে তা শুনতে পাই নি।

এ্যাবি : (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) বলবার মতো কিছু নয়।

ক্যাবট : (একটু চুপ করে থেকে বলে) এবেনটার মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

এ্যাবি : (তিক্ত ভাবে) ও অবিকল তোমার মতো।

ক্যাবট : (অদ্ভুতভাবে কৌতূহলী হয়।) তোমার সত্যি তাই মনে হয়, এ্যাবি ? (একটু চুপ করে থেকে পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বলে) এবেনের সঙ্গে সারাক্ষণ আমার লেগে থাকতো। ওকে আমি একটুও সহ্য করতে পারতাম না। ও এমন ভয়ানক নরম—ঠিক ওর মায়ের মতো।

এ্যাবি : (ঠাট্টার সুরে) হঁ্যা। ঠিক তোমার মতো নরম !

ক্যাবট : (ওর কথা যেন কানেই যায় না।) হয়ত ওর সঙ্গে আমি অযথা কড়া ব্যবহার করেছি।

এ্যাবি : (ব্যঙ্গভরে) এইবার তুমি নরম হ'চ্ছ, কাদার মতো নরম ! এবেন সে কথাই বলছিলো।

ক্যাবট : (সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ কঠোর আর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।) এবেন তাই বলছিলো ? আচ্ছা—আমাকে বেশী ঘাঁটালে বাছাধন টের পাবে --

(একটুক্ষণ চুপচাপ। এ্যাবি তার মুখ ঘুরিয়েই রাখে। ক্যাবটের মুখ আবার ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসে। সে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে) কী সুন্দর, তাই না ?

এ্যাবি : (বিরক্তির সাথে) আমি সুন্দরের কিছু দেখ্‌ছি না।

ক্যাবট : ওই আকাশটা দেখ। মনে হয় কী চমৎকার একটা মাঠ ওখানে।

এ্যাবি : (বিদ্রূপের সুরে বলে) ওখানেও ক্ষেতখামার কিনতে চাও নাকি ? (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে হেসে ওঠে।)

ক্যাবট : (অদ্ভুত গলায় বলে) ওখানে নিজের একটুখানি জায়গার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় বৈকি। (অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।) আমার বয়স বাড়ছে এ্যাবি। দিন প্রায় শেষ হয়ে এলো। (কিছুক্ষণ চুপচাপ। এ্যাবি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।) সে বলে চলে জানো, বাইরে যখন প্রচণ্ড গরম, তখনও বাড়ীর ভেতরটা এত ঠাণ্ডা লাগে, এমন একা একা মনে হয় ! তুমি লক্ষ্য করো নি ?

এ্যাবি : না।

ক্যাবট : খামারের গোয়ালঘরে বেশ গরম—সেখানে গরুর গায়ের গন্ধ; গরুর গায়ের গরম। (আবার কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে।) গরুগুলো অদ্ভুত প্রাণী।

এ্যাবি : তোমার মতো?

ক্যাবট : এবেনের মতো। (একটু চুপ করে থেকে বলে) এবেনকে এখন আমি স্বীকার করে নিতে আরম্ভ করেছি। ওর মায়ের বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিলো। এবেনের নরম কোমল ভাবটাও সহ্য করতে শিখছি, ওর মায়েরটা যেমন সহ্য করতে শিখেছিলাম। মনে হচ্ছে ও যদি অতখানি বেকুব না হ'ত তবে বোধ হয় ওকে ভালোবাসতেও পারতাম। (আবার একটু থেমে বলে) বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তারই ফল এসব।

এ্যাবি : (নির্বিকার উদাসীনতায়) তা এখনো মরে তো যাও নি।

ক্যাবট : (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) অবশ্যই না। বেশ ভালো রকমই জ্যান্ত আছি। হিকোরী গাছের মতোই শক্ত সমর্থ আমি। (তারপর গম্ভীর মুখে বলে) কিন্তু সত্তর বছর বাঁচার পর মানুষকে তৈরী হতে হয়—সৃষ্টিকর্তা নিজেই সে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। (একটুক্ষণ চুপচাপ) সেইজন্যেই বারবার এবেনের কথা মনে হচ্ছে। ওর কুষ্মাণ্ড ভাই দুটো তো জাহান্নামের পথে গেছে। এখন এবেন ছাড়া আর আমার কেউ নেই।

এ্যাবি : (রাগ করে বলে) কেন? আমি আছি। (উত্তেজিত হয়ে) হঠাৎ এবেনের জন্য এত দরদ উথলে উঠলো কেন? আমার কথা তুমি কিছু বলছো না কেন? আমি তোমার বিয়ে করা বউ না?

ক্যাবট : (সহজভাবে বলে) হ্যাঁ, তুমি তাই। (কিছুক্ষণ চুপচাপ। কামনার চোখে ক্যাবট এ্যাবির দিকে তাকায়। ওর চোখ জ্বলতে থাকে। হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে নিজের হাতের

মধ্যে এ্যাবির হাত দুটো টেনে নেয়, ওর হাতে চাপ দিতে দিতে একটা অদ্ভুত ধর্মযাজকের আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ঢং-এ বলে ওঠে)

তুমি আমার শারোণের গোলাপ-বালা ! দেখ, কী শুভ্র সুন্দর তুমি ; তোমার চোখ দুটো যেন ঘুঘুপাখী ; তোমার ঠোঁট যেন রক্তলাল ; তোমার দুটি স্তন যেন দুটি হরিণ-শিশু ; তোমার নাভি যেন গোলাকার মদের পাত্র ; তোমার পেট যেন এক স্তূপ গম . . .(সে চুমোয় চুমোয় তার হাত ভরিয়ে দেয়। এ্যাবি যেন লক্ষ্যই করে না। ক্রুদ্ধ কঠিন চোখে সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে)।

এ্যাবি : (এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে কর্কশভাবে বলে তুমি বুঝি এই সব ক্ষেত খামার ঐ এবেনকে দিয়ে যাবার কথা ভাবছো ?

ক্যাবট : (কেমন বিভ্রান্তভাবে বলে) দিয়ে যাবার কথা ? (তারপর ক্রুদ্ধ গোঁয়ার্তুমির সুরে বলে) আমি কাউকেই কিছু দিচ্ছি না !

এ্যাবি : (নিষ্ঠুরভাবে) কিন্তু তোমার সঙ্গে তো নিয়ে যেতে পারবে না।

ক্যাবট : (এক মুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে বলে) না, তা বোধ হয় পারবো না। (একটু থেমে অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে বলে) কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি পারতাম তবে নিয়েই যেতাম। নয়ত, সম্ভব হলে, আমার মৃত্যু মুহূর্তে সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে দিতাম—চোখের সামনে এই বাড়ী আর গাছ আর প্রতিটি শষ্যের শিষ আর খড়ের শেষ আঁটিটি পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখতাম। মরবার সময় আমি জেনে যেতাম যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সবেরও মৃত্যু ঘটছে—জেনে যেতাম যে যা এতদিন আমার ছিলো, যা আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিপূর্ণ শূন্যতা থেকে নিজের হাতে এ

ভাবে গড়ে তুলেছি—কেউ আর তা কোনদিন ভোগ করতে পারবে না! (একটু থামে—তারপর অদ্ভুত মমতার সঙ্গে বলে) শুধু গরুগুলোকে বাদ দিয়ে। ওদের আমি ছেড়ে যাবো।

এ্যাবি : (কঠোর কণ্ঠে) আর আমাকে ?

ক্যাবট : (অদ্ভূতভাবে হাসে) তোমাকেও মুক্তি দিয়ে যাবো।

এ্যাবি : (প্রচণ্ড ক্রোধে বলে ওঠে) তাহলে তোমাকে বিয়ে করার এই পুরস্কার পেলাম—যে এবেন তোমাকে ঘেন্না করে তাকে তুমি ভালোবাসতে আরম্ভ করলে আর এখন আমাকে পথে বার করে দেবার কথা বলছো !

ক্যাবট : (তাড়াতাড়ি করে বলে ওঠে) এ্যাবি! তুমি জানো আমি মোটেই . . . .

এ্যাবি : (প্রতিহিংসার সুরে) দাঁড়াও, এবেন সম্পর্কে তোমার কাছে শুধু দু'একটা কথা বলতে দাও আমাকে! ও এখন কোথায় গেল জানো ? ওই বাজারের বেশ্যা মিনের কাছে! আমি এত বারণ করলাম, তবু শুনলো না। এমনি করেই তোমার আর আমার মুখে চুণকালি দিচ্ছে। তাই আজ আবার রোববার—গীর্জায় যাবার দিন!

ক্যাবট : (কেমন যেন দোষী দোষী গলায়) ওতো একটা বদমায়েশ–জন্ম থেকেই ওই স্বভাব পেয়েছে। লালসা ওর বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।

এ্যাবি : (তার ক্রোধ এবার সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়। বন্য প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে বলে) আর আমার জন্য ওর লালসা! তারও অজুহাত খুঁজে বার করবে নাকি তুমি ?

ক্যাবট : (স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটুখানি নিস্তব্ধতার পর বলে) তোমার জন্য—লালসা ?

এ্যাবি : (বেপরোয়া ভঙ্গীতে বলে) যখন আমাদের ঝগড়া করতে শুনেছিলে তখন ও আমার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছিলো।

ক্যাবট : (নিষ্পলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ভয়ঙ্কর ক্রোধে ওর সারা মুখ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সে কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে উঠে বলে) ঈশ্বর সাক্ষী, ওকে আমি শেষ করে ফেলবো !

এ্যাবি : (এবার এবেনের জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠে) না, না !

ক্যাবট : (ভীষণভাবে বলে) দাঁড়াও, বন্দুকটা নিয়ে আসি। ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো আমি !

এ্যাবি : (দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে) না, এফরায়েম, না !

ক্যাবট : (তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়) যা বলেছি তা করবোই !

এ্যাবি : (ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে বলে) শোনো, এফরায়েম, ও এমন খারাপ কিছু করেনি —ছেলেমানুষের ফাজলেমী ছাড়া কিছু নয়। কিছু ভেবে সে ওরকম করেনি—শুধু একটু হাসি মশকরা—

ক্যাবট : তবে তুমি কেন লালসার কথা বললে ?

এ্যাবি : ওভাবে বলতে চাই নি। যা বলতে চেয়েছিলাম নিশ্চয়ই তার চাইতে অনেক বেশী খারাপ শুনিয়েছে কথাটা। তার ওপর তুমি ক্ষেতখামার ওকে দিয়ে যাবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিলো।

ক্যাবট : (একটু শান্ত হয় কিন্তু তবু নিষ্ঠুর ক্রোধের সঙ্গে বলে) বেশ, তুমি যদি এই শাস্তিই যথেষ্ট মনে কর তবে আমি ওকে চাবুকপেটা করে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

এ্যাবি : (নিজের হাতের মধ্যে ওর হাত টেনে নিয়ে বলে) না। আমার কথা ভেবো না। উঁহুঁ, ওকে তাড়িয়ে দিও না। সেটা খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না। ক্ষেত খামারের কাজে কে তোমাকে সাহায্য করবে ? আর তো কেউ এখন এখানে নেই।

ক্যাবট : (কথাটা বিবেচনা করে দেখে। তারপর খুশী হয়ে বলে) তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। বেশ, এবেন থাকুক তবে। (সে বারান্দার এক পাশে বসে। এ্যাবি ওর পাশে এসে বসে। অবজ্ঞার সঙ্গে ক্যাবট বিড় বিড় করে বলে) ওই গাধাটার ওপর আমার হঠাৎ অত রেগে যাওয়া উচিত হয় নি। (তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে) কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আমার পরপারের ডাক যখন আসবে তখন এই ক্ষেত খামার আমার কোন ছেলে দেখবে ? সাইমন আর পিটার তো গোল্লায় গেছে। এবেনও দেখছি সেই পথেই চলেছে।

এ্যাবি : কেন, আমি তো আছি।

ক্যাবট : তুমি মেয়ে মানুষ।

এ্যাবি : আমি তোমার বউ।

ক্যাবট : কিন্তু তুমি আমি নও। আমার ছেলে মানে আমি—আমারই রক্ত। আমার সম্পত্তি আমার রক্ত বইছে গায়ে এমন কারো পাওয়া উচিত। তখন ছ'ফুট মাটির নীচে কবরে শুয়েও আমার মনে হবে সে সম্পত্তি আমারই আছে। বুঝতে পারলে ?

এ্যাবি : (ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে) হ্যাঁ, বুঝলাম। (ওর মুখে চিন্তার গাঢ় ছায়া ঘনিয়ে আসে, ধূর্ততার চিহ্ন ফুটে ওঠে। চতুর চোখে সে ক্যাবটকে লক্ষ্য করে।)

ক্যাবট : আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—পাকা ফলের মতো টুপ করে ঝরে পড়বার সময় হয়ে এলো। (তারপর হঠাৎ যেন আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন হয়ে বলে) কিন্তু এখনো যথেষ্ট শক্ত সমর্থ আছি আমি। থাকবোও আরো বহু দিন। এখনো যে কোন দিন যে কোন কাজে আমি এই সব ছেলে ছোকরাদের চাইতে অনেক বেশী খাটতে পারি। আমার সঙ্গে ওরা কেউ পাল্লা দিয়ে পারবে না !

এ্যাবি : (হঠাৎ বলে ওঠে) হয়ত ঈশ্বর আমাদেরকে একটি ছেলে দেবেন।

ক্যাবট : (ঘুরে গভীর আগ্রহে ওর দিকে দেখে) কি বললে ? ছেলে—তোমার আর আমার ছেলে ?

এ্যাবি : (তোষামোদের হাসি হেসে বলে) তোমার গায়ে এখনো কত জোর, তাই না ? এমন কিছু অসম্ভব কথা আমি বলি নি। কি বল ? ওরকম অবাক হয়ে কি দেখছো ? তুমি আগে একথা কোনদিন ভাবো নি ? আমি তো গোড়া থেকেই ভাবছি। আর প্রার্থনা করছি যেন তাই হয়।

ক্যাবট : (ওর মুখ খুশীতে গর্বে, একপ্রকার ধর্মীয়, আনন্দোচ্ছাসে ভরে যায়।) তুমি প্রার্থনা করছো এ্যাবি ? —ছেলের জন্যে ?—আমাদের ছেলের জন্যে ?

এ্যাবি : হ্যাঁ। (একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়) আমার ছেলে চাই।

ক্যাবট : (উত্তেজিতভাবে ওর দু'হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে) তা যদি হয় তবে সে মহাপ্রভুর মস্ত বড় আর্শীর্বাদ হবে, এ্যাবি—এই বুড়ো বয়সে, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে, সে হবে আমার ওপর ঈশ্বরের পরম আর্শীর্বাদ ! এ্যাবি, যদি তাই হয়, তবে তুমি যা চাও তাই করবো আমি। তুমি শুধু মুখ ফুটে একবার বলবে—যা তোমার খুশী !

এ্যাবি : (কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে) তাহলে এই ক্ষেত খামার সব আমার নামে লিখে দেবে ? আমার নামে আর আমার ছেলের নামে উইল করে দেবে ?

ক্যাবট : (প্রগাঢ় উত্তেজনার সঙ্গে বলে) বলছি তো, তুমি যা চাও তাই করবো। আমি শপথ করে বলছি একথা ! যদি না করি তবে যেন আমার অনন্ত নরক বাস হয় ! (সে হাঁটু গেড়ে বসে। এ্যাবিকেও নিজের পাশে টেনে বসায়। তারপর নিজের আশার আবেগের প্রাবল্যে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে)

এ্যাবি, আবার মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। আজ রবিবারের পূণ্য দিন। আমিও তোমার সঙ্গে প্রার্থনা করবো,

এ্যাবি। একজনের চাইতে দু'জনের প্রার্থনার দাম বেশী। "এবং র‍্যাচেলের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছিলেন!" এ্যাবির প্রার্থনাও ঈশ্বর শুনবেন। প্রার্থনা কর, এ্যাবি, প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমার ডাকে সাড়া দেন! (সে বিড়বিড় করতে করতে মাথা নীচু ক'রে প্রার্থনা করে। এ্যাবিও অনুরূপ করবার ভাণ করে কিন্তু আসলে সে চোরা চোখে ক্যাবটকে লক্ষ্য করে। তার চোখে ঘৃণা আর বিজয়ের আভাস।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধ্যা প্রায় আটটা। দোতালার শোবার ঘর দুটোর অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের ঘরে এবেন তার বিছানায় বসে আছে। প্রচণ্ড গরমের জন্যে তার পরণে শুধু গেঞ্জি আর প্যাণ্ট। পা খালি। সামনের দিকে তাকিয়ে ও বসে আছে, কি যেন চিন্তা করছে। চিবুক হাতের ওপর ন্যস্ত, মুখে একটা মরীয়া ভঙী।

অপর ঘরটিতে পালকের তোষক ঢাকা একটা পুরানো বড় খাটে ক্যাবট আর এ্যাবি নিজেদের বিছানায় বসে আছে। ক্যাবটের পরণে রাত কামিজ। এ্যাবির পরণেও রাতের পোষাক। পুত্রের সম্ভাবনায় ক্যাবটের মধ্যে যে অদ্ভূত উত্তেজনা জেগে উঠেছিলো এখনও তা বিদ্যমান। দুটো ঘরেই মিট মিট করে মোমবাতির আলো জ্বলছে।

ক্যাবট : এই খামারটার একটা ছেলে দরকার।

এ্যাবি : আমার একটা ছেলে দরকার।

ক্যাবট : হ্যাঁ। কখনো তুমিই খামার—আবার কখনো খামারই তুমি। সেইজন্যেই তো আমার নিঃসঙ্গ জীবনে আমি তোমাকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছি। (একটু চুপ করে থাকে। তারপর নিজের হাঁটুতে একটা ঘুষি মেরে বলে)

আমার জন্যে আর এই খামারের জন্যে একটা ছেলে চাই-ই চাই।

এ্যাবি : তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়ো। সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছো।

ক্যাবট : (হাতের একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গী করে বলে) না, ফেলছি না। আমার মন খুব পরিষ্কার আছে। আমাকে তুমি বুঝতে পারছো না, তাই তোমার ও রকম মনে হচ্ছে। (সে হতাশ দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকায়।)

এ্যাবি : (উদাসীনভাবে বলে) তা হবে।

(পাশের ঘরে এবেন উঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো পায়চারী করতে থাকে। এ্যাবি সে শব্দ শুনতে পায়। তার একাগ্রদৃষ্টি দু'ঘরের মাঝখানের দেওয়ালের ওপর স্থির হয়ে আটকে থাকে। এবেন থামে, দেওয়ালের দিকে তাকায়। তাদের উত্তপ্ত দৃষ্টি যেন দেওয়াল ফুঁড়ে মিলিত হল। নিজের অজ্ঞাতসারেই এবেন এ্যাবির উদ্দেশ্যে দু'হাত প্রসারিত করে উঠে দাঁড়ায়। ওদিকে এ্যাবিও প্রায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে এবেন নিজেকে একটা প্রচণ্ড গাল দিয়ে বিছানার ওপর সজোরে উপুড় হয়ে পড়ে। দু'মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে সে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। এ্যাবি মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু শান্ত হয়, কিন্তু দেওয়ালের ওপর থেকে তার চোখ সরিয়ে আনে না। এবেনের ঘর থেকে সামান্যতম আওয়াজ আসে কিনা তা শোনবার জন্য সে তার সমগ্র মনোযোগ সংহত করে কান পেতে থাকে।)

ক্যাবট : (হঠাৎ মাথা তুলে এ্যাবির দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলে) তুমি কি কোনদিন আমাকে বুঝতে পারবে? তুমি কিম্বা অন্য কোন পুরুষ কিম্বা অন্য কোন রমণী? (মাথা নেড়ে বলে) না। আমার মনে হয় কেউ পারবে না। (অন্যদিকে মুখ ফেরায়। এ্যাবি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু নিজের চিন্তাধারাকে ব্যক্ত না করে ক্যাবট

থাকতে পারে না। বউর দিকে না তাকিয়েই সে হাত বাড়িয়ে তার হাঁটু স্পর্শ করে। এ্যাবি ভীষণভাবে চমকে উঠে তার দিকে তাকায়, দেখে যে সে ওকে লক্ষ্য করছে না। তারপর আবার সে দেওয়ালের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ক্যাবট কি বলছে না বলছে সে দিকে কোন মনোযোগ দেয় না।)

শোন এ্যাবি, আমি যখন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম এখানে আসি তখন আমার বয়স ছিলো কুড়ি। আমার গায়ে তখন অসম্ভব জোর। অসুরের মতো খাটতে পারতাম। দশটা এবেনের গায়ের জোর ছিলো দেহে। এবেনের চাইতে পঞ্চাশগুণ শক্ত ছিলাম আমি। এই জায়গাটা তখন ছিলো শুধু পাথরে ভর্তি। আমি প্রথম যখন এটা নিলাম তখন মানুষ হাসাহাসি করেছিলো। কিন্তু আমি যা জানতাম সে কথা ওরা জানতো না। পাথরের মধ্য থেকে যদি তুমি শষ্য ফলাতে পারো তখনি বুঝতে হবে যে ঈশ্বর তোমার মধ্যে বিরাজ করছেন! ওদের মধ্যে সে শক্তি ছিলো না! ওরা মনে করতো সৃষ্টিকর্তা বুঝি কাদার মতো নরম, তাঁকে পাওয়া বুঝি সহজ। ওরা হেসেছিলো। কিন্তু আর ওরা হাসে না। ওদের কেউ কেউ এখানেই মারা গেল, কেউ কেউ পশ্চিমে গিয়ে মরলো। আজ তারা সব মাটির নীচে—সহজ প্রভুর অনুসরণ করতে গিয়ে ওই তাদের পরিণতি ঘটলো। কিন্তু ঈশ্বর সহজ নন। (সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে) আর আমি ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। সবাই সারাক্ষণ বলাবলি করতো ; কী কঠিন লোক আমি—যেন কঠিন হওয়াটা পাপ। শেষে আমি না থাকতে পেরে বললাম ঃ বেশ, আমি কঠিনই থাকবো, দেখি তোমাদের পছন্দ হয় কিনা! (তারপর হঠাৎ বলে ওঠে) শুধু একবার একটা দুর্বলতা দেখিয়ে ফেলেছিলাম। তখন এখানে আমার দু'বছর কেটে গেছে। চারিদিকে এত পাথর দেখে মনটা দুর্বল আর হতাশ হয়ে পড়েছিলো। কয়েকদল হাল ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমের

দিকে চললো। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। শেষে এক সময় চওড়া সমতল ভূমিতে এসে পেঁৗছলাম—মস্ত মাঠ, সোনার মতো কালো উর্বরা মাটি। এক টুকরা পাথর পর্য্যন্ত নেই। কোন হাঙ্গামা নেই। শুধু লাঙ্গল চালাও, তারপর বীজ বুনে মুখে চুরুট গুঁজে বসে বসে শষ্যের ফলন দেখো। খুব সহজে আমি বড়লোক হতে পারতাম। কিন্তু আমার মন কিছুতেই ওখানে থাকতে সাঁয় দিলো না। কেবলি মনে হত ঈশ্বর যেন বল্‌ছেন: "আমার কাছে এর কোন মূল্য নেই। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।" সে কথা শুনে আমার কেমন ভয় হল। সব ফসলাদি সেখানে ফেলে রেখে, আমার স্বত্ব যার খুশী এসে নিয়ে নিক তার জন্য বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। সত্যি। যা হকমতো আমার ছিলো সেগুলোও ফেলে রেখে আমি চলে আসি। পরমেশ্বর তো সহজ নন, তিনি কঠিন। পাথরের মধ্যে থাকেন তিনি। "পাহাড়ের ওপর পাথর দিয়ে আমার প্রার্থনাগার তৈরী কর, আমি সেখানেই থাকবো" পিটারকে তিনি ওই কথাই বলেছিলেন! (সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু চুপ করে।) পাথর আর পাথর। আমি সেগুলো কুড়িয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে দেওয়াল তুলেছি। এই দেওয়ালে আমার জীবনের প্রতিটি বছরের হিসাব পাওয়া যাবে--প্রত্যেক দিন আমি কাঁধে করে পাথর টেনেছি, চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে পাহাড়ে ওঠা নামা করেছি, নিজের জমির চার পাশে বেড়া দিয়েছি—যেখানে কিচ্ছু ছিল না সেখানে ফসল ফলিয়েছি। মনে হয় সব যেন তাঁরই ইচ্ছায় হল, আমি যেন তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে চলেছি--তাঁরই দাসানুদাস আমি। এসব সহজে হয় নি। কাজটা ছিলো কঠিন আর আমাকেও তিনি এর উপযুক্ত করে কঠিন করে তুলেছিলেন। (একটু থামে) তারপর সারাক্ষণ আমার ক্রমেই আরো বেশী একা একা লাগতে লাগলো। তারপর বিয়ে করলাম। সাইমন আর পিটার এলো। বউটা ভালোই ছিল। খুব খাটতো।

বিশ বছর আমরা ঘর করেছি কিন্তু ও আমাকে কোনদিন চিনতে পারে নি। সে সাহায্য করেছে কিন্তু কাকে সাহায্য করছে, কীসে সাহায্য করছে, তা কোনদিন বুঝতে পারে নি। সারা জীবন আমি নিঃসঙ্গ থেকেছি। তারপর ও মারা গেল। এরপর কিছুকাল আমার অতটা একা একা মনে হয় নি। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে) সময়ের হিসেব রাখি নি আর। কি হবে বোকার মত বছর গুণে? সে সময়ও ছিলো না আমার। সিম আর পিটার খাটতে লাগলো আমার সঙ্গে। ক্ষেত খামার বেড়ে উঠলো। এই সব আমার! একথা যখন ভাবতাম তখন আর আমার একা একা লাগতো না। (একটু থামে) কিন্তু দিনরাত সারাক্ষণ কী শুধু একটা জিনিষ নিয়ে থাকা যায়? আবার বিয়ে করলাম—এবেনের মাকে। ওর আত্মীয়স্বজনরা এই ক্ষেত খামারে আমার স্বত্ব আর অধিকার নিয়ে আদালতে মামলা মোকদ্দমা চালাচ্ছিলো—আমার এই ক্ষেত খামার নিয়ে! সেই জন্যেই তো এবেন প্রায়ই গাধার মতো বলে যে এই সব জায়গা জমি ওর মায়ের। . . . . তারপর এবেন জন্মাল। এবেনের মা দেখতে সুন্দর ছিলো—কিন্তু বড্ড নরম। শক্ত হতে সে চেষ্টা করতো কিন্তু পারতো না। সেও কোনদিন আমাকে চিনতে পারে নি। আমি সেই একাই রয়ে গেলাম--নরক যন্ত্রণার চাইতেও কষ্টকর সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব! প্রায় ষোল বছর পর এবেনের মা মারা গেল। (একটু চুপ করে থাকে) আমি ছেলেদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। আমি কঠোর বলে ওরা আমাকে ঘৃণা করতো আর ওরা নরম বলে আমি ওদের দেখতে পারতাম না। ক্ষেত খামার যে কি বস্তু তার অর্থ না বুঝেই ওরা তার জন্য লোভ করতে আরম্ভ করলো। তাই দেখে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যেতো। নিজে পরিশ্রম করে যা গড়ে তুলেছি তার প্রতি ওদের এই লোভ আমার বয়স বাড়িয়ে দিলো। তারপর এই বসন্তে ডাক এলো--আমার নিঃসঙ্গ নির্জন একাকীত্বে আমি যেন

দৈববাণী শুনলাম—যাও, অন্বেষণ কর, আবিষ্কার কর! (অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে এ্যাবির দিকে ফিরে) আমি অন্বেষণ করেছি! আমি আবিষ্কার করেছি তোমাকে। তুমি আমার শারণের গোলাপ-বালা! তোমার চোখ দুটি যেন— (এ্যাবি ঘুরে তাকায়। তার মুখ ভাবলেশহীণ, চোখে অভিযোগের দৃষ্টি। ক্যাবট কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।) এতক্ষণ তোমার কাছে যে এত কথা বললাম, তার ফলে বুদ্ধি কিছু বাড়লো?

এ্যাবি : (একটু হচকচিয়ে যায়) বোধ হয়।

ক্যাবট : (ক্রুদ্ধভঙ্গীতে ওকে ঠেলে দিয়ে বলে) কিচ্ছু না। তুমি কিছুই বোঝ নি—কোনদিন বুঝবে না। মনে রেখো, যদি তোমার ছেলে না হয় তাহলে—(শেষের কথাটিতে একটা নিষ্ঠুর ভীতিপ্রদর্শনের সুর বাজে।)

এ্যাবি : (মুখ ভার করে) আমি তো প্রার্থনা করেছি। করিনি?

ক্যাবট : (তিক্ত কণ্ঠে) আবার প্রার্থনা কর—ঈশ্বর যেন তোমাকে বুঝবার বুদ্ধি দেন।

এ্যাবি : (তার স্বরেও এবার একটা প্রচ্ছন্ন ভয় দেখানো সুর।) বেশ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি আমার কাছ থেকে ছেলে পাবে।

ক্যাবট : কেমন করে তুমি এ বিষয়ে কথা দিতে পারো?

এ্যাবি : বোধ হয় আমার দিব্যদৃষ্টি আছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে জানি। (সে কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।)

ক্যাবট : আমার বিশ্বাস তা তুমি জানো। মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। (সে কেপে ওঠে।) বাড়ীটা বড় ঠাণ্ডা। বড় অস্বস্তি লাগে এখানে। মনে হয় কারা যেন অন্ধকারে কোণায় কোণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। (রাত-কামিজের ওপরেই সে প্যাণ্ট পরে জুতো পায়ে দেয়।)

এ্যাবি : (অবাক হয়ে) কোথায় যাচ্ছো ?

ক্যাবট : (কেমন অদ্ভুতভাবে জবাব দেয়) গোয়ালঘরে —সেখানে শান্তি আছে, উত্তাপ আছে। (তিক্ত গলায়) সেখানে গরুগুলোর সঙ্গে অন্ততঃ আমি কথা বলতে পারি। ওরা বোঝে। ওরা এই ক্ষেত খামারকে চেনে, আমাকে চেনে। ওদের কাছে গিয়ে আমি শান্তি খুঁজে পাই। (বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।)

এ্যাবি : (ঈষৎ ভীত কণ্ঠে) এফরায়েম, তোমার শরীর খারাপ করছে না তো ?

ক্যাবট : বেড়ে উঠছি, বুড়ো হচ্ছি। গাছের মাথায় ফলের মতো টুইটুম্বুর পেকে উঠছি। (সে বেরিয়ে যায়। সিঁড়িতে তার জুতোর মচমচ আওয়াজ ওঠে। এবেন তার ঘরে চমকে উঠে বসে, কান পেতে সে শব্দ শোনে। এ্যাবি যেন এবেনের নড়াচড়ার কথা টের পায়। সে স্থির দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকায়। ক্যাবটকে বাড়ীর কোণা ঘুরে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সে গেটের কাছে এসে দাড়ায়, আকাশের দিকে চোখ মিটমিট করে তাকায়। একটা যন্ত্রণা-কাতর ভঙ্গী করে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে সে বলে ওঠে)

হে সর্বশক্তিমান প্রভু! সাড়া দাও—অন্ধকারের মাঝ থেকে তোমার আহ্বান শোনাও!

(উত্তরের প্রত্যাশায় সে যেন কান পেতে শোনে। তারপর তার হাত দুটো নেমে আসে। মাথা নেড়ে ক্লান্ত পায়ে সে গোলাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে এবেন আর এ্যাবি যেন দেওয়াল ভেদ করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবেন গভীরভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এ্যাবি যেন তার প্রতিধ্বনি তোলে। উভয়েই ভয়ানক চঞ্চল আর অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে এ্যাবি উঠে এসে দেওয়ালে কান পেতে শোনে। এবেনের ভাবভঙ্গী দেখে

মনে হয় সে যেন এ্যাবির প্রতিটি পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছে। ও স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। এ্যাবি যেন এতক্ষণে একটা সিদ্ধান্তে পৌছায়। দৃঢ় পায়ে সে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। এবেনের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে। একটু পরেই ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এবেনের ঘরের দরজা খুলে যায়। এবেন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তীক্ষ্ণ একাগ্রতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে। এ্যাবি কিছুক্ষণ ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কামনায় ওর চোখ জ্বলতে থাকে। তারপর একটা অস্ফুট চীৎকার করে সে দৌড়ে গিয়ে এবেনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার মুখটা ভরিয়ে দেয়। প্রথমে এবেন অসাড়ভাবে নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দেয় কিন্তু একটু পরেই সেও দু'হাত দিয়ে এ্যাবির গলা জড়িয়ে ধরে তাকে প্রতিচুম্বন করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ ওর প্রতি তার ঘৃণা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে সবলে নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দুটো পশুর মতো চুপ করে প্রগাঢ় উত্তেজনায় তারা হাঁপাতে থাকে।)

এ্যাবি : (অবশেষে যন্ত্রণাকাতর গলায় বলে) অমন করো না এবেন—অমন করো না। আমি তোমাকে সুখী করবো।

এবেন : (কর্কশ কণ্ঠে) আমি সুখী হতে চাই না। তোমার কাছ থেকে ওরকম সুখ আমি পেতে চাই না।

এ্যাবি : (অসহায়ভাবে বলে) চাও, এবেন, চাও! কেন মিছে কথা বলছ?

এবেন : (তীব্র কণ্ঠে) বলেছি তোমাকে আমি দেখতে পারি না! তুমি আমার দু'চক্ষের বিষ!

এ্যাবি : (কেমন অনিশ্চিত ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে) যাই বল, আমি তোমাকে চুমু খেয়েছি—তুমিও আমাকে প্রতিদানে চুমো খেয়েছো। তোমার ঠোঁটদুটো আগুনের মতো জ্বলছিলো। একথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না! (গাঢ়

গলায় বলে) যদি আমাকে নাই দেখতে পারো তবে প্রতিদানে চুমু খেলে কেন ? কেন তোমার ঠোঁট ওরকম জ্বলছিলো ?

এবেন : (হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফেলে বলে) বিষের মতো লেগেছিলো আমার। (তারপর বিদ্রূপ করে বলে) খুব সম্ভব তোমাকে চুমু খাবার সময় মনে মনে ভাবছিলাম যে আরেকজনকে চুমু খাচ্ছি।

এ্যাবি : (পাগলের মতো বলে) কাকে ? মিনকে ?

এবেন : হতে পারে।

এ্যাবি : (যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠে) ওর কাছে গিয়েছিলে নাকি ? সত্যিই গিয়েছিলে ? আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত বোধ হয় যাবে না। ওর জন্যেই কি তুমি এইমাত্র আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ?

এবেন : (বিদ্রূপভরা গলায়) যদি তাই হয় তবে ক্ষতি কি ?

এ্যাবি : (প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে) যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে যে তুমি একটা কুত্তা, এবেন ক্যাবট।

এবেন : (মারমুখো হয়ে বলে) খবরদার, আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বল না।

এ্যাবি : (কর্কশভাবে হেসে ওঠে) বলব না, না ? তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছি ? তোমার মতো একটা পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে ? খুব ভুল ! শুধু নিজের একটা মতলব হাসিল করার জন্যেই আমি তোমাকে চেয়েছিলাম—আর শেষ পর্য্যন্ত সে কাজে আমি তোমাকে লাগাবোই, কারণ তোমার চাইতে আমার শক্তি অনেক বেশী !

এবেন : (আক্রোশভরে) আমি জানতাম সব কিছু গিলে খাবার মতলবেই তুমি ওরকম করছো।

এ্যাবি : (বিদ্রূপের স্বরে) তা হবে !

এবেন (ক্ষেপে ওঠে) যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে!

এ্যাবি : এটা আমার ঘর। তুমি তো শুধু ভাড়াখাটা দিনমজুর।

এবেন : (হিংস্রভাবে) তোমাকে খুন করে ফেলার আগে বেরিয়ে যাও বলছি!

এ্যাবি : (এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর) তোমাকে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। তুমি আমাকে চাও, চাও না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাও! আর তুমি হুবহু তোমার বাপের ছেলে। যা চাও তাকে হত্যা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো! আমার জন্য কামনায় তোমার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। তোমার ঠোঁটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো! আমাকে চুমু খাবার জন্য তোমার ঠোঁট অধীর ব্যগ্রতায় থরথর করে কাঁপছে! (এবেন একটা ভয়ঙ্কর মোহাবেশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে লক্ষ্য করে। এ্যাবির মুখে উন্মত্ত বিজয়িনীর হাসি ফুটে ওঠে।) এই সমস্ত বাড়ীঘর আমি আমার নিজের করে নেবো। এই একটা ঘর এখন পর্য্যন্ত আমার হয়নি। কিন্তু আজ রাতে এটাও আমার হবে। এখন নীচে যাচ্ছি। ঘরে আলো দিতে হবে। (সে ঠাট্টার ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন করে।) সুসজ্জিত বসবার ঘরে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবার জন্য কি আপনি আসবেন না, মিস্টার ক্যাবট ?

এবেন : (ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভয়ানক বিভ্রান্ত বোধ করে সে। কেমন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে) খবরদার বলছি! মায়ের মৃত্যুর পরে তাকে ওই ঘরে শোয়ানো হয়েছিলো। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ ও ঘর খোলে নি। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি—

(কিন্তু তার ওপর স্থির নিবদ্ধ এ্যাবির জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে যেন তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি ভেঙে পড়ে। অসহায়ের মতো সে এ্যাবির দিকে ঝুঁকে টলতে থাকে।)

এ্যাবি : (সে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে এবেনের চোখে চোখ রেখে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে কেন্দ্রীভূত করে কথাগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে বলে) আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো, এবেন! বেশী দেরী কোরো না যেন!

এবেন : (ওর পেছন পেছন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বসবার ঘরের জানালার একটা আলো দেখা যায়। সে বিড় বিড় করে বলে) বসবার ঘরে? (কথাটা যেন তার মধ্যে আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। সে ফিরে এসে সাদা সার্ট পরে, কলার লাগায়, যন্ত্রের মতো টাই বাঁধে, কোট গায়ে দেয়, মাথায় টুপী পরে—তারপর খালি পায়ে বিভ্রান্ত ভঙ্গীতে চারিদিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ভাবে বিড় বিড় করে বলে) —মা তুমি কোথায়? (তারপর ধীরে ধীরে সে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।)

তৃতীয় দৃশ্য

কয়েক মিনিট পরে। বসবার ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। কেমন একটা কঠোর নিষ্পেষিত ভাব রয়েছে ঘরটার মধ্যে, পরিবারের সবাইকে যেন এই ঘরে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছে। এ্যাবি সোফার ধার ঘেঁষে বসে আছে। সে ঘরের সবগুলো মোমবাতি জালিয়ে দিয়েছে, ফলে ঘরটার সযত্ন রক্ষিত কদাকার রূপ আরো প্রকট হয়ে ফুটে উঠছে। এ্যাবির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন তাকে দেখে মনে হয় ভীত সন্ত্রস্ত, পালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত।

(দরজা খুলে এবেন ঘরে ঢোকে। তার মুখে একটা মন্ত্রমুগ্ধ বিমূঢ় ভাব। ওর দিকে সে তাকিয়ে থাকে—তার হাত দুটো যেন আলগাভাবে কাঁধ থেকে ঝুলছে, পা খালি, টুপীটা হাতে ধরা।)

এ্যাবি : (একটু চুপ করে থাকে। তারপর অস্বস্তির সঙ্গে পোষাকী ভদ্রতার সুরে বলে) বসবে না ?

এবেন : (নির্জীব গলায়) হ্যাঁ, বসছি। (কলের মতো সে টুপীটা দরজার কাছে মেঝের উপর সযত্নে নামিয়ে রাখে, তারপর শক্ত হয়ে সোফার ধারঘেঁষে ওর পাশে বসে। একটুক্ষণ চুপচাপ। দু'জনেই সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। উভয়ের চোখেই ভয়ের ছায়া।)

এ্যাবি : অন্ধকারে আমি যখন প্রথম এ ঘরে ঢুকলাম আমার মনে হল কে যেন ঘরের মধ্যে আছে।

এবেন : (সহজভাবে) মা।

এ্যাবি : আমার এখনও মনে হচ্ছে কেউ যেন—

এবেন : আমার মা।

এ্যাবি : প্রথমে ভয় হয়েছিলো। আমি চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন—তুমি আসার পর থেকে মনে হচ্ছে—সেই অশরীরী অস্তিত্ব যেন আমার প্রতি সদয় আর কোমল হয়ে উঠছেন। (বাতাসকে উদ্দেশ্য করে অদ্ভূত গলায় বলে) আপনাকে ধন্যবাদ।

এবেন : মা আমাকে সব সময় ভালোবাসতো।

এ্যাবি : বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমিও তোমাকে ভালোবাসি। হয়ত সেইজন্যেই তিনি আমার প্রতি সদয় হয়ে উঠেছেন।

এবেন : (নিষ্প্রাণ কণ্ঠে) জানি না। আমার তো মনে হয় তোমাকে ওর ঘৃণা করাই উচিত।

এ্যাবি : (দৃঢ় সুনিশ্চিত গলায় বলে) না। আমি বেশ বুঝতে পারছি উনি আমাকে ঘৃণা করেন না—এখন আর করছেন না।

এবেন : তোমাকে তার ঘৃণা করাই উচিত। তুমি তার জায়গা এসে লুট করে নিয়েছো—এইখানে তার বাড়ীতে—যে ঘরে তার মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছিলো সেখানে বসে– (সে হঠাৎ চুপ করে যায়, বোকার মতো সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

এ্যাবি : কি হল এবেন?

এবেন : (ফিস ফিস করে বলে) মনে হল মা যেন চান না আমি তোমাকে সে সব কথা মনে করিয়ে দিই।

এ্যাবি : (উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে) আমি জানতাম এবেন। উনি আমাকে পছন্দ করেন। যা আমি কোনদিন জানতাম না, যে ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না, তার জন্যে আমার ওপর ওঁর কোন রাগ নেই।

এবেন : বাবার ওপর মায়ের রাগ আছে।

এ্যাবি : সে আমাদের সকলেরই আছে।

এবেন : তা বটে। (প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে) অন্ততঃ, ঈশ্বর জানেন, আমার তো আছে!

এ্যাবি : (ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সস্নেহে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলে) থাক, ওর ভাবনা ভেবে আর মেজাজ খারাপ করো না। মায়ের কথা ভাব। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। আমাকে তোমার মায়ের কথা বল, এবেন।

এবেন : বলবার বিশেষ কিছু নেই। মা ভারী দয়ালু ছিলো। খুব ভালো ছিলো।

এ্যাবি : (একটা হাত ওর কাঁধে রাখে। এবেন যেন তা লক্ষ্য করে না। আবেগভরা গলায় এ্যাবি বলে) আমি তোমার প্রতি সদয় হ'ব। আমি তোমার প্রতি ভালো হ'ব।

এবেন : মাঝে মাঝে সে আমাকে গান শোনাতো।

এ্যাবি : আমি তোমাকে গান শোনাবো।

এবেন : এটা ছিল তার বাড়ী, তার খামার।

এ্যাবি : এটা আমার বাড়ী, আমার খামার!

এবেন : তার কাছ থেকে এগুলো আত্মসাৎ করার মতলবেই ও মাকে বিয়ে করেছিলো। মা এমন নরম আর এমন সোজা ছিলো বুড়ো কোনদিন তার মূল্য বোঝে নি।

এ্যাবি : ও আমার মূল্যও বোঝে না!

এবেন : তার রুক্ষ কাঠিন্য দিয়ে সে মাকে খুন করেছে।

এ্যাবি : ও আমাকে খুন করছে!

এবেন : মা মরে গেল। (একটু চুপ করে থেকে বলে) মাঝে মাঝে আমাকে গান গেয়ে শোনাতো। (সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।)

এ্যাবি : (দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে উদ্দাম আবেগভরা গলায় বলে ওঠে) আমি তোমাকে গান গেয়ে শোনাবো! আমি তোমার জন্য মরবো!

(এবেনের জন্য তার প্রচণ্ড কামনা সত্ত্বেও তার ভাব-ভঙ্গীতে, তার কণ্ঠস্বরে, একটা অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের সুর ধরা পড়ে—কামিনীর লালসা আর মায়ের স্নেহ উভয়ের একটা ভয়ঙ্কর নগ্ন রূপ ফুটে ওঠে) কেঁদো না, এবেন। আমি তোমার মায়ের স্থান নেবো। তোমার জন্য তিনি যা যা করতেন আমি স-ব করবো! দাও, তোমাকে চুমু খেতে দাও, এবেন। (ওর মাথাটা নিজের কাছে টেনে আনে। এবেন একবার বিভ্রান্ত বাধাদানের ভাণ করে। কোমলভাবে এ্যাবি বলে) ভয় পেয়ো না, এবেন—এ চুমু নির্দোষ—তোমার মা হলে যেমন চুমু খেতেন এ চুমু ঠিক সেই রকম। এসো, তুমিও আমাকে চুমু খাও—ছেলের মতো—যেন রাতে শুতে যাবার আগে আমাকে শুভেচ্ছা

জানাচ্ছো। আমাকে চুমু খাও, এবেন। (প্রথমে খুব সংযতভাবে তারা চুম্বন করে। তারপর অকস্মাৎ কামনার বন্যা এ্যাবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে প্রচণ্ড লালসার চুম্বনে এবেনের মুখ ভরিয়ে দেয়—বারবার। এবেন দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিচুম্বন করে। তারপর, শোবার ঘরের ঘটনার মতো, এবারও এবেন সজোরে নিজেকে এ্যাবির আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপে। একটা অদ্ভূত আতঙ্ক তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ্যাবি ওর দিকে দু'হাত প্রসারিত করে তীব্র অনুনয়ের স্বরে বলে) যেও না এবেন, আমাকে ছেড়ে যেও না! দেখতে পাচ্ছ না, তোমাকে শুধু মায়ের মতো ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়! কেন বুঝতে পারছো না যে ওর সঙ্গে আরো অনেক বেশী যুক্ত হওয়া দরকার—অনেক অনেক বেশী—একশো গুণ বেশী—তবেই শুধু আমি সুখী হ'ব, তুমি সুখী হবে!

এবেন : (ঘরের মধ্যে যে উপস্থিতি সে অনুভব করে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে) মা, মা, তুমি কি চাও? তুমি কি বলছ?

এ্যাবি : তিনি তোমায় আমাকে ভালোবাসতে বলছেন। তিনি জানেন আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমার মঙ্গল চাই। তুমি বুঝতে পারছ না সেকথা? তুমি টের পাচ্ছ না তা? তিনি তোমায় আমাকে ভালোবাসতে বলছেন, এবেন!

এবেন : হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে—মা বোধ হয় তাই—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন সে—তুমি যখন তার সব কিছু চুরি করেছো—এইখানে তার বাড়ীতে—এই ঘরে যেখানে তার—

এ্যাবি : (তীব্র কণ্ঠে) তিনি জানেন আমি তোমাকে ভালোবাসি!

এবেন : (অকস্মাৎ তার সারা মুখ একটা প্রচণ্ড বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে) হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কেন এখন তাও বেশ বুঝতে পারছি। এইভাবেই মা ওর

ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়—তারপর সে কবরে শান্তিতে ঘুমুতে পারবে!

এ্যাবি : (উন্মাদের মত) আমাদের সবার ওপরেই ঈশ্বরের অভিশাপ নামুক না কেন? কে তার পরোয়া করে? আমি তোমায় ভালোবাসি, এবেন! ঈশ্বর জানেন আমি তোমায় ভালোবাসি! (এবেনের দিকে সে দু'হাত প্রসারিত করে দেয়।)

এবেন : (সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে এ্যাবিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। তার সমস্ত অবরুদ্ধ কামনাকে মুক্তি দিয়ে বলে ওঠে)
এ্যাবি, এ্যাবি, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, এ্যাবি! এখন সে কথা বলতে পারি আমি। এই প্রথম দিন থেকে আমি তোমাকে চেয়েছি—প্রতিক্ষণ—আমি তোমার জন্যে মরে যাচ্ছি, এ্যাবি! আমি তোমাকে ভালোবাসি!
(ওরা পরস্পরকে প্রচণ্ড চুম্বনে নিষ্পেষিত করে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(খামার-বাড়ীর বাইরের অংশ। সবে ভোর হয়েছে। ডানদিকের সামনের দরজাটা খুলে এবেন বাইরে এসে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। তার পরণে কাজে যাবার পোষাক। ওকে দেখে মনে হয় যে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। তার মুখে নির্ভীক আত্মবিশ্বাসের ছাপ। আপন মনেই সে সন্তোষের হাসি হাসে। সে গেটের কাছে আসতেই বসবার ঘরের জানালা খোলার শব্দ হয়। শার্সী খুলে এ্যাবি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়। কাঁধের ওপর দিয়ে তার চুল অবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা। এবেনের দিকে কোমল স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে এ্যাবি নরম গলায় ডাকে)

এ্যাবি : এবেন। (এবেন মুখ ফেরাতেই কৌতুকভরে বলে) যাবার আগে আরেকবার আমাকে একটা চুমু খেয়ে যাও। সারাদিন আমার ভয়ানক একা একা লাগবে।

এবেন : আমারও খুব খারাপ লাগবে তোমাকে না দেখে। (সে ওর কাছে যায়। বহুবার তারা পরস্পরকে চুম্বন করে। হাসতে হাসতে এবেন সরে দাঁড়ায়।) এইবার, যথেষ্ট হয়েছে, কি বল? নইলে পরের বারের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এ্যাবি : থাকবে গো থাকবে। তোমার জন্যে কোটি কোটি চুমু জমা আছে। (এবার একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে) এবেন, তুমি আমাকে সত্যি ভালোবাসো?

এবেন : (জোর গলায় বলে) কোন মেয়েকে আমার তোমার মতো এত ভালো লাগে নি। একথা ধ্রুব সত্য।

এ্যাবি : ভালো লাগা আর ভালোবাসা এক নয়।

এবেন : বেশ—তাহলে তোমাকে আমি ভালোই বাসি। এবার খুশী হয়েছো তো?

এ্যাবি : হ্যাঁ, হয়েছি। (ওর দিকে তাকিয়ে গভীর ভালোবাসায় হাসে।)

এবেন : আমি এবার গোলাবাড়ীর দিকে যাই। বুড়োর মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তখন হয়ত চুপি চুপি এদিকে হঠাৎ চলে আসবে।

এ্যাবি : (আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলে) আসুক। আমি সব সময় ওর চোখে ধুলো দিতে পারি। . . .জানালার শার্সীগুলো খোলা রাখছি আমি। একটু আলো হাওয়া আসুক। বহুদিন এ ঘর মরে পড়ে ছিলো। এখন থেকে এটা আমার ঘর হবে!

এবেন : (ভ্রূকুটি করে) হুঁ।

এ্যাবি : (তাড়াতাড়ি বলে ওঠে) মানে, বলছিলাম কি, আমাদের ঘর হবে।

এবেন : হ্যাঁ।

এ্যাবি : কাল রাতে আমরা এটাকে আমাদের ঘর করে নিয়েছিলাম, তাই না ? আমরা এটাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি আমাদের প্রেম ঘরটাকে জীবন্ত করে তুলেছে। (একটুক্ষণ চুপচাপ)

এবেন : (অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলে) মা আবার কবরে ফিরে গেছে। এবার সে ঘুমুতে পারবে।

এ্যাবি : শান্তিতে ঘুমোন তিনি! (তারপর সস্নেহ তিরস্কারের সুরে বলে) আজ ভোরে তোমার কোন রকম দুঃখের কথা বলা উচিত নয়।

এবেন : হঠাৎ নিজে থেকেই কথাটা মনে এলো।

এ্যাবি : দিও না আসতে। (এবেন কোন কথা বলে না। এ্যাবি হাই তোলে।) যাই, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। ও এলে পর বলবো আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। খাবার নিজেই করে নিক আজ।

এবেন : ওই যে গোলাবাড়ীর দিক থেকে আসছে ধেখতে পাচ্ছি। তুমি বরং কাপড়জামা ঠিক করে তাড়াতাড়ি ওপরে চলে যাও।

এ্যাবি : হ্যাঁ। এসো তাহ'লে। আমাকে ভুলে যেও না যেন। (একটা চুমু ছুঁড়ে দেয়। এবেন হেসে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে শক্ত করে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাবার জন্যে অপেক্ষা করে। ক্যাবট বাঁ দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ওর দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ। মুখে কেমন একটা লক্ষ্যহীন অনিশ্চিত ভাব।)

এবেন : (খুশী গলায়) সুপ্রভাত বাবা। কি, দিনের বেলাতেই তারা দেখে বেড়াচ্ছো নাকি ?

ক্যাবট : ভারী সুন্দর না ?

এবেন : (বেশ একটা স্বত্বাধিকারীর ভাব নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলে) চমৎকার এই খামারটা !

ক্যাবট : আমি আকাশের কথা বলছিলাম।

এবেন : তুমি কেমন করে জানলে ? তোমার চোখ তো অতদূর যায় না। (কথাটা ভেবেই খুব মজা পায়। নিজের জানুতে চাপড় মেরে হেসে ওঠে) হোঃ হোঃ হোঃ। বেশ বলেছি কথাটা।

ক্যাবট : (কড়া বিদ্রূপের স্বরে বলে) খুব স্ফূর্তি দেখছি যে ! কোত্থেকে মদ চুরি করে খেলে ?

এবেন : (খোশ মেজাজের সঙ্গে বলে) মদ নয়, বাবা, শুধু জীবন। (হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে) এসো, হাত মেলাই। আর তোমার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই।

ক্যাবট : (সন্দেহের সঙ্গে) তোমার কি হয়েছে ?

এবেন : বেশ, হাত না মেলাতে চাইলে মিলিও না। কে জানে, হয়ত এই ভালো। (একটু চুপ করে থেকে বলে) আমার কি হয়েছে ? (অদ্ভূতভাবে বলে) ও যে তোমার পাশ দিয়ে চলে গেল, আবার নিজের কবরে ফিরে গেল, তা তুমি টের পাও নি ?

ক্যাবট : কার কথা বলছ ?

এবেন : মার কথা। এবার সে বিশ্রাম পাবে, শান্তিতে ঘুমুতে পারবে। তোমার সঙ্গে তার শোধবোধ হয়ে গেছে।

ক্যাবট : (কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে) আমি বিশ্রাম করেছি। ওই গরুগুলোর পাশে শুয়ে আমি খুব ঘুমিয়েছি। ওরা জানে কেমন করে ঘুমুতে হয়। ওরাই শেখাচ্ছে আমাকে।

এবেন : (আবার হঠাৎ ওর স্ফূর্তি জেগে ওঠে) বাঃ, বেড়ে গরু তো ! যাক, এবার বরং কাজে লেগে পড়।

ক্যাবট : এই ছোঁড়া, তুই কি আমার ওপর কর্তালি ফলাচ্ছিস নাকি ?

এবেন : (হাসতে আরম্ভ করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওপর কর্তালিই করছি। হা-হা-হা ! কেমন লাগে দেখই না। হা-হা-হা ! এই গোয়ালের আমিই হলাম সেরা ষাঁড়। হা-হা-হা ! (হাসতে হাসতে সে গোলাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।)

ক্যাবট : (তাচ্ছিল্যমাখা কৃপার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়) পাগল, পাগল। ঠিক ওর মায়ের মত। নাঃ, ওটাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না ! (অবজ্ঞায়, ঘৃণায় সে মাটিতে থুথু ফেলে) জন্মেছেই একটা গাধা হয়ে ! (তারপর সহজভাবে বলে) উঁহুঁ, বড় বদমেজাজী হয়ে পড়ছি।

(সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।)

পর্দা নেমে আসে

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম দৃশ্য

প্রায় এক বছর পরে। বসন্ত শেষের এক রাত। রান্নাঘর আর দোতালার শোবার ঘর দুটি দেখা যাচ্ছে। শোবার ঘর দুটি মোমবাতির মৃদু আলোকে আলোকিত। এবেন নিজের ঘরে বিছানার ধার ঘেঁসে বসে আছে, দু'হাতের ওপর চিবুক ন্যস্ত। নিজের মনের ভেতরকার পরস্পরবিরোধী ভাবধারা যেন সে বুঝে উঠতে পারছে না কিন্তু বোঝবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ছাপ তার মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নীচের রান্নাঘর থেকে হৈ-হুল্লোড় হাসি আর গানের শব্দ ভেসে এসে তাকে অস্থির আর বিরক্ত করে তোলে। সে ভ্রূকুটি করে মেঝের দিকে তাকায়।

পাশের ঘরে জোড়া-খাটের পাশে একটা বাচ্চার দোলনা দেখা যায়। রান্নাঘরে মহা উৎসব চলেছে। নাচবার জায়গা করার জন্য উনুনটাকে সরান হয়েছে। চেয়ারগুলো দেয়ালের পাশে ঠেলে রাখা। কিছু কাঠের বেঞ্চও যোগাড় করা হয়েছে। চেয়ারে আর বেঞ্চে পাশের খামারগুলো থেকে আসা চাষী দম্পতিরা তাদের ছেলেমেয়েসহ গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। সবাই কথা বলছে, উচ্চকণ্ঠে হাসছে। বেশ বোঝা যায় তাদের নিজেদের মধ্যে কোন একটা গোপন কথা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে। ক্যাবট পেছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা ছোট হুইস্কির পিপে থেকে মদ ঢেলে সবাইকে দিচ্ছে। খুশীতে উত্তেজনায় সে ভরপুর। প্রচুর মদ্যপানের ফলে ওর উত্তেজনা এবং উল্লাস আরো বেড়ে গেছে। চেয়ারে আর বেঞ্চে বসা লোকজন সবাই কিন্তু ক্যাবটের দিকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে

মাথা নেড়ে চোখ টেপে--পরস্পরকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দেয়। সামনে বাঁ দিকের কোণায় এ্যাবি দোলনা চেয়ারে বসে আছে। তার কাঁধে একটা শাল জড়ানো। সবাই ভাগাভাগি করে একবার ক্যাবটকে দেখে, আরেকবার এ্যাবির দিকে তাকায়। এ্যাবির মুখ পাণ্ডুর, একটু রোগা আর ক্লান্ত। সে চিন্তিত মুখে পেছনের খোলা দরজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে--যেন কারুর আসার অপেক্ষা করছে।

দূরে ডানদিকের এক কোণায় বসে বেহালাবাদক তার বেহালা ঠিক করছে। লম্বা দুর্বল মুখের একটি ঢ্যাঙ্গা যুবক। তার পাঁশুটে চোখ সারাক্ষণ পিটপিট করে। ওর মুখে কেমন একটা লোভী হিংসুটে ধূর্ত হাসি লেগে আছে।

এ্যাবি : (হঠাৎ তার ডান পাশে বসা একটি তরুণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে) এবেন কোথায়?

তরুণী : (ঘৃণার সঙ্গে ওর দিকে তাকায়) জানি না, মিসেস ক্যাবট। অনেকদিন এবেনের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। (অর্থপূর্ণভাবে) শুনেছি আপনি আসবার পর থেকে সে বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই কাটায়।

এ্যাবি : (অস্পষ্টভাবে বলে) আমি ওর মায়ের স্থান পূর্ণ করেছি।

তরুণী : তা বটে। আমি সে কথাও শুনেছি। (পাশে বসা মায়ের কাছে এই কথাটা বেশ রসাল করে চালান করে দেবার উদ্দেশ্যে সে মুখ ঘুরিয়ে বসে। এ্যাবি এবার নিজের বাঁয়ে বসা একজন মাঝবয়সী মোটাসোটা লোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। লোকটির রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা মুখ আর ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চোখ দুটি দেখে বেশ বোঝা যায় কী পরিমাণ মদ সে খেয়েছে।)

এ্যাবি : তুমি এবেনকে দেখ নি?

লোকটি : না, দেখিনি। (তারপর চোখ টিপে বলে) তুমি না দেখে থাকলে আর কে দেখবে?

এ্যাবি : এ অঞ্চলের সেই হল সব চাইতে ভাল নাচিয়ে। ওর এখানে এসে নাচে যোগ দেওয়া উচিত।

লোকটি : (চোখ টিপে বলে) বোধ হয় সে তার কর্তব্য পালন করছে- হেঁটে হেঁটে বাচ্চাটাকে নিশ্চয়ই ঘুম পাড়াচ্ছে। ছেলে--তাই না?

এ্যাবি : (অস্পষ্টভঙ্গীতে মাথা নাড়ে) হঁ্যা--ঠিক দু'সপ্তাহ হল। ছবির মতো সুন্দর হয়েছে।

লোকটি : সব মায়ের কাছেই ওরকম মনে হয়। (তারপর ওঠে একটা খোঁচা দিয়ে মুখে বিশ্রী একটা হাসি ফুটিয়ে ফিসফিস করে বলে) শোনো এ্যাবি, এবেনকে যদি কখনও তোমার আর ভালো না লাগে তখন আমাকে স্মরণ করো। দেখো, ভুলে যেও না যেন!

(এ্যাবির মুখ দেখে মনে হয় সে এই উক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে পারে নি। লোকটি এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে ওঠে) যাই, আরেকটু মদ খাই গিয়ে। (সে উঠে ক্যাবটের কাছে যায়। ক্যাবট তখন একজন বৃদ্ধ চাষীর সঙ্গে গরু নিয়ে তর্ক জুড়েছে। সবাই মদ খায়।)

এ্যাবি : (এবার আর বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করে কথা বলে না।) এবেনটা যে কি করছে কে জানে? (এ্যাবির এই উক্তি ছেলেদের অট্টহাসি আর মেয়েদের খিল খিল হাসির সঙ্গে কানে কানে মুহূর্তের মধ্যে ঘরময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। কথাটা বেহালাবাদকের কাছে এসে পোঁছুলে সে পিটপিট চোখে এক দৃষ্টিতে এ্যাবির দিকে তাকিয়ে গলা উঁচু করে বলে।)

বেহালা-বাদক : এবেন কি করছে সেকথা আমি তোমাকে বলতে পারি, এ্যাবি। সে এখন গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করছে--ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

(সবাই সাগ্রহ প্রতীক্ষার সঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে)

একজন : কিসের জন্যে?

বেহালা-বাদক : কারণ তার একটি—(ঠিক উপযুক্ত সময়ের জন্য সে ইতস্তত করে, চুপ করে থাকে, তারপর বলে) ভাই হয়েছে! (সবাই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। ওরা একবার এ্যাবির দিকে তাকায়, আরেকবার ক্যাবটের দিকে। এ্যাবি এসব কিছুই লক্ষ্য করে না। সে এক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যাবট কথাগুলো শুনতে পায় নি কিন্তু সকলের হাসাহাসিতে বিরক্তি বোধ করে। সে কটমট করে চারিদিকে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়।)

ক্যাবট : কি ব্যাপার? সবাই এরকম ছাগলের মতো চেঁচাচ্ছো কেন? নাচছো না কেন তোমরা শুনি? আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি নাচবার জন্যে, খাবার জন্যে, মদ খেতে, স্ফূর্তি করতে—তা না এক গাদা ভিজে মুরগীর মতো তখন থেকে বসে বসে কোঁ কোঁ করছো! এক পাল শূয়োরের মতো তো আমার খাবার গিলেছো, মদ শুষেছো! ঠিক না? তাহলে এবার আমার জন্য একটু নাচো! এটুকু অন্ততঃ তোমাদের করা উচিত। কি, ঠিক বলি নি? (চারিদিকে একটা আপত্তির মৃদু গুঞ্জন ওঠে কিন্তু স্পষ্টতঃই ওর ভয়ে কেউ পরিষ্কার করে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না।)

বেহালা-বাদক : (ধূর্তের মতো) আমরা এবেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ক্যাবট : (একটা ভয়ঙ্কর উল্লাসের সঙ্গে বলে ওঠে) চুলোয় যাক এবেন! আর এবেনকে দরকার নেই। আমার এখন নতুন ছেলে হয়েছে! (মাতালের আকস্মিক ঢং-এ হঠাৎ তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়।) কিন্তু এবেনকে নিয়ে তোমাদের ঠাট্টা তামাশা করবার প্রয়োজন নেই। হাঁদারাম হলেও সে আমারই রক্তমাংস—তোমাদের সকলের চাইতে

ভালো! একদিনে আমি যতখানি কাজ করতে পারি সেও প্রায় ততখানি করতে পারে—এখানে তোমাদের কারু সাধ্যি নেই যে ওর কাছাকাছি পর্য্যন্ত যাও!

বেহালা-বাদক : এবেন রাতেও বেশ কাজ করতে পারে! সবাই হো হো করে হেসে ওঠে)

ক্যাবট : বোকার দল শুধু হেসেই মরল। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ, বেহালাবাজিয়ে। সে দরকার হলে আমারই মত দিনে রাতে সমান খাটতে পারে।

বৃদ্ধ চাষী : (মদের পিপার পেছনে মত্ত অবস্থায় ঢুলতে ঢুলতে সরলতার সঙ্গে বলে) তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো খুব বেশী লোক নেই, এফরায়েম। ছিয়াত্তর বছর বয়সে তোমার ছেলে হল! কঠিন লোক তুমি! আমার বয়স মোটে আটষট্টি, কিন্তু আমাকে দিয়ে আর হল না।

(সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। ক্যাবটের অট্টহাসিও ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়।)

ক্যাবট : (বুড়োর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে) তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। তোমার মত যুবকের এরকম দুর্বলতার কথা কিন্তু আমি কখনো ভাবি নি।

বৃদ্ধ চাষী : আমিও কখনো ভাবিনি যে তুমি সত্যিই এই কাণ্ডটা করতে পারবে। (আবার হাস্যধ্বনি ওঠে)

ক্যাবট : (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়) আমি অনেক কিছু করতে পারি—অনেক কিছু—আমি কী যে করতে পারি তার কিছুই তোমরা জানো না। (বেহালাবাদকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে) কি, চুপ করে বসে আছো কেন? কিছু একটা বাজাও যেন লোকজন নাচ আরম্ভ করতে পারে। শুধু পুতুল সেজে বসে থাকবে নাকি? এখানে আজ উৎসব না? লেগে পড় এবার, বেহালার ছড়ে টান তোল!

বেহালা-বাদক : (বৃদ্ধ চাষীর এগিয়ে দেওয়া একপাত্র মদ গলাধঃকরণ করে বলে) বেশ, এই শুরু করলাম। ("লেডী অব দি লেক-" এর সুর বাজাতে আরম্ভ করে। দু'সারিতে চারটি তরুণ আর চারটি তরুণী দাঁড়িয়ে স্কোয়্যার নৃত্য নাচতে আরম্ভ করে। বেহালাবাদক চীৎকার করে নাচিয়েদের বিভিন্ন ভঙী সম্পর্কে সুরের তালের সঙ্গে মিল রেখে নির্দেশ দেয়--এবং নির্দেশের ফাঁকে ফাঁকে নাচিয়েদের সম্বন্ধে রসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসা সবাই সুর মিলিয়ে একসঙ্গে পায়ে তাল ঠোকে, হাতে তালি বাজায়। বিশেষ করে ক্যাবট এই কাজে খুব তৎপর। কেবলমাত্র এ্যাবিকে যেন এসব কিছু স্পর্শ করে না। সে এক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় একটা নীরব কক্ষে সে একাকী বসে আছে।)

বেহালা-বাদক : তোমার সাথীকে ডানদিকে দোলাও! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, জিম! আচ্ছা করে আলিঙ্গন কর ওকে—এই সুযোগ, ওর মা এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। (সবাই হেসে ওঠে) এবার সঙ্গী বদলাও! তোমার পক্ষে ভালোই হল, এসী, কি বল? এবার রিয়াবকে সামনে পাবে। দেখ, দেখ, শরমে কি রকম রাঙা হয়ে উঠেছে? তা কি করবে—জীবন আর প্রেম যখন এত ক্ষণস্থায়ী। (আবার সবাই হেসে ওঠে।)

ক্যাবট : (উত্তেজিতভাবে পা ঠোকে।) নাচ, ছেলেরা, নাচ! মেয়েরা—নাচ, নাচ!

বেহালা-বাদক : (অন্য সবাইকে চোখ টিপে বলে) ছিয়াত্তর বছর বয়সে তোমার মত এতখানি চাঙ্গা আমি কাউকে দেখি নি, এফ্রায়েম। শুধু তোমার চোখটা যদি আরো একটু ভালো থাকতো—

(একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। সে ক্যাবটকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে) রাস্তা কর,

রাস্তা কর! সারা, তুমি যে দেখছি গীর্জায় বিয়ের কনের মতো হেঁটে চলেছো। তা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। লোকে তো তাই বলে। এবার সাথীকে বাঁয়ে দোলাও। কী কাণ্ড! দেখ, জনিকুককে দেখ, কী রকম লাফ দিয়ে নাচছে! কাল ভুট্টার ক্ষেতে কাজ করার জন্যে ওর খুব বেশী জোর আর অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হচ্ছে না! (সবাই হাসে।)

ক্যাবট : চলুক! চলুক!
(তারপর হঠাৎ আর বেশীক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে সে নাচিয়েদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে—ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দু'হাত ছুঁড়ে বলে ওঠে) তোমরা কেউ কোন কাজের নয়! সর, সর, জায়গা দাও আমাকে। নাচ কাকে বলে দেখাচ্ছি তোমাদের। তোমরা সবাই বড্ড নাজুক!

(সবাইকে সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। ওরা বিড় বিড় করতে করতে অসন্তুষ্ট হয়ে দেয়ালের কাছে সরে যায়।)

বেহালা-বাদক : (বিদ্রূপের সুরে) নাচ, এফরায়েম, নাচ। (সে "পপ গোস দি উইসেল"-এর সুর ধরে। প্রতি চরণের শেষে সে দ্রুততর তালে বেহালা বাজাতে থাকে। শেষে যত দ্রুত তার পক্ষে সম্ভব ততখানি দ্রুত তালে সে পাগলের মতো বাজিয়ে চলে।)

ক্যাবট : (নাচতে আরম্ভ করে। প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ভালোই নাচে সে। কিছুক্ষণ পর ইচ্ছেমত নাচের মধ্যে যে নতুন নতুন জিনিষ ঢোকাতে আরম্ভ করে—অদ্ভূত অবিশ্বাস্য লাফ দেয়, দু'পা শূন্যে তুলে সশব্দে পায়ে পা ঠোকে—সারা শরীর কুঁজো করে রেড ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ নৃত্যের ভঙীতে বৃত্তাকারে লাফাতে থাকে, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দু'পা উর্ধে ছুঁড়ে দেয়। মনে হয় সে সুতোয় বাঁধা বাঁদর। ওর এই অদ্ভূত কাণ্ডকারখানার সঙ্গে সঙ্গে সে অনবরত চেঁচাতে থাকে, অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করে চলে।) হুপ! নাচ

কাকে বলে দেখ। হুপ! দেখেছো নাচ কাকে বলে? ছিয়াত্তর বছরের এক দিন কম না! এখনো লোহার মতো শক্ত! ছোকরাগুলো এখনো সামনে দাঁড়াতে পারে না—কোনদিন যেমন পারেনি। শুধু একবার আমার দিকে দেখ! যেদিন আমার একশো বছর পূর্ণ হবে তখন আমার জন্মদিনে তোমাদের এখানে এসে নাচবার দাওয়াত দিতাম, কিন্তু ততদিনে তোমরা মরে ভূত হয়ে যাবে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সবাই অসুস্থ। তোমাদের হৃদয়ের রং লাল নয়, গোলাপী। তোমাদের শিরায় শুধ কাদা আর পানি প্রবাহিত হয়। এই গোটা অঞ্চলে মানুষ বলতে শুধু একা আমিই আছি। হুপ! হুপ! দেখলে, আমি রেড ইণ্ডিয়ান! তোমাদের জন্মের বহু আগে আমি পশ্চিমে রেড ইণ্ডিয়ানদের হত্যা করেছি, তাদের মুণ্ডু কেটে নিয়েছি। আমার পিঠে এখনো তীরের দাগ দেখাতে পারি। ওরা দল বেঁধে তাড়া করেছিলো। পিঠে তীরের আঘাত নিয়েও ওরা দৌড়ে আমার সঙ্গে পারে নি। আর কী প্রতিশোধই আমি নিয়েছিলাম ওদের ওপর! এক চোখের বদলে দশ চোখ—সেই ছিলো আমার নীতি। হুপ! হুপ্! দেখছো—লাথি মেরে ঘরের ছাদ উড়িয়ে দিতে পারি আমি।

বেহালা-বাদক : (শান্ত হয়ে বাজানো থামায়।) নাঃ, আর পারি না। তোমার গায়ে শয়তানের মতো জোর।

ক্যাবট : (খুশীতে টগবগ করে) তোমাকেও হারিয়ে দিলাম? তা তুমি বেশ বাজিয়েছো কিন্তু। এসো, একপাত্র মদ খাও। (তার নিজের আর বেহালাবাদকের জন্য মদ ঢেলে পান করে। অন্যান্য সবাই নীরবে রুষ্ট শীতল চোখে ক্যাবটকে লক্ষ্য করে। চারিদিকে কিছুক্ষণ চরম নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। বেহালাবাদক বিশ্রাম নেয়। ক্যাবট পিপার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে থাকে। কেমন বিভ্রান্ত ভাবে সে চারপাশে তাকায়।

ওদিকে ওপরের ঘরে এবেন উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই তাকে পাশের শোবার ঘরে দেখা যায়। নিঃশব্দে একটু ভীত-ভাবেই, সে দোলনার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাটাকে দেখে। তার মুখের ভঙ্গী, তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন অস্পষ্ট, তবে তার মধ্যে একটা কোমলতার ভাব, একটা সাগ্রহ আবিষ্কারের চিহ্নও বেশ বোঝা যায়। এবেন দোলনার কাছে এগিয়ে আসতেই এ্যাবি যেন কিছু একটা টের পায়। দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ক্যাবটের কাছে গিয়ে বলে)

এ্যাবি : আমি ওপরে বাচ্চার কাছে যাচ্ছি।

ক্যাবট : (আন্তরিক মমতার সঙ্গে বলে) সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবে তো ? আমি তোমার সঙ্গে আসবো, এ্যাবি ?

এ্যাবি : না, আমি নিজেই পারবো। এক্ষুণি ফিরে আসবো আমি।

ক্যাবট : দেখ, বেশী পরিশ্রম করো না। মনে রেখো—ওর তোমাকে দরকার—আমাদের ছেলের তোমাকে না হলে চলবে না। (ওর পিঠে হাত দিয়ে তাকে আদর করে, সস্নেহে হাসে। এ্যাবি যেন বিতৃষ্ণার সঙ্গে তার কাছ থেকে সরে আসে।)

এ্যাবি : আমাকে—ছুঁয়ো না। আমি উপরে চললাম। (সে বেরিয়ে যায়। ক্যাবট তার পেছন পেছন তাকিয়ে থাকে। সারা ঘরে একটা ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাবট ঘুরে তাকায়। মুহূর্তের মধ্যে গুঞ্জন থেমে যায়। তার কপাল ঘামে ভরে গেছে। সে ঘাম মুছে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে।)

ক্যাবট : আমি একটু বাইরে খোলা হাওয়ায় যাচ্ছি। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কই হে, বাজাও! তোমরা সব নাচো। মদ খেতে চাইলে এখানে মদ রয়েছে। স্ফূর্তি কর। আমি এখুনি আসছি।

বেহালা-বাদক : (ব্যঙ্গভরে) আমাদের জন্যে তাড়াহুড়ো করো না। (চাপা হাসির শব্দ হয়। সে এ্যাবির অনুকরণ করে বলে) এবেন গেল কোথায় ? (আরো হাসি)।

একটি মহিলা : (উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে) এ বাড়ীতে যা ঘটেছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

(ওপরে সিঁড়ির পাশে দরজার কাছে এ্যাবিকে দেখা যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে এবেনের দিকে তাকায়। এবেন ওকে দেখে না।)

একটি পুরুষ : চুপ চুপ। ও হয়ত দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে।

(ওদের উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তা বন্ধ হয়ে প্রচণ্ড ফিস ফিস গুঞ্জনে পরিণত হয়। এই রসালো কেচ্ছার প্রভাবে সবার মুখে একটা একাগ্র তন্ময় ভাব ফুটে ওঠে। মরা ডালপালার ওপর বাতাস খেলা করলে যে রকম শব্দ হয় ঘর থেকে সেই রকম একটা শব্দ ওঠে। ক্যাবট বারান্দা দিয়ে বাইরে এসে, গেটের গায়ে হেলান দিয়ে, আকাশের দিকে মিটমিট করে তাকায়। ওদিকে এ্যাবি নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে। একেবারে কাছে চলে আসার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত এবেন ওকে লক্ষ্য করে না।)

এবেন : (চমকে উঠে বলে) এ্যাবি !

এ্যাবি : শ্ স্ গ্ । (সে ওকে জড়িয়ে ধরে। উভয়ে পরস্পরকে চুম্বন করে একসঙ্গে দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে।) কী সুন্দর হয়েছে, তাই না ? হুবহু তোমার মতো !

এবেন : (খুশী হয়ে) সত্যি ? আমি কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু।

এ্যাবি : অবিকল তোমার মতো !

এবেন : (ভ্রূ কুঁচকে বলে) এ কিন্তু আমার ভালো লাগে না। যা আমার জিনিষ তা ওর বলে চালু হতে দিতে আমার

একটুও ভালো লাগে না। চিরটা কাল আমাকে তাই করতে হয়েছে। আর আমার এ সহ্য হয় না।

এ্যাবি : (ওর ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে বলে) আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, এবেন। আমাদের একটু ধৈর্য্য ধরতেই হবে। একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে তুমি দেখো। (আবার ওকে আলিঙ্গন করে বলে) এবার আমাকে যেতে হবে।

এবেন : আমি বাইরে যাচ্ছি। এই গান বাজনা হাসি তামাশা আমার অসহ্য লাগছে।

এ্যাবি : ছিঃ, মন খারাপ কোরো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, এবেন। এসো, আমাকে চুমু খাও। (এবেন ওকে চুমু খায়। ওরা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে থাকে।)

ক্যাবট : (গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব নিয়ে বলে) এত গান বাজনা—কিন্তু কিছুই এটাকে দূর করতে পারছে না—কি যে তাও বুঝতে পারছি না আমি। মনে হয় দেবদারু গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে, ছাদ বেয়ে উপরে উঠছে, চুপি চুপি ধোঁয়া বেরুবার পাইপ দিয়ে নীচ নেমে আসছে, কোণায় কোণায় খোঁচা মারছে। বাড়ী ঘরে কোন শান্তি নেই, মানুষের সঙ্গে বাস করে বিশ্রাম পাওয়া অসম্ভব। কিছু একটা সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। (একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে) যাই গোলাবাড়ীতে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি। (ক্লান্ত পায়ে সে গোলাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।)

বেহালা-বাদক : (তার যন্ত্রে সুর তুলতে তুলতে বলে) হতভাগা বুড়োটাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে! এসো, এই আনন্দে একটু স্ফূর্তি করা যাক। ও ব্যাটা গেছে, এখনই মজা করার সুযোগ।

("টার্কি ইন দি স্ট্র"-র সুর বাজায়। এবার সত্যিকার আনন্দ উল্লাসের পরিবেশ গড়ে ওঠে। তরুণ তরুণীরা নাচবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আধ ঘণ্টা পরে। খামারবাড়ীর বাইরে। এবেন গেটের পাশে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। একটা বোবা ব্যথায় তার মুখের ভাব অস্থির, বিভ্রান্ত। ক্যাবট গোলাবাড়ীর দিক থেকে ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসে। তার চোখ মাটির ওপর নিবদ্ধ। এবেনকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবভঙ্গীতে একটা পরিবর্তন আসে। সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, একটা নিষ্ঠুর বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এসে সে এবেনের পিঠে চাপড় মারে। বাড়ীর ভেতর থেকে বেহালার আর্তনাদ, নাচের শব্দ, আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।)

ক্যাবট ঃ তাহলে তুমি এইখানে!

এবেন ঃ (চমকে উঠে এক মুহূর্তের জন্য ঘৃণাভরে ওর দিকে তাকায়। তারপর নিস্পৃহ স্বরে বলে) হ্যাঁ।

ক্যাবট ঃ (ওকে ভালো করে দেখে ঠাট্টার স্বরে বলে) নাচের ওখানে যাও নি কেন? সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।

এবেন ঃ করুক গে!

ক্যাবট ঃ বহু সুন্দরী মেয়ে এসেছে।

এবেন ঃ চুলোয় যাক ওরা!

ক্যাবট ঃ ওদের কাউকে তোমার চটপট বিয়ে করে ফেলা উচিত।

এবেন ঃ না আমি কাউকে বিয়ে করছি না।

ক্যাবট ঃ বিয়ে করলে তার জমিজমার অংশ পেতে।

এবেন ঃ (ব্যঙ্গভরে) যেমন তুমি পেয়েছিলে, কি বল? না, আমি ওধরণের লোক নই।

ক্যাবট ঃ (খোঁচাটা গায়ে লাগে) তুমি মিছে কথা বলছ। তোমার মায়ের আত্মীয়-স্বজনরাই আমার কাছ থেকে আমার ক্ষেত খামার চুরি করে নিতে চেয়েছিলো।

এবেন : লোকে সে কথা বলে না। (একটু চুপ করে থেকে বে-পরোয়া ভঙ্গীতে বলে) তাছাড়া আমার জমিজমা আছে।

ক্যাবট : (অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে) কোথায় ?

এবেন : (মাটিতে পা ঠুকে বলে) এইখানেই !

ক্যাবট : (প্রচণ্ড শব্দে হো হো করে হেসে ওঠে) হো হা হো ! এইখানেই তোমার জমিজমা আছে, এ্যঁা ? বেশ, বেশ। এটা বেশ বলেছো কিন্তু !

এবেন : (নিজেকে কষ্টে সম্বরণ করে গম্ভীরভাবে বলে) নিজেই দেখতে পাবে !

ক্যাবট : (সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকায়—ওর মতলবটা বুঝতে চেষ্টা করে। একটু চুপ করে থাকে। তারপর ওর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে) বেশ, তাই দেখবো। তুমিও দেখবে। তুমি অন্ধ, এবেন, মাটির নীচের ইঁদুরের মতোই অন্ধ তুমি। (হঠাৎ এবেন হেসে ওঠে—একটা ছোট্ট জান্তব বিদ্রূপের হাসি : "হা"। তারপর একটুক্ষণ সব চুপচাপ। নতুন সন্দেহের চোখ নিয়ে তাকে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করে ক্যাবট বলে) হাসছো কি জন্যে ? (এবেন কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। ক্যারট এবার রেগে ওঠে।) সত্যি, তুমি একটা খাঁটি বুদ্ধু ! তোমার ওই মোটা মাথার নীচে কিচ্ছু নেই—শুধু ফাঁকা আওয়াজ। একটা শূন্য পিপার মতো তোমার ওই মাথাটা। (এবেন যেন কিছুই শুনতে চায় না। ক্যাবটের রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে) তোমার জমিজমা ! হা ঈশ্বর ! তুমি যদি একটা জন্মগাধা না হতে তবে বুঝতে যে এই ক্ষেতখামারের একটা খড়ের টুকরা, একটা পাথরের নুড়ি, কোনদিন তোমার হবে না—বিশেষ করে এখন, ওই ছেলে হবার পরে। এই ক্ষেতখামার সব ওর—আমার মৃত্যুর পর সব ওই পাবে। কিন্তু আমি এখনো অনেকদিন বাঁচবো —শুধু তোমাদের সবাইকে বেকুব বানাবার জন্যেই আমি একশো বছর অবধি

বেঁচে থাকবো--ততদিনে ও বড় হয়ে যাবে--এখন তোমার যে-বয়স প্রায় তত বড় হবে! (এবেন আবার বিদ্রূপের হাসি হাসে। এবার ক্যাবট ক্ষেপে যায়।) হাসছ? ভাবছ কোন রকমে নিজের মতলব তুমি হাসিল করবেই? কিন্তু তা হবে না। এই ক্ষেতখামার এ্যাবিও দেখবে--সে তোমার সব জারিজুরি জানে। ওর কাছে তোমার কোন চালাকি খাটবে না। ওকে ফাঁকি দেওয়া তোমার সাধ্য নয়। সে নিজেই এই ক্ষেতখামার নিজের নামে করে নিতে চায়। এই ব্যাপারে তোমাকেই তার ভয়। ও-ই আমাকে বলে দিয়েছে তুমি কেমন চুপি চুপি ওর সঙ্গে প্রেম করে ওকে তোমার দলে ভিড়াতে চেষ্টা করেছিলে . . . হুঁঃ! . . . তুমি একটা পাগল, একটা আস্ত গাধা! (ওকে প্রায় মারবার জন্য হাত তোলে।)

এবেন ঃ (রাগে প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ--ক্যাবটের দিকে ফিরে দাঁড়ায়।) মিথ্যে কথা! এ্যাবি কক্ষণো তোমাকে ওসব কথা বলে নি।

ক্যাবট ঃ (এবেনকে বিচলিত হতে দেখে হঠাৎ উল্লাসে ফেটে পড়ে।) বলেছে সে। সেকথা শুনে আমি বলেছি যে আমি মেরে হতভাগার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো, খুন করে ফেলবো ওকে। তখন এ্যাবিই বললো যে না, ওরকম করার কোন মানে হয় না--তোমার জায়গায় ক্ষেতখামারের কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে? তারপর সে বললো যে আমার আর ওর একটা ছেলে হওয়া খুব দরকার। এ্যাবি বললো যে সে ভালো করেই জানে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব। সে কথা শুনে আমি বললাম--আমাদের যদি ছেলে হয়, এ্যাবি, তবে তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেবো। ও বললো, এবেনকে তুমি এই সম্পত্তির মালিকানা থেকে বাদ দিয়ে দাও, যাতে তোমার মৃত্যুর পর এই ক্ষেতখামার সব আমার হয়! (ভয়ঙ্কর উল্লাসের সঙ্গে বলে চলে) আর ঠিক তাই হয়েছে, কি বল? সব ক্ষেতখামার এখন ওর--

আর ওই পথের ধুলো হচ্ছে তোমার। হা—হা—হা। এখন কে হাসছে? এঁ্যা?

এবেন : (রাগে দুঃখে এতক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে শুনছিলো। হঠাৎ পাগলের মতো হেসে উঠে ভাঙা গলায় বলে) হা—হা—হা! তাহলে আগাগোড়া সে এই খেলাই খেলছিলো! ঠিক প্রথমে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম —এই সব কিছু গিলবার মতলব—আমাকে শুদ্ধু। . . . (পাগলের মতো বলে ওঠে) আমি ওকে খুন করবো! (সে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু ক্যাবট আরো দ্রুত গতিতে সরে গিয়ে ওকে বাধা দেয়।)

ক্যাবট : না!

এবেন : আঃ, সরে দাঁড়াও বলছি! (ক্যাবটকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করে। দু'জনের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখতে দেখতে একটা মারাত্মক সংঘর্ষের রূপ নেয়। বুড়োর কেন্দ্রীভূত সংহত শক্তির সামনে এবেন দাঁড়াতে পারে না। ক্যাবট এক হাতে এবেনের গলা টিপে ধরে পাথরের দেয়ালের গায়ে তাকে ঠেসে ধরে। ঠিক সেই মুহূর্তে এ্যাবি বারান্দায় বেরিয়ে আসে। একটা অস্ফুট চীৎকার করে সে ওদের দিকে ছুটে যায়।)

এ্যাবি : এবেন! এফরায়েম! (এবেনের গলার ওপর টিপে ধরা ক্যাবটের হাত ধরে সে টানাটানি করে।) আঃ এফরায়েম, ছেড়ে দাও। তুমি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলছো!

ক্যাবট : (এবেনের গলা ছেড়ে দিয়ে ওকে ঘাসের ওপর সটান ছুঁড়ে ফেলে হাঁপাতে থাকে। তারও নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম। এ্যাবি চীৎকার করে উঠে এবেনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কোলের ওপর তার মাথাটা টেনে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু এবেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখে উৎকট বিজয়ের ভঙ্গী নিয়ে ক্যাবট ওদের লক্ষ্য করে।) তুমি অত ব্যস্ত না হলেও পারতে এ্যাবি। আমি

ওকে মেরে ফেলতে চাই নি। খুন করে ফাঁসী যাওয়ার উপযুক্ত ও নয়! (ক্রমর্দ্ধমান উল্লাসের সঙ্গে বলে চলে) আমার বয়স ছিয়াত্তর আর এখনো ওর ত্রিশ পুরো হয়নি। ভেবেছিলো বাবাকে খুব সহজে কাত করে ফেলবে! এখন ওর অবস্থাটা একবার দেখ! আমাকে এঁটে ওঠা অত সহজ নয়, বুঝলে! আর ওই যে বাচ্চাটা ওপরে শুয়ে আছে—ওকে আমার মতো করে গড়ে তুলবো আমি। (চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়) যাই, একটু নাচ গানে যোগ দিয়ে উৎসব করা যাক। (বারান্দার ওপরে ওঠে। তারপর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে) আমার মনে হয় না ব্যাটার গায়ে আর কোন জোর আছে কিন্তু যদি বদমায়েশী করার লক্ষণ দেখো, তবে একটা ডাক দিও, এ্যাবি। আমি ছুটে এসে ছেলেবেলার মত এমন বেত লাগাবো বাছাধনকে—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

(হাসতে হাসতে সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। একটু পরেই তার গলার হুপ্ হুপ্ ধ্বনি শোনা যায়।)

এ্যাবি : (কোমল কণ্ঠে বলে) এবেন, খুব লেগেছে তোমার? (সে ওকে চুমু খেতে চেষ্টা করে কিন্তু এবেন তাকে সজোরে ঠেলে সরিয়ে দেয়—তারপর উঠে বসতে চেষ্টা করে।)

এবেন : (হাঁপাতে হাঁপাতে রুদ্ধকণ্ঠে বলে) জাহান্নামে যাও তুমি!

এ্যাবি : (নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না) এবেন, আমি এ্যাবি—তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না?

এবেন : (ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে) হ্যাঁ—চিনতে পারছি বৈকি—এখন পারছি!
(সে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে।)

এ্যাবি : (ভীতভাবে বলে ওঠে) এবেন, কি হয়েছে? তুমি ওভাবে আমার দিকে তাকালে কেন? মনে হল তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

এবেন : (কান্নার মাঝখানেই হাঁপাতে হাঁপাতে হিংস্র কণ্ঠে বলে) করি, করি, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি একটা চতুর কুটিল বেশ্যা !

এ্যাবি : (অবাক হয়ে, মর্মাহত হয়ে, সে পিছু হটে আসে।) এবেন, কি বলছ তুমি পাগলের মতো ?

এবেন : (উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতে অভিযোগের স্বরে বলে) তুমি একটা মিথ্যার জাহাজ ছাড়া আর কিছু নও। প্রথম থেকে তুমি আমার কাছে শুধু মিথ্যা কথাই বলে এসেছো—দিনরাত, সারাক্ষণ ! তোমার প্রতিটি কথা মিথ্যা ! তুমি সব সময় বলে এসেছো তুমি আমাকে ভালোবাসো—

এ্যাবি : (পাগলের মতো) সত্যিই আমি তোমাকে ভালোবাসি, এবেন। (সে ওর হাত ধরে কিন্তু এবেন তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

এবেন : (এ্যাবির কথায় কান দেয় না) তুমি আমাকে একটা গাধা বানিয়েছো। ইচ্ছে করে তোমার মতলব হাসিলের জন্য তুমি আমাকে বেকুব বানিয়েছো। গোড়া থেকে তুমি তোমার শয়তানী চাল খেলেছো, কেমন করে এই জমিজমা গ্রাস করবে তার মতলব ভেঁজেছো—আমাকে ভালোবাসার ভাণ দেখিয়ে বশ করেছো যাতে তোমার ছেলে হয়। তখন ভাববে তার ছেলে হয়েছে। আর আগে থাকতে তুমি বুড়োর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো যে ছেলে হলে সে তার সব ক্ষেতখামার তোমাকে লিখে দেবে, আমাকে দেবে শুধু উনুনের ছাই ! (প্রচণ্ড বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত চোখ নিয়ে তার দিকে তাকায়।) তুমি নিশ্চয়ই একটা রাক্ষসী—কোন মানুষের পক্ষে এতখানি খারাপ হওয়া সম্ভব নয়।

এ্যাবি : (দিশেহারা হয়ে যায়। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে) ও তোমাকে বলেছে এইসব কথা— ?

এবেন : কেন, একি সত্য নয় ? এখন আর মিছে কথা বলে তোমার কোন লাভ হবে না।

এ্যাবি : (কাতর অনুনয়ের স্বরে বলে) এবেন শোনো—তোমাকে শুনতেই হবে—এসব অনেকদিন আগের কথা—তখনো আমরা কিছু করিনি—তুমি তখন আমাকে দু'চোখে দেখতে পারতে না—মিনের কাছে যাতায়াত করতে—আর আমি তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। তোমার ওপর শুধু শোধ তোলার জন্যে আমি ওর কাছে ওসব কথা বলেছিলাম।

এবেন : (এ্যাবির কথায় কর্ণপাত না করে যন্ত্রণাদগ্ধ প্রগাঢ় আবেগ-ভরা গলায় বলে) এর চাইতে তুমি কেন মরে গেলে না ! এর আগেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যদি মরে যেতাম তবে ভালো হ'ত ! (প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে বলে) কিন্তু আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো ! আমি মাকে ডাকবো সে যেন ফিরে এসে আমাকে সাহায্য করে—যেন তোমাকে আর বুড়োকে কঠিন অভিশাপ দেয় !

এ্যাবি : (ভেঙে পড়ে) না, এবেন, না। (ওর সামনে হাঁটু গেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে) আমি কখনো তোমার ক্ষতি করতে চাইনি, এবেন। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বল করলে ?

এবেন : (যেন ওর কথা শুনতেই পায় না। (তীব্র কণ্ঠে বলে) বুড়োটাকে আর তোমাকে আমি আচ্ছা শিক্ষা দেবো ! যে ছেলে নিয়ে তার এত গর্ব সেই ছেলের সব কথা ওকে আমি বলে দেবো। তারপর আমি তোমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাবো -- তোমরা দু'জন কামড়াকামড়ি করবে, পরস্পরের জীবন বিষাক্ত করে তুলবে—আর রাতের বেলা মা তার কবর থেকে উঠে আসবে। আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনিতে চলে যাবো—সিম আর পিটার যেখানে গেছে !

এ্যাবি : (ভীষণ ভীত হয়ে বলে) না, না, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না!

এবেন : (হিংস্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলে) বলছি আমি যাবোই। আমি ওখানে গিয়ে অনেক টাকা কোরবো। তারপর একদিন ফিরে এসে যে খামার বুড়ো চুরি করে নিয়েছে তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে তোমাদের দু'জনকে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দেবো। তোমরা ওই ছেলে সঙ্গে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে, বনে জঙ্গলে শোবে--তারপর উপোস করতে করতে শুকিয়ে মরবে! (কথার শেষ দিকে এবেন প্রায় পাগলের মতো হয়ে যায়।)

এ্যাবি : (ওর সারা শরীর কেঁপে ওঠে। মিনতির স্বরে বলে) ও তোমারও ছেলে, এবেন।

এবেন : (যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে) ও না জন্মালেই ভালো হত! এখুনি এই মুহূর্তে কেন ওর মরণ হয় না? ওকে যদি কোনদিন না দেখতে হ'ত তাহলেই ভালো ছিলো! ওরই জন্যে তো সব এই রকম হ'ল! তুমি ইচ্ছে করে সম্পত্তির লোভে ছেলের জন্ম দিলে—তাইতেই তো সব ওলট-পালট হয়ে গেল!

এ্যাবি : (কোমল গলায়) ছেলে হবার আগে আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম—একথা তুমি বিশ্বাস করতে—করতে না?

এবেন : হ্যাঁ, গাধার মতো তখন সেকথা বিশ্বাস করেছিলাম।

এ্যাবি : আর এখন বিশ্বাস কর না?

এবেন : একটা মিথ্যেবাদী চোরের কথা বিশ্বাস করব?

এ্যাবি : (কেঁপে ওঠে, তারপর বিনম্র গলায় বলে) আগে তুমিও সত্যি করেই আমাকে ভালোবেসেছিলে?

এবেন : (ভেঙ্গে পড়ে) হ্যাঁ—আর তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছিলে!

এ্যাবি : এখন আর তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

এবেন : (হিংস্র কণ্ঠে) বলছি তো তোমাকে আমি ঘৃণা করি !

এ্যাবি : আর তুমি সত্যিই আমাকে ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাচ্ছো—সব শুধু ওই ছেলে হবার জন্যে ?

এবেন : আমি সকাল হলেই রওয়ানা দেব—যদি না দিই তবে যেন আমার অনন্ত নরকবাস হয়।

এ্যাবি : (একটু চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে একটা ভয়ঙ্কর শীতল একাগ্রতার সঙ্গে বলে) যদি ওর জন্ম হবার ফলেই আমার এই অবস্থা হয়ে থাকে—তাই যদি তোমার ভালোবাসা ধ্বংস করে থাকে—আমার একমাত্র আনন্দ—জীবনে যে একমাত্র আনন্দের স্বাদ আমি পেয়েছি—যা নাকি স্বর্গের চাইতেও সুন্দর সেই তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয় তাহলে—ওর মা হওয়া সত্বেও —আমিও ওকে ঘৃণা করি !

এবেন : (তিক্ত সুরে) মিথ্যে কথা ! তুমি ওকে ভালোবাসো। ও-ই তোমার হয়ে তোমার জন্যে সব জমিজমা জুটিয়ে দেবে। (ভেঙ্গে পড়ে) কিন্তু এই জমিজমা, ক্ষেত খামার—এ সবার জন্য বেশী ভাবি না—এখন আর ভাবি না—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চালাকী করলে—আমাকে ভালোবাসো এই মিথ্যে কথা বলে আমাকে তোমার প্রেমে পড়ালে—সব শুধু ছেলের জন্যে, ছেলেকে দিয়ে সব সম্পত্তি চুরি করাবার মতলবে !

এ্যাবি : (উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে) ও কিচ্ছু চুরি করবে না ! তার আগে আমি ওকে খুন করবো। আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। আমি তোমার কাছে সে কথা প্রমাণ করবো . . .

এবেন : (কর্কশভাবে বলে) আর মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। আর তোমার কোন কথাতেই আমি কান দিচ্ছি না। (সে ঘুরে দাঁড়ায়।) চললাম—আর তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হবে না।

এ্যাবি : (ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে) এত ভালোবাসবার পর তুমি কি—তুমি কি আমাকে—একটিবার চুমুও খাবে না ?

এবেন : (কঠিন কণ্ঠে বলে) আর জীবনে কখনো তোমাকে চুমু খাবার সাধ আমার নেই। তোমার সঙ্গে যে কোনদিন আমার দেখা হয়েছিল আমি সে কথা ভুলে যেতে চাই।

এ্যাবি : এবেন! না এবেন! একটু দাঁড়াও—শোনো—

এবেন : এবার গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হব—নাচবো।

এ্যাবি : (ওর হাত জড়িয়ে ধরে একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে বলে) আমি যদি তা করতে পারি—বল? যদি ও আর কোনদিন আমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে না দাঁড়াতে পারে—যদি আমি তোমার সামনে প্রমাণ করতে পারি যে আমি কোনদিন তোমার সম্পত্তি চুরি করবার মতলব করি নি—সব যদি আবার ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে যায়—ঠিক আগে আমরা যেমন পরস্পরকে ভালোবাসতাম—ও আসবার আগে যেমন সুখী ছিলাম—একে অন্যকে যেমন চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম—বল—যদি তা করতে পারি তবে আবার তুমি আমাকে ভালোবাসবে? আবার আমাকে তুমি চুমু খাবে? তাহলে আর কোনদিন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না?

এবেন : (বিচলিত হয়ে বলে) বোধ হয় না। (তারপর নিজের বাহুর ওপর থেকে ওর হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বলে) কিন্তু তুমি তো ঈশ্বর নও, নাকি?

এ্যাবি : (উল্লাসভরে বলে) মনে রেখো তুমি কথা দিয়েছো! (অদ্ভুত জোর দিয়ে বলে) হয়ত ঈশ্বরের মতো আমিও একটা জিনিষ তুলে নিতে পারি!

এবেন : (ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে) তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? (তারপর দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলে) আমি নাচে যোগ দিতে চললাম।

এ্যাবি : (ওর পেছনে পেছনে তীব্র কণ্ঠে বলে) আমি তোমার কাছে প্রমাণ করবো—আমি প্রমাণ করবো যে আমি তোমাকেই

বেশী ভালোবাসি—(এবেন চলে যায়, মনে হয় এ্যাবির কথা তার কানে যায় নি। এ্যাবি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই, ওর যাত্রাপথের দিকে চোখ রেখে, মরীয়া হয়ে কথাটা শেষ করে)—দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশী ভালোবাসি!

তৃতীয় দৃশ্য

ঠিক ভোর হবার পূর্ব মুহূর্ত। রান্নাঘর আর ক্যাবটের শোবার ঘর দেখা যায়। এবেন রান্নাঘরে দু'হাতের ওপর চিবুক ন্যস্ত করে বসে আছে। টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। ওর ক্লান্ত শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। মেঝের ওপর তার পাশে কার্পেটের থলি। পাশের শোবার ঘরটি একটা ছোট তিমিমাছের তেলের বাতিতে মৃদু আলোকিত। ক্যাবট ঘুমিয়ে আছে। এ্যাবি দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে কান পেতে শোনে। ওর মুখে আতঙ্কের চিহ্ন কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে একটা মরীয়া হওয়া বিজয়ের অন্তঃশীলা স্রোতও লক্ষণীয়। অকস্মাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ে—মনে হয় দোলনার পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্যাবট ঘুমের মধ্যে অস্থিরভাবে শব্দ করে নড়ে ওঠে। এ্যাবি সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্বরণ ক'রে ভীষণ ভয় পেয়ে দোলনার কাছ থেকে সরে আসে—তারপর দ্রুতপায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই তাকে রান্নাঘরে দেখা যায়। সে এক দৌড়ে এবেনের কাছে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে পাগলের মতো চুমু খায়। এবেন নিজেকে শক্ত করে অবিচলিত ও শীতলভাবে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

এ্যাবি : (পাগলের মতো বলে) এবেন, আমি করেছি! আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি করবো। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি—সব কিছুর চাইতে বেশী ভালোবাসি—আমি

তার প্রমাণ দিয়েছি! আর তুমি কিছুতেই আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না!

এবেন : (নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে) তুমি যাই করে থাক না কেন আর তাতে কিছু লাভ নেই।

এ্যাবি : (পাগলের মতো বলে ওঠে) ওকথা বলো না, এবেন! আমাকে চুমু খাও, এবেন। খাবে না? যে কাজ আমি করে এসেছি এর পর তোমার চুমু আমার বড় দরকার, এবেন—তুমি আমাকে ভালোবাসো একথা আমার শোনা প্রয়োজন!

এবেন : (কোনরকম আবেগ ব্যতীত ওকে চুমু খায়। তারপর নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে) এই আমাদের বিদায়-চুম্বন, এ্যাবি। আমি শিগগীরই রোয়ানা হচ্ছি।

এ্যাবি : না, না, তুমি যেতে পারো না—এখন আর তুমি যেতে পারো না!

এবেন : (আপন ভাবনার খেই ধরে বলে চলে) আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম—না, বাবাকে কিছুই বলবো না আমি। মাকে রেখে গেলাম, সেই তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। বুড়োকে বললে সে-ছোটলোকটা হয়ত বাচ্চার ওপরেই শোধ তুলবে। (নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার কণ্ঠস্বরে আবেগের স্পর্শ লাগে) আমি চাই না ওর কোন ক্ষতি হয়। তোমার দোষের জন্যে সে দায়ী নয়। (তারপর অদ্ভুত একটা গর্বের ভাব নিয়ে বলে) বাচ্চাটা একদম আমার মত দেখতে! আর সত্যিই তো ও আমার। একদিন আমি ঠিক ফিরে আসবো, তখন—

এ্যাবি : (এতক্ষণ সে নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিল। এবেনের একটি কথাও তার কানে যায়নি। অনুনয়ের সুরে সে এবেনকে উদ্দেশ্য করে বলে)

আর এখন তোমার চলে যাবার কোন কারণ নেই—কোন অর্থ নেই—সব আগে যেমন ছিলো তেমনি আছে। যে

কাজ আমি করে এসেছি তারপর আর তোমার আমার মাঝখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই!

এবেন : (এ্যাবির গলার স্বরের একটা কিছু তাকে সজাগ করে তোলে। একটু ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে সে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়।) এ্যাবি, তোমাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছে। কি করেছো তুমি?

এ্যাবি : আমি—আমি ওকে মেরে ফেলেছি, এবেন।

এবেন : (স্তম্ভিত হয়ে) তুমি ওকে মেরে ফেলেছো?

এ্যাবি : (প্রাণহীণ কণ্ঠে) হ্যাঁ।

এবেন : (স্তম্ভিতভাব সামলে নিয়ে হিংস্রভাবে বলে ওঠে) বেশ করেছো—এই তার উপযুক্ত শাস্তি! কিন্তু আমাদের চটপট কিছু একটা করতে হবে যেন দেখে মনে হয় বুড়ো অতিরিক্ত মদ্যপানের পর মাতাল অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে। ও যে কি রকম বেআন্দাজ মাতাল হয়েছিলো সে কথা সবাই বলবে। আমরা সহজেই সে কথা প্রমাণ করতে পারবো।

এ্যাবি : (পাগলের মতো বলে) না! না! ওকে খুন করি নি! (উন্মাদের মতো হাসতে হাসতে বলে) কিন্তু তাইতো আমার করা উচিত ছিলো, তাই না? আমার ওকেই মেরে ফেলা উচিত ছিলো। কেন তুমি আমাকে আগে বলে দাও নি?

এবেন : (আশঙ্কায় পাংশু হয়ে বলে) কি বলছো তুমি? কাকে খুন করেছো তুমি?

এ্যাবি : বুড়োকে না।

এবেন : (তার মুখ বীভৎস রক্তহীন হয়ে যায়) বাচ্চাটাকে—বাচ্চাটাকে তুমি মেরে ফেল নি তো?

এ্যাবি : (প্রাণহীণ কণ্ঠে) হ্যাঁ।

এবেন : (মাটিতে বসে পড়ে) মনে হয় কেউ তাকে আঘাত করেছে। ঘৃণায়, আতঙ্কে, তার স্বর কাঁপতে থাকে।) ওঃ ঈশ্বর! মা, মাগো! কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কেন ওকে বাধা দিলে না?

এ্যাবি : (সহজভাবে বলে) আমাদের প্রথম মিলনের রাতেই তিনি তাঁর কবরে ফিরে গেছেন। মনে নেই তোমার? তারপর থেকে আর তাঁর উপস্থিতি আমি টের পাই নি। (একটু চুপ করে। এবেন দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। তার সারা শরীর কাঁপে। মনে হয় যেন তার ভীষণ জ্বর এসেছে। ক্লান্ত নির্জীব গলায় এ্যাবি বলে চলে) ওর ছোট্ট কচি মুখের ওপর আমি বালিশ চাপা দিয়ে এসেছিলাম। তারপর ও নিঃশ্বাস নিতে না পেরে নিজেই মরে গেল। (সে নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করে।)

এবেন : (শোকের সঙ্গে এবার ক্রোধ যুক্ত হয়।) ও একদম আমার মত দেখতে হয়েছিলো। রাক্ষুসী, ও ছিলো আমার!

এ্যাবি : (ভেঙ্গে পড়ে ধীরে ধীরে বলে) আমি এ কাজ করতে চাই নি, এবেন। একাজ করতে হচ্ছে বলে নিজেকে আমি ঘৃণা করেছি। আমি সত্যি ওকে ভালোবেসেছিলাম। এমন সুন্দর হয়েছিলো দেখতে—অবিকল তোমার চেহারা। কিন্তু আমি যে তোমাকে ওর চাইতেও বেশী ভালোবাসি, এবেন। তুমি চলে যাবে—কত দূরে--এমন এক জায়গায় চলে যাবে যে তোমার সঙ্গে আর জীবনে কোনদিন দেখা হবে না, আর কোনদিন তুমি আমাকে চুমু খাবে না, কোনদিন আর আমি তোমার নিবিড় আলিঙ্গনের স্পর্শ পাবো না--তারপর তুমি বললে যে ওর জন্মের জন্যই তুমি আমাকে ঘেন্না কর--বললে যে ওকে তুমি দু'চোখে দেখতে পারো না, ও মরে গেলেই তুমি খুশী হও--বললে ও যদি মাঝখানে এসে না দাঁড়াতো তাহলে আমরা আগে যেমন ছিলাম তেমনি থাকতে পারতাম।

এবেন : (আর সে সহ্য করতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রোধে লাফিয়ে উঠে মারমুখী হয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। ওর চঞ্চল আঙ্গুলগুলো যেন তার গলা টিপে ধরতে চায়।) তুমি মিছে কথা বলছ! আমি কক্ষনো বলি নি—আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে তুমি—ওর কড়ে আঙ্গুলে ব্যথা দেবার আগে আমি আমার নিজের মাথা কেটে ফেলতাম!

এ্যাবি : (জানু পেতে বসে গভীর অনুনয়ের সুরে মিনতি করে বলে) এবেন, ওরকম করে আমার দিকে তাকিও না। ওরকম ঘৃণার চোখে আমার দিকে দেখো না। আমি যা করেছি তোমার জন্যে করেছি—আমাদের উভয়ের জন্য করেছি—যাতে আবার আমরা সুখী হতে পারি। এরপর আর তুমি—

এবেন : (এবার ভয়ঙ্কর ক্ষেপে যায়) আঃ, চুপ কর! নইলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো। তোমার সব শয়তানী এবার আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—এখন তোমার খুনের জন্য তুমি আমাকে দোষী করতে চাও!

এ্যাবি : (অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে দু'হাতে নিজের কান চাপা দিয়ে বলে) না, এবেন, না! আর বলো না ওরকম করে! (ওর পা জড়িয়ে ধরে।)

এবেন : (হঠাৎ ওর ভাবভঙ্গীতে ক্রোধের জায়গায় একটা প্রচণ্ড ঘৃণা মিশ্রিত আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে এ্যাবির ছোঁয়া বাঁচাবার জন্য পিছনে সরে এসে বলে) আমাকে ছুঁয়ো না বলছি! তুমি বিষ! কেমন করে তুমি একাজ করতে পারলে? একটা অসহায় ছোট্ট শিশুকে খুন করলে? নিশ্চয়ই জাহান্নামের দুয়ারে নিজের আত্মা বিকিয়ে দিয়েছো তুমি! (হঠাৎ আবার ক্ষেপে উঠে বলতে থাকে) হ্যাঁ! কেন তুমি একাজ করলে এখন বুঝতে পারছি! এক্ষুণি যে এক গাদা মিথ্যা কথা বললে সে সব কিছু নয়—আসলে তুমি আবার চুরি করার মতলবে

ছিলে--শেষ যে একমাত্র জিনিষ আমার বলতে অবশিষ্ট ছিলো তাও তুমি চুরি করে নিতে চেয়েছো—ওর মধ্যে আমার যে অংশ—না, না, অংশ নয়, ওর সবটুকুই ছিলো আমার—তুমিই তো দেখেছো ও অবিকল আমার মত দেখতে হয়েছিলো--তুমি বেশ বুঝতে পেরেছিলে যে ওর সবটুকুই আমার—আর এ তুমি সহ্য করতে পারনি। তোমাকে তো আমি ভালো করেই চিনি। ও যে সম্পূর্ণ আমার সেই হিংসাতেই তুমি ওকে মেরে ফেলেছো! (এই সব কাণ্ড কারখানা এবেনের প্রায় মাথা খারাপ করে দিয়েছে। সে ওর পাশ দিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে যায়--তারপর দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে নিজের দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে হিংস্র ভঙ্গীতে বলে) কিন্তু এইবার আমি প্রতিশোধ নেবো! এই আমি শেরিফকে ডাকতে চললাম। আমি ওকে সব কিছু বলে দেবো। তারপর "ক্যালিফোর্নিয়ার পথে পাড়ি দিলাম" গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আমি চলে যাবো—সোনা—সোনার সিংহ-দরজা—সোনালী সূর্য্য—পশ্চিমের সোনা ছড়ানো মাঠে! (শেষের কথা ক'টি কিছুটা চীৎকার করে, কিছুটা খাপছাড়া গানের স্বরে বলে ওঠে। তারপর হঠাৎ স্বর পাল্টে তীব্র কণ্ঠে বলে) তোমাকে ধরবার জন্য আমি এখুনি শেরিফকে ডেকে আনছি। আমি চাই যে তিনি এসে তোমাকে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরেন—আমার কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে নেন। তোমার দিকে আমি তাকাতে পারছি না! খুনী হও, চোর হও, যাই হও না কেন--এখনো তোমার আকর্ষণ আমি অনুভব না করে পারছি না। তোমাকে শেরিফের হাতেই আমি সোপর্দ্দ করবো। (সে ছুটে বেরিয়ে যায়। তাকে দেখা যায় বাড়ীর কোণা ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদতে কাঁদতে মাতালের মতো টলতে টলতে রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে।)

এ্যাবি : (লাফিয়ে উঠে দৌড়ে দরজার কাছে যায়। ওর পেছন পেছন চীৎকার করে ডাকে) এবেন, তোমাকে আমি ভালো-

বাসি। তোমাকে আমি ভালোবাসি, এবেন। (দরজার কাছে এসে সে থেমে পড়ে। দুর্বলভাবে সে দুলতে থাকে। মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাবে। তারপর বলে) তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, এবেন—আমার তাতে কিছু আসে যায় না—শুধু আবার যদি তুমি আমায় ভালোবাসো—(অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রায় এক ঘণ্টা পরে। গত দৃশ্যের মতোই রান্নাঘর এবং ক্যাবটের শোবার ঘর দেখা যায়। সকাল হয়েছে—সূর্য্যোদয়ের অপরূপ শোভায় সারা আকাশ ঝলমল করছে। রান্নাঘরে এ্যাবি টেবিলের কাছে বসে আছে। তার সমস্ত শরীর অসাড় ক্লান্ত অবসন্ন। হাতের ওপর মাথা নামিয়ে সে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার মুখ দেখা যায় না। ওপরতলায় ক্যাবট তখনো ঘুমিয়ে। হঠাৎ চমকে উঠে সে জেগে যায়। জানালার দিকে তাকিয়ে সে একটা বিস্ময় ও বিরক্তির আওয়াজ করে ওঠে। তারপর গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরতে আরম্ভ করে। তার ধারণা এ্যাবি ঘরেই আছে। পিছন দিকে না ফিরেই সে এ্যাবিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে থাকে।

ক্যাবট : উঃ, কী কাণ্ড! পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমি কোনদিন এত বেলা অবধি ঘুমাই নি। মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ হল সূর্য্য উঠে গেছে। নিশ্চয়ই অত নাচা আর মদ খাবার ফল। ঠিকই বয়স হচ্ছে আমার। আশা করি এবেনটা এতক্ষণে কাজে চলে গেছে। তুমি আমাকে একটু কষ্ট করে ডেকে দিলে পারতে, এ্যাবি। (ঘুরে তাকায়। কাউকে না দেখে অবাক হয়ে বলে) সে কি, ও গেল কোথায়? বোধ হয় খাবার তৈরী করতে গেছে। (পা টিপে টিপে দোলনার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশ একটু

গর্বের ভাব নিয়ে বলে) সুপ্রভাত, বাপী। বাঃ, কী রকম ছবির মতো সুন্দর! খুব ঘুমুচ্ছে। বেশীর ভাগ বাচ্চার মতো রাতভর ও কাঁদে না। (সে ধীরে ধীরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখা গেল। এ্যাবিকে দেখতে পেয়ে সে খুশী গলায় বলে) তাই বল, তুমি এইখানে। কিছু রান্না করলে?

এ্যাবি : (নড়ে না) না।

ক্যাবট : (ওর কাছে এসে সহানুভূতির সঙ্গে বলে) কি, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

এ্যাবি : না।

ক্যাবট : (ওর কাঁধে হাত দিয়ে আদর করে। এ্যাবি শিউরে ওঠে) তুমি বরং খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো গিয়ে। (তারপর ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে বলে)
শিগগীরই তোমার ছেলের তোমাকে দরকার হবে। যে রকম ঘুমুচ্ছে তাতে বেশ বুঝতে পারছি প্রচণ্ড খিদে নিয়ে জেগে উঠবে।

এ্যাবি : (শিউরে ওঠে। তারপর মৃত গলায় বলে) ও আর কখনও জেগে উঠবে না।

ক্যাবট : (হাসে) আজ ভোরে ওর ঠিক আমার দশা পেয়েছে। এত ঘুম আমি গত—

এ্যাবি : ও মরে গেছে।

ক্যাবট : (ওর দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়) কি বললে?

এ্যাবি : আমি ওকে মেরে ফেলেছি।

ক্যাবট : (পিছু সরে আসে। স্তম্ভিত হয়ে বিবনী গলায় বলে) কি ব্যাপার? তুমি কি মদ খেয়েছো নাকি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল?

এ্যাবি : (হঠাৎ মুখ তুলে ওর দিকে ফিরে পাগলের মতো বলে ওঠে) বলছি আমি ওকে মেরে ফেলেছি! নিঃশ্বাস বন্ধ

করে ওকে আমি খুন করেছি। বিশ্বাস না হলে ওপরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসো। (ক্যাবট এক মুহূর্ত ওকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে ওঠবার শব্দ শোনা গেল। ক্যাবট দৌড় দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দোলনার কাছে ছুটে যায়। এ্যাবি নির্জীবের মতো আবার তার পূর্ব ভঙীতে ফিরে যায়। ক্যাবট দোলনার মধ্যে বাচ্চার গায়ে হাত দিয়ে দেখে। তার মুখে ভয় আর বিভীষিকার চিহ্ন ফুটে ওঠে।)

ক্যাবট : (কাঁপতে কাঁপতে সরে আসে) উঃ, কী সাংঘাতিক! (সে কোনরকমে ঘর ছেড়ে পালায়। একটু পরেই আবার সে রান্নাঘরে এসে ঢোকে। এ্যাবির কাছে এসে বিমূঢ় মুখে ভাঙা গলায় সে বলে) কেন, কেন তুমি একাজ করলে? (কোন উত্তর না পেয়ে ক্যাবট শক্ত হাতে তার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়।) আমি জানতে চাই কেন তুমি একাজ করলে? বল! ভালো চাও তো বল, নইলে--!

এ্যাবি : (হঠাৎ তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধের সঙ্গে বলে) খবরদার তুমি আমাকে ছোঁবে না বলছি। ওর সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করবার তোমার কি অধিকার আছে? ও তোমার ছেলে নয়। কি করে ভাবলে যে আমি তোমার ছেলের জন্ম দেবো? তার আগে বরং আমি মৃত্যু বরণ করতাম! আমি তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না—কোনদিন পারিনি। মাথায় কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকলে আমার তোমাকেই খুন করা উচিত ছিলো। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। আমি এবেনকে ভালোবাসি। প্রথম দিন থেকেই আমি ওকে ভালোবেসেছি। আর ও ছিলো আমাদের ছেলে--আমার আর এবেনের--তোমার না।

ক্যাবট : (বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কষ্ট করে, যেন শব্দ খুঁজে

খুঁজে, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে) এইবার বুঝেছি—এইটেই টের পাচ্ছিলাম—বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতো—আর তুমি মিথ্যে করে বলতে তোমার পেটে সন্তান এসেছে—ওকথা বলে নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে—(চুপ করে যায়। তারপর অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে বলে) বেচারা ঠিকই মরে গেছে। হতভাগা শিশু ! (চোখের পাতা টিপে এক বিন্দু অশ্রু নিরোধ করে—জামার হাতায় নাক মোছে।)

এ্যাবি : (পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে) না, না, ওরকম করো না ! (অঝোর ধারায় সে কাঁদতে থাকে।)

ক্যাবট : (প্রচণ্ড চেষ্টায় সে নিজেকে সংযত করে। তার সারা শরীর যেন একটা কঠিন রেখায় পরিণত হয়—মুখ যেন পাথরের মুখোশ। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে) আমাকে পাথরের মত হতে হবে—বিচারকের ন্যায়-দণ্ডের মতো হতে হবে আমাকে। (একটু চুপ করে থাকে। তারপর নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিজের আয়ত্বে এনে কর্কশ কণ্ঠে বলে) ও যদি সত্যিই এবেনের ছেলে হয়ে থাকে তবে ও যে গেছে তাতে আমি খুশীই হয়েছি। কে জানে আমার মনে হয়ত সারাক্ষণই এরকম একটা সন্দেহ ছিল। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে—কোন এক জায়গায়—বাড়ীটা কেমন নির্জন সঙ্গীহীন হয়ে উঠেছিলো—আর ঠাণ্ডা—আমাকে গোলাবাড়ীর দিকে যেন ঠেলে দিচ্ছিলো—মাঠের ওই পশুগুলোর কাছে। হ্যাঁ . . . । কিছু একটা সন্দেহ আমার মনে ঠিকই জেগেছিলো। তুমি আমাকে পুরোপুরি ফাঁকি দিতে কখনো পার নি। আমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত—আমার এই বয়সে-ডালের মাথায় পাকা ফলের মতো আমি . . . । (হঠাৎ খেয়াল হয় যে সে আসল কথা বাদ দিয়ে আবোল তাবোল বকছে। মুখ তুলে সোজা হয়ে ক্যাবট মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়ে এ্যাবির দিকে তাকায়।) তাহলে তুমি ভাবছ

বাচ্চাটার বদলে আমাকে মারলেই ঠিক হত, এঁ্যা? তা, দেখে নিও, আমি একশো বছর অবধি বাঁচবো। তোমাকে ফাঁসী কাঠে আমি ঝুলতে দেখবো—তার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো। ঈশ্বরের বিচার আর আইনের বিচার যেন তোমার হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো। এবার শেরিফকে ডাকতে চললাম আমি। (দরজার দিকে এগিয়ে যায়।)

এ্যাবি : (নিরাসক্ত গলায় বলে) তোমাকে যেতে হবে না। এবেনই শেরিফকে ডাকতে গেছে।

ক্যাবট : (স্তম্ভিত হয়ে বলে) এবেন—এবেন শেরিফকে ডাকতে গেছে?

এ্যাবি : হঁ্যা।

ক্যাবট : তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য?

এ্যাবি : হঁ্যা।

ক্যাবট : (ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। একটু চুপ করে থাকে। তারপর কঠোর কণ্ঠে বলে) যাক্, আমার পরিশ্রমটা বাঁচিয়ে দিল—সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ। আমি কাজে চললাম। (দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি মেশানো গলায় বলে) ও ছেলে আমারই হওয়া উচিত ছিলো, এ্যাবি। আমাকে তোমার ভালোবাসা উচিত ছিলো। আমিই সত্যিকারের পুরুষ মানুষ, এ্যাবি। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে তবে তুমি যাই করতে না কেন, তার জন্যে আমি শেরিফের কাছে নালিশ করতে ছুটতাম না—আমাকে জ্যান্ত আগুনে পোড়ালেও না।

এ্যাবি : (এবেনের সমর্থনে বলে ওঠে) তুমি জানো না, এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে যার জন্য ও শেরিফকে ডাকতে গেছে।

ক্যাবট : (শুকনো গলায়) তাই যেন হয়, এ্যাবি—অন্ততঃ তোমার জন্য আমি সে-কামনাই করি। (সে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই তাকে গেটের কাছে দেখা যায়। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। তার কঠিন আত্মসংযম এবার শিথিল হয়ে আসে। মুহূর্তের জন্য তাকে মনে হয় গভীরভাবে ক্লান্ত এক বৃদ্ধ। হতাশ গলায় সে বিড় বিড় করে ওঠে) হে প্রভু—এবার আরো একাকী--আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম আমি! (সে বাঁদিকে কারো দৌড়ে ছুটে আসার পদধ্বনি শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবট আবার আগের মতো ঋজু কঠিন শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এবেন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে--তার দৃষ্টি উদভ্রান্ত। তাকে পাগলের মতো দেখায়। টলতে টলতে ও গেটের মধ্যে ঢোকে। ক্যাবট তার কাঁধ চেপে ধরে। এবেন নির্বোধের মত তার দিকে তাকায়।) কি, শেরিফকে বলেছো ?

এবেন : (বোকার মতো মাথা দুলিয়ে বলে) হ্যাঁ।

ক্যাবট : (ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এবেন তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। পরম অবজ্ঞার সঙ্গে হাসতে হাসতে ক্যাবট বলে) খুব করেছো যা হোক! এই না হলে আর মায়ের ছেলে কাকে বলে! (কর্কশ গলায় হাসতে হাসতে সে গোলাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। এবেন উঠে দাঁড়াতেই ক্যাবট ওর দিকে ফিরে হিংস্র গলায় বলে) শেরিফ ওকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও এই খামার ছেড়ে চলে যেও। নইলে মানুষ খুন করার অপরাধে শেরিফকে ফিরে এসে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। (লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে যায়। এবেনকে দেখে মনে হয় না ওর কানে কোন কথা গেছে। সে দরজার কাছে ছুটে যায়, তারপর রান্নাঘরে ঢোকে। এ্যাবি ওকে দেখে গভীর বেদনার মধ্যেও একটা আনন্দধ্বনি করে ওঠে। এবেন ওর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে।)

এবেন : আমাকে ক্ষমা কর।

এ্যাবি : (খুশীভরা গলায় বলে) এবেন! (ওকে চুমু খায়--তার মাথা নিজের বুকের কাছে টেনে আনে।)

এবেন : আমি তোমাকে ভালোবাসি, এ্যাবি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

এ্যাবি : (খুশীতে ওর সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।) ওই কথাটুকু বলার জন্যে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, এবেন। (সে ওর মাথায় চুমু খায়। ও তার একান্ত নিজের এই অনুভূতির প্রচণ্ড আবেগে সে তার মাথা যেন নিজের বুকের সঙ্গে পিষে ফেলতে চায়।)

এবেন : (ভেঙ্গে পড়ে) কিন্তু আমি যে শেরিফকে খবর দিয়ে এসেছি। ও এখুনি তোমাকে ধরতে আসবে।

এ্যাবি : এখন আমি সব কিছু সহ্য করতে পারবো।

এবেন : আমি ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। তারপর সব ওকে বললাম। শেরিফ বললো, দাঁড়াও আমি কাপড় পরে নিই। আমি বসে থাকলাম। তোমার কথা ভাবতে লাগলাম। মনে হল কী গভীরভাবে আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। ব্যথায় আমার সমস্ত বুক যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো আমার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তারপর দু'চোখ ভরে পানি এলো। হঠাৎ বুঝতে পারলাম এখনো আমি তোমাকে ভালোবাসি, চিরকাল বাসবো।

এ্যাবি : (গভীর মমতায় তার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলে) আমার সোনা ছেলে তুমি, তাই না?

এবেন : তক্ষুণি আমি উঠে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করলাম। মাঠের মধ্য দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে আমি ছুটে এসেছি। মনে করলাম বোধ হয় তুমি পালিয়ে যাবার সময় পাবে--আমার সঙ্গে--আর--

এ্যাবি : (মাথা নাড়ে) আমার শাস্তি আমাকে নিতে হবে--আমার পাপের শাস্তি।

এবেন ঃ তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে তার ভাগ নিতে দাও।

এ্যাবি ঃ তুমি তো কোন অপরাধ কর নি।

এবেন ঃ জিনিষটা আমিই তোমার মাথায় ঢুকিয়েছি। আমিই বলেছি যে ও মরে গেলেই ভালো হত। আমি একরকম জোর করে তোমাকে ওকাজে ঠেলে দিয়েছি।

এ্যাবি ঃ না। যা করেছি একা আমিই করেছি!

এবেন ঃ আমিও তোমার মত সমান দোষী। ও আমাদের দু'জনার পাপের সন্তান।

এ্যাবি ঃ (মাথা উঁচু করে যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল) ও পাপের জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতাপ করি না। তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই না!

এবেন ঃ আমিও না। কিন্তু এটা থেকে অন্যটার শুরু—যে খুন তুমি করলে—আমার জন্যেই তুমি ওকে মেরে ফেললে—সে হত্যার অপরাধ আমারও। আমি শেরিফকে বলবো--আর তুমি যদি অস্বীকার কর তবে আমি বলবো যে আমরা দু'জনে পরামর্শ করে এই খুন করেছি। ওরা সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে--আমরা যা করেছি প্রত্যেকটি কাজ ওরা সন্দেহের চোখে দেখবে—খুব সহজেই আমার কথা ওদের কাছে সত্য বলে মনে হবে। তাছাড়া—একটু তলিয়ে দেখলে তাইতো সত্য। আমি ঠিকই তোমাকে সাহায্য করেছি।

এ্যাবি ঃ (ওর মাথার ওপর নিজের মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে) না! আমি চাই না যে তুমি কোন কষ্ট পাও।

এবেন ঃ এই পাপের মধ্যে আমার যে অংশ তার জন্য আমাকে মূল্য দিতেই হবে। তাছাড়া তোমাকে যদি ছেড়ে চলে যাই—পশ্চিমে গিয়ে দিনরাত শুধু তোমার কথা ভাবব, মনে হবে আমি বাইরে আর তুমি ভেতরে--(গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে) কিম্বা তুমি বেঁচেই নেই আর আমি বেঁচে আছি---না, না, সে কষ্ট আরো বেশী হবে। (একটু চুপ করে

থাকে।) আমি তোমার সঙ্গে সব ভাগ করে নিতে চাই, এ্যাবি—তা জেল হোক, কি মৃত্যু হোক, কি নরক হোক—যে কিছু হোক না কেন, এ্যাবি, আমি সব কিছুর অংশ নিতে চাই। (ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সে মুখে ছোট্ট একটু হাসি ফুটিয়ে তোলে।) তোমার সঙ্গে যদি সব কিছুর অংশ নিতে পারি তাহলে আর আমার নিজেকে নিঃসঙ্গ একাকী লাগবে না।

এ্যাবি : (দুর্বলভাবে বলে) এবেন, এ আমি তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না—দিতে পারি না, এবেন।

এবেন : (মমতার সঙ্গে ওকে চুমু খেয়ে বলে) তোমার যে কিচ্ছু করবার উপায় নেই গো। এই একবারের মত অন্ততঃ তোমার হার হ'ল।

এ্যাবি : (জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মুগ্ধ গলায় বলে) যতক্ষণ তোমাকে পাচ্ছি ততক্ষণ আমার কিছুতেই হার নেই।

এবেন : (বাইরে পায়ের শব্দ পায়) শ্‌ স্‌ স্‌। শুনছো! ওরা আমাদের ধরতে এসেছে।

এ্যাবি : না, বুড়োর পায়ের শব্দ। এবেন, ওকে ঝগড়াঝাঁটি কি মারামারি করার কোন সুযোগ দিও না। ও যা কিছু বলুক না কেন তুমি একটি কথাও বলো না। আমিও কিচ্ছু বলবো না।

(ক্যাবটকে দেখা যায়। খুব উত্তেজিত অবস্থায় সে গোলাবাড়ীর দিক থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢোকে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখে দু'হাতে এ্যাবিকে জড়িয়ে ধরে এবেন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। ওদের উভয়ের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে স্থির নিবদ্ধ।)

ক্যাবট : (ওদের দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখের ভাব শক্ত কঠিন। তারপর ঘৃণা আর রাগের সঙ্গে

বলে) বাঃ, চমৎকার একজোড়া খুনী সুখের পায়রার মতো বসে আছো! তোমাদের দু'জনকে একই গাছে ফাঁসীতে লটকে দেওয়া উচিত—তারপর কেউ যেন তোমাদের মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে না আসে—বাতাসে দুলতে দুলতে ওগুলো ওখানেই পচতে থাকবে। আমার মতো বুড়োরা তাই দেখে নিজেদের নিঃসঙ্গ নির্জনতার বোঝা নিজেরাই একা একা বহন করতে শিখবে—আর ওই দৃশ্য দেখে তোমাদের মতো নির্বোধ তরুণ তরুণীরাও তাদের লালসার উদ্দামতাকে দমন করতে শিখবে। (একটু চুপ করে। আবার ওর চোখে মুখে উত্তেজনার ছোঁয়া লাগে, চোখ দুটো জ্বলতে থাকে—কেমন একটু পাগলের মতো দেখায় তাকে।) আজ আমি কোন কাজ করতে পারি নি। কোন কাজে উৎসাহ পাইনি। গোল্লায় যাক এই ক্ষেতখামার! আমি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাচ্ছি। খোঁয়াড় খুলে সব গরু বাছুর হাঁস মুরগী শুয়োর আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। বনের মধ্যে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি আমি—ওখানে স্বাধীনভাবে ওরা চরে বেড়াবে। ওদের মুক্তি দিয়ে আমি নিজেও মুক্তি পেলাম। আজই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এই বাড়ীতে, গোলাঘরে—সর্বত্র আমি আগুন লাগিয়ে দেবো—দেখবো কেমন দাউ দাউ করে সব জ্বলে যায়। তারপর তোমার মাকে রেখে যাবো এই খামার বাড়ীর পোড়া ছাই-এর মধ্যে প্রেতিনীর মতো ঘুরে বেড়াবার জন্যে। আর এই সব জমিজমা আমি ঈশ্বরের নামে উইল করে দিয়ে যাবো—যার জিনিষ তারই কাছে আবার ফিরে যাবে—কোন মানুষ আর কোনদিন এসব যেন স্পর্শ করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করবো। তারপর আমি পাড়ি দেবো ক্যালিফোর্নিয়ার পথে—সেখানে সিম আর পিটারের সঙ্গে গিয়ে জুটবো। ওরা আকাট বুদ্ধু হতে পারে কিন্তু ওরাই আমার সত্যিকারের ছেলে। তারপর আমরা—ক্যাবট পরিবার—সলোমোনের সোনার খনি আবিষ্কার করবো! (হঠাৎ সে অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গী করে লাফ দেয়।)

হুপ ! কি গান না ওরা গাইছিলো ? "ও আমার ক্যালিফোর্নিয়া, তুমিই আমার দেশ, তোমারেই বেসেছি ভালো।" (সে একবার গেয়ে ওঠে, তারপর মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লুকানো জায়গায় টাকার খোঁজে তক্তা তুলতে তুলতে বলে) চমৎকার জাহাজে চড়ে আরাম করতে করতে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার পথে পাড়ি দেবো ! তার টাকা আছে আমার। আহা—কী দুঃখ—এ টাকার খোঁজ তোমার জানা থাকলে দিব্যি এটা চুরি করে—(ও টান দিয়ে তক্তা তুলে নীচের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। হাত দিয়ে দেখে, তারপর আবার নিষ্পলক চোখে সেদিকে তাকায়। মৃত্যুর মতো কঠিন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে মেঝের ওপরই হতাশ ভাবে বসে পড়ে—তার চোখ দুটো মরা মাছের চোখের মতো দেখায়, মুখে একটা অসুস্থ সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কয়েকবার কোন রকমে ঢোঁক গিলে শেষে মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটিয়ে ক্যাবট বলে) তাহলে তুমি ওটা ইতিমধ্যেই চুরি করে নিয়েছো !

এবেন : (আবেগহীন গলায় বলে) ও টাকা আমি সিম আর পিটারকে দিয়েছি—ওদের ক্যালিফোর্নিয়া যাবার জাহাজ ভাড়ার জন্য। তার বদলে ওরা খামারে ওদের অংশ আমাকে লিখে দিয়ে গেছে।

ক্যাবট : (একবার মাত্র কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসে) হাঃ ! (তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নেয়। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে কেমন অদ্ভুত গলায় বলে) বোধ হয় সৃষ্টিকর্তা সে টাকা ওদেরকেই দিতে চেয়েছেন—তোমাকে নয়। তিনি সহজ নন—কঠিন তিনি ! পশ্চিমে হয়ত সহজেই সোনা পাওয়া যায় কিন্তু সে সোনা তাঁর সোনা নয়। ওই সোনা আমার জন্যে নয়। আমি আবার ঈশ্বরের নির্দেশ শুনতে পাচ্ছি—তিনি যেন আমাকে আবার কঠিন হতে বলছেন, আমার এই খামারেই থাকতে বলছেন আমাকে।

আমার দুর্বলতা থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য তিনিই এবেনকে দিয়ে আমার টাকা চুরি করিয়েছেন। এর মধ্যে আমি তাঁরই হাত দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে—তাঁর আঙ্গুল যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। (একটু চুপ করে থাকে। তারপর ব্যথাভরা গলায় বিড় বিড় করে বলে) এবার আগের চাইতেও একা একা লাগবে—বয়সও বাড়ছে-- ডালের মাথায় টুইটুম্বুর পাকা ফলের মতো-- (তারপর নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলে) তা তোমার ইচ্ছেটা কি ? ঈশ্বরও তো নিঃসঙ্গ, একা ! তিনিও তো নিঃসঙ্গ আর কঠিন। (একটু নীরবতা। বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে দু'জন লোকসহ শেরিফ এগিয়ে আসে। সাবধানে তারা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। পিস্তলের কুঁদো দিয়ে শেরিফ দরজায় ধাক্কা দেয়।)

শেরিফ : আইনের নামে বলছি, দরজা খোল ! (ওরা চমকে ওঠে।)

ক্যাবট : তোমাদের ধরতে পুলিশ এসেছে। (পেছনের দরজার কাছে যায়।) এসো, জিম। (শেরিফ ও তার দুই সঙ্গী ঘরে ঢোকে। দোরগোড়ায় ক্যাবটের সঙ্গে ওদের দেখা হয়।) এক মিনিট, জিম। ওরা এই খানেই আছে-- পালাতে দিই নি। (শেরিফ মাথা নেড়ে অনুমোদন জানায়। সঙ্গীদের নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।)

এবেন : (হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে) আজ সকালে তোমার কাছে আমি মিছে কথা বলেছি, জিম। আমি ওকে একাজে সাহায্য করেছি। আমাকেও তুমি ধরে নিয়ে যাও।

এ্যাবি : (ভেঙে পড়ে) না !

ক্যাবট : ওদের দু'জনকেই নিয়ে যাও। (এগিয়ে এসে এবেনের দিকে তাকায়--চোখের দৃষ্টিতে একটু প্রশংসার আভাষ।) মন্দ না !--আচ্ছা, আমি চলি। গরু বাছুরগুলোকে আবার খুঁজে খুঁজে ধরে আনতে হবে। বিদায় !

এবেন : বিদায় !

এ্যাবি : বিদায়। (ক্যাবট ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে শেরিফ আর তার সঙ্গীদের সামনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে—তারপর বাড়ীর কোণা ঘুরে তাকে গোলাঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় তার কাঁধের রেখায় অনমনীয় দৃঢ়তার আভাষ, তার মুখ পাথরের মতো, তার হাঁটার ভঙ্গী ঋজু কঠিন। ইতিমধ্যে শেরিফ আর তার সঙ্গীরা ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।)

শেরিফ : (ঈষৎ বিব্রতভাবে বলে) এবার আমাদের যেতে হয়।

এ্যাবি : একটু দাঁড়ান। (এবেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে) আমি তোমাকে ভালোবাসি, এবেন।

এবেন : আমি তোমাকে ভালোবাসি, এ্যাবি। (ওরা দু'জনে চুম্বন করে। শেরিফ আর তার দুই সঙ্গী হাসে, বিব্রতভাবে উসখুস করে। এবেন এ্যাবির হাত ধরে। তারপর তারা দু'জন পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর বাইরে এসে হাত ধরাধরি করে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। শেরিফরা ওদের পেছন পেছন আসে। এবেন গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে) দেখ, সূর্য্য উঠছে। কী সুন্দর, তাই না ?

এ্যাবি : হ্যাঁ। (উভয়ে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—কেমন একটা অদ্ভূত নির্লিপ্ততা আর পবিত্রভাব ওদের ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে।)

শেরিফ : (ঈর্ষাকাতর চোখে খামার বাড়ীর চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলে) বলতেই হবে যে খুবই চমৎকার এই খামার-বাড়ীটা। আমার নিজের এই রকম একটা হলে বেশ হ'ত!

।। যবনিকা ।।